উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ পৌষ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 21 December 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 212

চলে গেলেন ওমপ্রকাশ চৌতালা

দশের পাতায়

নীরবতাতেই বার্তা

নেপাল অউর ভুটান কি সাথ বিশ্বাস ভি হ্যায়, বিরাসাত ভি হ্যায়, মিত্রতা ভি হ্যায়।

অমিত শা

বাংলাদেশ নিয়ে একটা শব্দও খরচ করলেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তোমাদের স্যালুট। শিলিগুড়িতে সেনাদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এসএসবি-র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে। শুক্রবার।

চিকেন নেক নিয়ে শাহি সতর্কতা সেনাদের

সানি সরকার ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : মঞ্চে প্রায় চল্লিশ মিনিটের বক্তৃতায় একবারের জন্যও বাংলাদেশের নাম নিলেন না। বারবার তুলে ধরলেন দুই 'বন্ধু রাষ্ট্র' নেপাল-ভুটানের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের কথা। অন্য প্রতিবেশী দেশ থাকল সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত।

বাংলাদেশ শব্দ উচ্চারণ না করেই যেন শিলিগুড়ি এসে পদ্মাপারের দেশকে বার্তা দিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুক্রবার শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেকের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরলেন তিনি। 'তিস্তা-মহানন্দার মাঝে রয়েছে শিলিগুড়ি করিডর। জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই চিকেন নেক। যা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে জুড়েছে দেশের বাকি অংশকে। তবে এসএসবি থাকায় বিশ্বাসের সঙ্গে শ্বাস নিতে পারছি।'

মঞ্চে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ না তুললেও, সেনাকর্তাদের সঙ্গে শাহি বৈঠকে এল বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। সে দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রেক্ষাপটে সীমান্তের দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন বাহিনীকে সতর্ক করলেন দেশের দু'নম্বর ব্যক্তিত্ব।

শিলিগুড়ির অদূরে রানিডাঙ্গাতে এসএসবির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন বাহিনীর শীর্ষকর্তাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন দেশের গোয়েন্দা প্রধান তপনকুমার ডেকাও। এই বৈঠকেই বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং তার কতটা প্রভাব সীমান্তবর্তী এলাকায় পড়েছে- এসব নিয়ে আলোচনা হল। জানতে চাওয়া হল, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে চিকেন নেকে।

বাংলাদেশের মাটিতে ক্রমশই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ভারত বিদ্বেষ। যার প্রভাব পড়ছে সীমান্তবর্তী এলাকায়। অনেক জঙ্গিই নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে দেশে। ইতিমধ্যে অসমের কোকরাঝাড় এবং ধুবড়ি, জইশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের পাঁচ সদস্য ধরা পড়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে অসম এসটিএফের জালে ধরা পড়েছে দুই সন্দেহভাজন।

একে এই পরিস্থিতি, তারপর এসএসবির অনুষ্ঠানস্থল থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ১০-১২ কিলোমিটার। ফলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসএসবির প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে কী বার্তা দেন, সেদিকে নজর ছিল বিভিন্ন মহলের। কিন্তু এসএসবির মঞ্চ থেকে বাংলাদেশ নিয়ে একটি শব্দ খরচ করেননি শা। তবে বারবার ভারত ও নেপালের সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বললেন, 'সীমান্ত বন্ধ থাকলে জওয়ানদের দায়িত্ব কম থাকে। কিন্তু খোলা সীমান্ত সামাল দেওয়া অনেক সময় কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নেপাল ও ভুটানের ১,৪৫০ কিলোমিটার সীমান্ত নিয়ে ভারতের গৃহমন্ত্রীর কোনও চিন্তা নেই।' *এরপর বারোর পাতায়*

অত্যাচারের সংখ্যা

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা এবার ২২০০। পাকিস্তানে এমন ঘটনা ১১২। ২০২২ সালে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের সংখ্যা ছিল ৪৭। ২০২৩ সালে সংখ্যাটা ছিল ৩০২। এই তথ্য সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী।

ভুল খবরের বন্যা

চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেসের সমীক্ষায়। সেখানে বলা হচ্ছে, ভারতে যা রাজনৈতিক খবর প্রকাশ হয়, তার অধিকাংশই ভুল।

স্বামীর দাহ খরচ হাতে মিনুর পাশে দাঁড়াল শহর

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : এখনও এ শহরের মানবিকতা আছে। 'একা' মিনু সাহার পাশে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিল শিলিগুড়ি। বাড়ি-বাড়ি থেকে চাঁদা তুলে মিনুকে সঙ্গে করে তাঁর স্বামীর শেষকৃত্য করতে এদিন সকালে জেলা হাসপাতালে পৌঁছান অভিজিৎ মণ্ডল, সজল সরকার, রাজেশ অধিকারী, রাহুল সরকাররা। স্বামীর শেষকৃত্য করার মতো হাতে টাকা না থাকায় মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে ফেলেই চলে এসেছিলেন মিনু। আশা ছিল কামাখ্যাগুড়ি থেকে ভাই এসে বিপদে পাশে দাঁড়াবে। কেউ আসেনি।

শেষ আশা হিসেবে মিনু এরপর হাতিয়াডাঙ্গায় তাঁর জেঠতুতো ভাইয়ের বাড়িতে যান। সেখানেও দরজায় তালাবন্ধ থাকায় মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েন। আর কোনও রাস্তা না থাকায় ফিরে আসেন নেতাজিপাড়ার ভাড়াবাড়িতে।

মিনু ঘরে ঢোকার পরেই ছুটে আসেন প্রতিবেশী মহিলারা। তাঁরা জানতে চান, কোথায় রয়েছেন তাঁর স্বামী? পুরো বিষয়টা মিনুর কাছে শোনার পর নিজেদের চোখের জল আটকে রাখতে পারেননি প্রতিবেশীরা। দুধ-ফল খাইয়ে তাঁকে সুস্থ করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মর্গে পড়ে থাকা মানুষটার শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করবেন।

মহিলাদের জটলা নজরে আসে, নারায়ণ বাড়ুই, প্রবীর বিশ্বাসদের। সব শুনে তাঁরাও এগিয়ে আসেন। বাড়ি বাড়ি থেকে অর্থ জমানো শুরু হয়। এক তরুণ অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দেন। সংগৃহীত টাকা দিয়ে কেনা হয় শেষকৃত্যের সামগ্রী। *এরপর বারোর পাতায়*

শুক্রবার তিলক রোডের নার্সিংহোমে শিশুমৃত্যু ঘিরে ঝামেলা। -সংবাদচিত্র

শিশুমৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত নার্সিংহোম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ছয় মাসের শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসকের গাফিলতির অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ির তিলক রোড সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসক শিশুকে না দেখে ফোন কলের মাধ্যমে চিকিৎসা করেছেন। এমনকি পরিবারের তরফে ওই চিকিৎসককে রাতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি বলে অভিযোগ করেছে ওই পরিবার।

এদিন ভোর থেকেই পরিবারের সদস্যরা নার্সিংহোমে জমায়েত হতে শুরু করায় পরিস্থিতি সামলাতে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ সেখানে হাজির হয়। নার্সিংহোমের মালিক চিকিৎসক পীযূষ রায়ের বক্তব্য, 'ওই চিকিৎসক নার্সিংহোমে রাতে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সেই মতো চিকিৎসা করা হচ্ছিল। তবে শেষপর্যন্ত ওই শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।' ওই শিশুর ডায়ারিয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক পীযূষ রায়। অন্নপ্রাশনের তেরো দিনের মধ্যেই মৃত্যু হল ওই শিশুর। যদিও ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির তরফে জানানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ঠাকুরনগরের বিশ্বাস দম্পতি সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকেই চিকিৎসক অর্ঘ্য সেনের দেখভালে ছিলেন। ওই শিশুর বাবা অজয় বিশ্বাস জানান, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিশু অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা ওই চিকিৎসককে দেখাই। তিনি বলেন আমার সন্তান ভালো হয়ে যাবে। এরপর আমরা সন্তানকে নিয়ে ফিরে আসি। রাতে বমি-পায়খানা বেড়ে যায়। এরপর ওই চিকিৎসককে ফোন করলে, তিনি তিলক রোডের ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করার পরামর্শ দেন।'

মুখেভাতের পর সন্তান হারিয়ে শোক

ভর্তি করার পরেই গাফিলতি শুরু হয় বলে অভিযোগ অজয় সহ তাঁর পরিবারের। অজয় বলেন, 'একাধিকবার চিকিৎসককে ফোন করলেও তিনি তোলেননি। সন্তানের শরীর খারাপ হতে থাকায় আমরা নিজেরাই অনুরোধ করতে থাকি আইসিইউ-তে ভর্তি করার জন্য।' পরিবারের অভিযোগ, শেষে একাধিক ইনজেকশনও দেওয়া হয়। *এরপর বারোর পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

মোদির বঞ্চনা মমতার তাস, ডিএ'র বৃদ্ধি ভুলে যান

গৌতম সরকার

বাংলায় বিজেপির এক কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। সদস্য সংগ্রহের অশ্বমেধের ঘোড়া থেমে গিয়েছে ২৬ লক্ষ ৬২ হাজারে। অথচ আস্ফালন যায় না নেতাদের। রাজ্য দলের কয়েকজন সাধারণ সম্পাদকের একজন জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো বলছেন, 'সদস্য সংগ্রহের বুকের পাটা একমাত্র বিজেপিরই আছে।' তাঁর কথায়, তৃণমূল রাস্তায় নামলে নাকি ৫ লক্ষ সদস্যও জোগাড় করতে পারবে না।

২৬ লক্ষ সদস্য নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উচ্ছেদের পণ করেছেন সর্বভারতীয় শাসকদলের বঙ্গজ নেতারা। কাজী নজরুলের 'থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে' বাসনা নিয়ে চারদিক চেয়ে মনে হয়, কত অসম্ভবই যে জানার বাকি। এই ধরুন, শাহবাজ শরিফ ও মুহাম্মদ ইউনুসের হাসি হাসি মুখে হাতধরাধরি করা ছবিটা। কয়েক বছর আগেও ভাবতে পারতেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর মিটিং এবং তার নেপথ্যে অভূতপূর্ব রসায়ন?

মিশরের কায়রোয় বৈঠক করে তাঁরা নাকি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে মজবুত করার শপথ নিয়েছেন। এমনকি, ১৯৭১-এর অমীমাংসিত সমস্যাগুলিও নাকি মেটাবেন। কবরে কি মুজিবুর রহমানের আত্মা নড়ে উঠল! *এরপর বারোর পাতায়*

কংগ্রেসকে বড় তোপ তৃণমূলের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : সময় যত গড়াচ্ছে, কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে দূরত্ব তত বাড়ছে। এবার জোড়াফুল শিবিরের অভিযোগ, 'ইন্ডিয়া' জোটের পাশাপাশি সংসদের ভিতরে-বাইরে প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল।

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল যে আরও দূরত্ব বাড়াতে চলেছে, তা স্পষ্ট বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও সংসদ ভবন চত্বরে আম্বেদকরের মূর্তির সামনে তৃণমূলের ধর্নায়। যে কর্মসূচি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পদত্যাগের দাবিও ওঠে। তৃণমূলের সংসদীয় বোর্ডের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ বলে দলীয় সূত্রের খবর। অন্যদিকে, বিজয় চক থেকে সংসদ ভবন পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে পৃথক মিছিলে 'ইন্ডিয়া' জোটের ফাটল বেআব্রু হল।

সংসদের মকরদ্বারের বাইরে বৃহস্পতিবার শাসক-বিরোধী সাংসদদের ধস্তাধস্তির জন্যও বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন লোকসভায় তৃণমূলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সংসদ চত্বরে কংগ্রেস-বিজেপির এই উত্তেজনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি সাধারণ মানুষ।' তৃণমূলের এই প্রবীণ সাংসদের অভিযোগ, কংগ্রেস শুধু ব্যস্ত প্রিয়াংকা গান্ধিকে প্রোজেক্ট করতে।

তাঁর অভিযোগ, 'আম্বেদকর ইস্যুতে কংগ্রেস নিজেরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তারপর চাপিয়ে দিচ্ছে জোট শরিকদের ওপর।' শুক্রবার হট্টগোলের কারণে সংসদের দুই কক্ষেই অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। *এরপর বারোর পাতায়*

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি

জানুয়ারি/২০২৫ মাসের জন্য উপ সিএমএম/ডিপো বঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নরূপ নির্ধারিত করা হয়েছে।

ক্রম নং	মাস	তারিখ
১	জানুয়ারি/২০২৫	০৯-০১-২০২৫, ২১-০১-২০২৫ এবং ২৯-০১-২০২৫

ইচ্ছুক ডাককারীগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হল।
ডিওয়াই. সিএমএম/ডিপো বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
...
MLD-172/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
@EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

!!! সতর্কবার্তা : চাকরিতে নিয়োগের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকুন !!!

এএআই এর দ্বারা জ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নীতিজ্ঞান বর্জিত ব্যক্তি/প্রতারক/দালাল/প্রতারিত দলের প্রতিনিধিগণ নিজেদের একটি নকল পরিচয় গঠনের মাধ্যমে নিজেদের ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে পরিচয় দিয়ে, বিভিন্ন ধরনের জাল নিয়োগকারী নোটিশ/মেসেজ/মোবাইল ফোনের দ্বারা কলের মাধ্যমে এএআইতে লাভজনক পেশার মিথ্যে চাকরির সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে।
ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করছে, যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা সতর্কতা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা যে কোনও চাকরির বিজ্ঞাপন/মেসেজ/কল লেটার/নিয়োগপত্র এএআই-এর ওয়েবসাইট **www.aai.aero** এর অন্তর্ভুক্ত কেরিয়ার সেকশনে খুঁটিয়ে যাচাই করুন অন্য কোনও ওয়েবসাইটে না গিয়ে।
সমস্ত বিবরণ যেগুলি নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে যেমন- বিজ্ঞাপনটির বিশদ বিবরণ, যাচাইকরণ/সাক্ষাৎ-এর সময়সূচি, মূল ফলপ্রকাশ ইত্যাদি শুধুমাত্র এএআই-এর ওয়েবসাইট **www.aai.aero** তেই প্রকাশিত হবে।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার অর্থমূল্য বিজ্ঞাপনে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত শুধুমাত্র অনলাইন আবেদনপত্রটি পূরণ করার পর এককালীন সময়ের হিসেবে জমা দিতে হবে এবং এটি শুধুমাত্র পুরুষ আবেদনকারী, যারা অসংরক্ষিত এবং ওবিসি (এনসিএল) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তাদেরই জমা দিতে হবে। এটি বাদে এএআই -এর দ্বারা নিয়োগ পদ্ধতির কোনও ধাপেই অর্থমূল্য চাওয়া হবে না।
যদি কোনও ব্যক্তি এই ধরনের নীতিজ্ঞান বর্জিত ব্যক্তি/প্রতারিত দলের প্রতিনিধি/মেসেজ/মোবাইল ফোনের কলের সঙ্গে লেনদেন করে থাকেন তবে সে সমস্তটাই নিজের ঝুঁকিতে করে থাকবেন। ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই কোনও প্রকার ক্ষতিকারক পরিণতির প্রতি দায়ী থাকবে না।
যদি কেউ এই ধরনের প্রতারক/মিথ্যে নিয়োগ পদ্ধতির জালের শিকার হয়ে থাকেন তবে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, এই ধরনের প্রতারকদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করুন। হিন্দি ভাষায় এই বিষয়ে জানতে হলে নিম্নে উল্লেখিত লিঙ্কটি টিপুন : **https://www.aai.aero/sites/default/files/aaiupload/AAI_NIT% 20No-03_Hindi_Dec_12_2024_0.pdf.**
এনআইটি নং-০৩/২০২৪-২৫ **কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর (এইচআর)**
CBC 03111/12/0003/2425

ব্রিটিশ সেনার বোট নিশিগঞ্জে

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনার ব্যবহৃত চারটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বোট উদ্ধার হল নিশিগঞ্জ পূর্ত দপ্তরের গোডাউন এলাকা থেকে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়েছে স্থানীয় মহলে। বোটগুলির গায়ে 'ব্রিটিশ আর্মি' খোদাই করে লেখা রয়েছে। বোটগুলি বিক্রি হয়ে গিয়েছে, এমন দাবি করে শুক্রবার বিকেলে ট্রাক নিয়ে সেগুলি তুলে নিতে আসেন কয়েকজন। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয়।

নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া বলেন, 'আমি স্থানীয়দের কাছ থেকে শুনে নিশিগঞ্জে পূর্ত দপ্তরের গোডাউনে আসি। জানতে পারি, বেশকিছু পুরোনো যন্ত্রপাতি, লোহার সরঞ্জামের সঙ্গে চারটি ব্রিটিশ আমলের বোট তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাধারণজ্ঞানে মনে হচ্ছে এগুলি হেরিটেজ সম্পত্তি। এগুলি সংরক্ষণ করা উচিত।' জানা যায়, ব্রিটিশ সেনার অধীনে থাকা একটি সংস্থা এই বোটগুলি ১৯৪২ সালে তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোচবিহারের রাজার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা ব্রিটিশ সেনা সেগুলি কোচবিহারে নিয়ে আসে। ১৯৭৩ সালে মানসাই নদীতে সেতু তৈরির সময় সেগুলিকে ব্যবহার করা হয় চলাচলের জন্য। তারপর ১৯৭৮ সালে মানসাই নদীতে পঞ্চানন সেতু তৈরি হলে বোটগুলি নিশিগঞ্জে পূর্ত দপ্তরের গোডাউনের বাইরে রাখা হয়। জঙ্গলে ঢেকে থাকায় এতদিন তা লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল।

পূর্ত দপ্তরের গুদামে চারটি বোট উদ্ধার হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'আমি বিষয়টি জেনে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলি। এটি হেরিটেজ সম্পত্তি। বোটগুলি থেকে রাজ আমলের ইতিহাসচর্চার নতুন অনেক তথ্য উঠে আসতে পারে।' এবিষয়ে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সম্পাদক পরিমল বর্মন বলেন, 'এভাবে রাজ আমলের ইতিহাস নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদ করছি।' বোটগুলিকে নিশিগঞ্জে হেরিটেজের মর্যাদা দিয়ে সংরক্ষণের দাবি জানান তিনি। কোচবিহার জেলা পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ সরকারের মন্তব্য, 'নিশিগঞ্জের গোডাউনে থাকা কিছু পুরোনো সামগ্রী নিয়ম মেনে বিক্রি হচ্ছিল। তার মধ্যে হেরিটেজ জাতীয় কিছু থাকলে তা সংরক্ষণ করা হবে।'

চাকরির টোপে টাকা 'হাতালেন' পুলিশকর্মী

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২০ ডিসেম্বর : আপার প্রাইমারিতে চাকরির লোভ দেখিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, চাকরিপ্রার্থী পিছু ১৬ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই কনস্টেবলের সন্ধান নেই।

২০১৭-১৮ সালে আপার প্রাইমারিতে চাকরির জন্য চাকরিপ্রার্থীরা ওই কনস্টেবলকে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই প্রার্থীদের কারোর প্যানেলে নাম ছিল না। বিপাকে পড়া সেই প্রার্থীরা কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন। তাঁরা কলকাতার বেক বাগানের বাসায় গিয়ে জানতে পারেন ওই কনস্টেবল পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

বাধ্য হয়ে চাকরিপ্রার্থীরা সেখান থেকে ওই পুলিশ কর্মীর গ্রামের বাড়ি আসেন। তাঁর বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার লক্ষ্মীপুর মুনসিটোলায়। নাম মহিবুর শেখ। স্থানীয়রা চাকরিপ্রার্থীদের জানান, মহিবুর চার বছর আগে তার বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে একটি জমি কিনেছেন। মহিবুরকে বাড়িতে না পেয়ে চাকরিপ্রার্থীরা ওই জমি দখল করতে যান।

কিন্তু অভিযোগ, স্থানীয় কয়েকজন জমি দখল করতে বাধা দেন তঁদের। এরপরেই দুপক্ষ একে অপরের সঙ্গে রীতিমতো বচসায় জড়িয়ে পড়েন। এমনকি কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ।

চাকরিপ্রার্থী মহম্মদ ওবাইদুর রহমানের বক্তব্য, '২০১৭-১৮ সালের আপার প্রাইমারির চাকরি দেবেন বলে প্রায় ৩০-৩৫ জনের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন মহিবুর। কিন্তু আমাদের চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরত চাইতে যাই তার কাছে। সে প্রথম দিকে টাকা দিতে চাইলেও বছর দুয়েক থেকে আমাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বন্ধ। পরে জানতে পারি ও ইস্তফা দিয়েছে।' অপর এক চাকরিপ্রার্থী আনজারুল হকের মন্তব্য, 'মহিবুর কলকাতা পুলিশে কনস্টেবল পদে চাকরি করত। মন্ত্রীদের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকত। সেটা দেখিয়েই আপার প্রাইমারির চাকরি করে দেব বলে আমাদের কাছ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা করে নিয়েছে। কিন্তু বিগত তিনবছর ধরে তার ফোন বন্ধ।' আনজারুল হকের দাবি, বৃহস্পতিবার জমি দখল করতে গিয়ে আমাদের বাধা দিল তার কয়েকজন সাগরেদ রফিকুল শেখ, বদিরুল শেখ ও সেলিম শেখরা। এমনকি মারধর করা হয় আমাদের। বিষয়টি বৈষ্ণবনগর থানায় জানিয়েছি। বৈষ্ণবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বিপ্লব হালদারের বক্তব্য, 'এরকম কোনও খবর শুনিনি। কেউ কোনও অভিযোগ করেনি।'

শুক্রবার রফিকুল শেখ, বদিরুল শেখ, সেলিম শেখরা জানান, 'মহিবুর আমাদের জমিটি লিজ দিয়েছেন। আমাদের কাছে চুক্তির কাগজ রয়েছে।' মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন তাঁরা। মহিবুরকে এনিয়ে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি।

গীতা পাঠের ২৫ লক্ষ টাকার হদিশ নিয়ে জল্পনা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর থেকে যে বিপুল অর্থসংগ্রহ করা হয়েছে তা এখন কোথায়? পুণ্য অর্জনের ওই সমাবেশের দারুণ সাফল্যের পর প্রশ্ন ঘুরছে সেখান থেকে সংগৃহীত অর্থের সদগতি নিয়ে। ওই সমাবেশের আয়োজন করেছিল সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। সমাবেশে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন ফি থেকে উঠেছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। আয়োজক সংস্থার অন্দর থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, ওইদিনের অনুষ্ঠানে সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ২৩ হাজার রেজিস্টেশন হয়েছে। প্রত্যেকের কাছ থেকেই রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে নেওয়া হয়েছে ২০ টাকা। সেক্ষেত্রে শুধু রেজিস্ট্রেশন থেকেই উঠেছে ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। তবে সবমিলিয়ে সংগৃহীত টাকার অঙ্কটা আরও অনেক বেশি। কাওয়াখালির ওই মাঠের একাধিক জায়গায় সেদিন বসানো হয় কিউআর কোড স্ক্যানার। সেই সঙ্গে ছিল দানপাত্র। সেখান থেকেও যে ভালোই টাকা সেদিন উঠেছিল ছিল, সেটা আলাদা করে বলার কিছু নেই। প্রশ্ন উঠছে, সেই টাকা গেল কোথায়? কী কাজে সেগুলো ব্যবহার করা হবে?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অবশ্য একাধিক তথ্য সামনে আসতে শুরু করছে। বিজেপির অন্দর মহল থেকে জানা গিয়েছে, খাতায় কলমে প্রকাশ্যে না থাকলেও গোটা অনুষ্ঠানের মূলে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। অনুষ্ঠানের রাশও ছিল তাঁদের হাতে। যাবতীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রেশনের অর্থ, সমস্ত কিছুর ওপরই রাশ ছিল সরাসরি আরএসএস-এর। সেক্ষেত্রে বিজেপির কর্মকর্তাদের কাজ ছিল, শুধুমাত্র লোক জোগাড় করার। বিজেপির এক নেতার কথায়, 'আমাদের হাতে ক্রাউড পুলিং ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যাবতীয় আয়োজনই ছিল আরএসএস-এর হাতে।'

পুণ্য অর্জনের জন্য শঙ্খে ফুঁ। কাওয়াখালিতে। -ফাইলচিত্র

তবে অনুষ্ঠানে আরএসএস-এর নিয়ন্ত্রণ থাকার কথাটা সরাসরি স্বীকার করতে চাইছেন না সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সদস্য লক্ষ্মণ বনসাল। কাওয়াখালিতে এই অনুষ্ঠান আয়োজনে তিনি সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা পদাধিকারী। আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘেরই একটি শাখা। বলছিলেন, 'এখানে আরএসএস-এর কোনও ব্যাপার নেই। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। এই সংসদ সন্ন্যাসী, সাধুদের নিয়েই তৈরি। আমরা তাঁদের সহযোগিতা করেছি।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'এত বড় অনুষ্ঠান, এত মানুষ এসেছিলেন। প্রচুর অর্থ লেগেছে। যে টাকা উঠেছে, তার থেকে আরও বেশি টাকা লাগবে।'

সমাবেশের উদ্যোক্তাদের অন্যতম মুখ ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সক্রিয় সদস্য চিকিৎসক বিশ্বপ্রতিম রুদ্র। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের একটি সেবামূলক সংগঠন রয়েছে। সেই সংগঠন উত্তরবঙ্গে যে কোনও দুর্ঘটনা কিংবা মানুষের সমস্যা হলে সেখানে গিয়ে কাজ করে। টাকা বেঁচে গেলে সেই টাকা সেখানেই ব্যবহার হবে।'

জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভাবিত সনাতন সংস্কৃতি সংসদ রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে। যদিও গোটা বিষয়টাই এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমরা ওই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলাম না। আরএসএস আলাদা সংস্থা। তাই ওঁদের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। কারণ, যেভাবে সনাতনীদের ভাঙা হচ্ছে, তাতে একজোট হতে এই ধরনের অনুষ্ঠান জরুরি।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'আসলে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সহ সাম্প্রদায়িক যে সমস্ত শাখা রয়েছে, সকলে মিলেই একটা অশান্ত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এর প্রতিফলন হবে না।'

৮২০ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ ছিল ৮৯৩টি। শুক্রবার ৮২০ জনকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল। এদিন জেলার ৬টি শিক্ষা সার্কেলের শিক্ষকদের ডিপিএসসি'র নুর মঞ্জিল ভবন থেকে ও বাকি ১৩টি শিক্ষা সার্কেলের শিক্ষকদের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অফিস থেকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের নতুন দায়িত্বে যোগ দিতে বলা হয়েছে। গোটা জেলার ১৯টি শিক্ষা সার্কেলের ১২০৯টি স্কুল মিলিয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ ছিল ৮৯৩টি। তার মধ্যে কাউন্সেলিং পর্বে স্কুল বেছে নেন ৮২০ জন। তবে ৭৩টি স্কুল প্রধান শিক্ষকবিহীনই রয়ে যাচ্ছে। নিয়োগপত্র পেয়েও যদি কেউ যোগ না দেন তাহলে পদশূন্যতার সংখ্যাটি আরও বেড়ে যাবে।

এদিকে, প্রধান শিক্ষক হয়ে চলে যাওয়ার কারণে কিছু স্কুল শিক্ষক ঘাটতির সমস্যায় পড়ে যাচ্ছে। এক শিক্ষকবিশিষ্ট স্কুলে পরিণত হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। আবার ছাত্র অনুপাতে উদ্বৃত্ত শিক্ষক হওয়ার দৃষ্টান্তও তৈরি হয়েছে। যদিও ডিপিএসসি দ্রুত এই সমস্যা দূর করার আশ্বাস দিয়েছে। চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় বলেন, 'বিষয়টি জানা আছে। প্রতিটি সার্কেল থেকে ওই সংক্রান্ত রিপোর্ট চাওয়া হচ্ছে। এরপরই ঘাটতি ও উদ্বৃত্তের বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হবে।' ৭৩টি স্কুলকে কাউন্সেলিং পর্বে কেউ বেছে না নেওয়াতেই এমন সমস্যা। প্রধান শিক্ষকের পদে প্যানেলে নাম থাকা ২০০-র মতো শিক্ষক কাউন্সেলিংয়ে গরহাজির ছিলেন। কিছু শিক্ষক হাজির হলেও অনেকে প্রধান শিক্ষক হতে অনিচ্ছুক বলে লিখিতভাবে জানান। এবার প্রধান শিক্ষক পদের নিয়োগ হয়েছে মাধ্যমভিত্তিক। চাকরির শুরুতে সহ শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার সময় যে মাধ্যমের জন্য প্যানেলভুক্ত হয়েছিলেন সেই মাধ্যমেই প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে এমন বেশ কিছু শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা নিয়োগের সময় এক মাধ্যমের জন্য প্যানেলভুক্ত হয়েও তাঁদের ভিন্ন মাধ্যমের স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। তাই তাঁদের অনেকে প্রধান শিক্ষক পদে যেতে পারেননি।

আজ টিভিতে

গ্রেট স্পিসিস অফ আফ্রিকা রাত ১০.৪৪ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতারক, দুপুর ১০০ লাভ ম্যারেজ, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ সন্ত্রাস, সন্ধে ৭.০০ পাগলু, রাত ১০.১০ গুরু
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বৌমার বনবাস, বিকেল ৩.০০ প্রাণের স্বামী, ৫.৩০ মহাজন, রাত ৯.৩০ আজকের সন্তান, ১২.১৫ গল্প হলেও সত্যি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রণমি তোমায়
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার
জি সিনেমা : দুপুর ১.৩৮ কে থ্রি- কালী কা করিশ্মা, বিকেল ৪.৩২ স্কান্ডা, সন্ধে ৭.৫৫ বেদা, রাত ১০.৫৫ খুঁখার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৭ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ১.৫০ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৫৩ খুঁখার, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.৩৭ মুন্না মাইকেল
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫২ অ্যানাকোন্ডাস- দ্য হান্ট ফর দ্য ব্লাড অর্কিড, দুপুর ১.৫৪ নসীব, বিকেল ৪.৫৬ শোলা অওর শবনম, সন্ধে ৭.৫৪ আখেঁ, রাত ১০.৫৭ জিস দেশমে গঙ্গা রহেতা হ্যায়
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.০০ গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সি - থ্রি, বিকেল ৩.১৫ মোয়ানা, ৫.০০ গডজিলা ভার্সাস কং, সন্ধে ৬.৪৫ দ্য ক্রনিকলস অফ নর্নিয়া : দ্য লায়ন, দ্য উইচ অ্যান্ড দ্য ওয়াড্রোব, রাত ৯.০০ স্পাইডারম্যান-২, ১১.০০ ফল
সোনি পিক্স : দুপুর ১.৩২ দ্য মেকানিক, ২.৫৭ গুজবাম্পস, বিকেল ৪.৪১ র‍্যাম্পেজ, সন্ধে ৬.৩০ রেডি প্লেয়ার ওয়ান, রাত ৯.০০ দ্য ডার্ক পাওয়ার, ১১.০১ দ্য ডার্ক নাইট

দুজনে বিকেল ৪.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আজকের সন্তান রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

মোয়ানা বিকেল ৩.১৫ **স্টার মুভিজ**

গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি দুপুর ১.৫০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএম/২০২৪/অক্টোবর/০১ তারিখঃ ১৯-১০-২০২৪ এর বিপরীতে সংশোধনী-৪
... www.ireps.gov.in ...
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/৮
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Tender Notice
The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 11/e-Chl-I/B/2024-25 & 12/e-Chl-I/PS/2024-25 Dated 20.12.2024 for civil/ Electrical works/ Item procurement.
The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in
BDO & EO
Chanchal-I Dev. Block
&
Panchayat Samity

নিউ জলপাইগুড়ি ডিপোতে কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কার করণ
...
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি
সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন-আলোচনাসাপেক্ষ।
Cont : M-9647610774. (C/113963)

Affidavit
By affidavit EM- Mal on 19/12/24, I Sita Ram Chhetri declare that, Sita Ram Chhetri & Sitram Chhetri (DL) is same & identical person. (A/M)

কিডনি চাই
একজন পূর্ণ বয়স্ক সহৃদয় ব্যক্তির A+ (পজিটিভ) গ্রুপের কিডনি চাই। যোগোযোগ : M: 9474872899.

হারানো/প্রাপ্তি
আমি চিন্ময় ঘোষ, পিতা- মৃত চিত্তরঞ্জন ঘোষ, গ্রাম ও পো: ভোলারডাবরী, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার পুত্র রৈনাক ঘোষের OBC সার্টিফিকেট (No. WB2001OBC201702578) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9832461425.

সংশোধনী নং. - ১
তারিখ: ১৮-১২-২০২৪
...
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সেতুর কাজ
...
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পথের নির্মাণ/মেরামত
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭০-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৮-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এই কাজের বিপরিতে পথের নির্মাণ/মেরামতঃ
...
www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৫৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৬০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য ভুলে সহজ কাজও আজ কঠিন হয়ে পড়বে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **বৃষ :** কোনও কাছের মানুষের কাছ থেকে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **মিথুন :** অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে পদোন্নতি। **কর্কট :** কিছু আর্থিক সমস্যার কারণে কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। **সিংহ :** পাওনা আদায় নিয়ে মনোমালিন্য। বন্ধুর সহায়তায় সংসারে শান্তি ফিরবে। **কন্যা :** ব্যবসা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের ঝামেলা কাটবে। **তুলা :** পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃশ্চিক :** প্রিয়বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় সংকট কাটবে। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। **ধনু :** রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **মকর :** নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। **কুম্ভ :** কাউকে দুঃখ দিয়ে নিজে কষ্ট পাবেন। বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। **মীন :** কোনও কারণেই আজ বিতর্কে জড়াবেন না। ঘাড় ও কোমরের ব্যথা ভোগাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৫ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ৩০ অগ্রহায়ণ, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫ পুহ, সংবৎ ৬ পৌষ বদি, ১৮ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৪।৫২। শনিবার, ষষ্ঠী দিবা ১।৫৮। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র অহোরাত্র। প্রীতিযোগ রাত্রি ৮।৫২। বণিজকরণ দিবা ১।৫৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৪৬ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১।৫৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ১।৫৮ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৩৮ মধ্যে ও ১২।৫৫ গতে ২।১৪ মধ্যে ও ৩।৩৩ গতে ৪।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৩ মধ্যে ও ৪। ৩৮ গতে ৬।২০ মধ্যে। যাত্রা – নাই, দিবা ৭।৩৮ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ১০।২২ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ১২।৫৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২। ৫৬ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৪ গতে ২।৫০ মধ্যে মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে।

জয়ীর শুটিংয়ের একটি মুহূর্ত।

ইউটিউবে সাড়া উত্তরের 'জয়ী'র

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ধর্ষণ একটি সামাজিক ব্যাধি। ধর্ষিতা একটি মেয়ের পরিণতি কী হতে পারে, তা নিয়ে শর্ট ফিল্ম বানিয়ে উত্তরের ছেলেমেয়েরা তাক লাগিয়েছে। শর্ট ফিল্মটির নাম 'জয়ী'। শুক্রবার ফিল্মটি ইউটিউবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ৪০ মিনিটের ওই শর্ট ফিল্মটি ইতিমধ্যে ইউটিউবে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং এলাকার তরুণ মিন্টু ইসলাম কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের কয়েকজনকে নিয়ে শর্ট ফিল্মটি তৈরি করেছেন। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় শুটিং হয়েছে। স্বল্প বাজেটে তৈরি ফিল্ম একদিনে ইউটিউবে সাড়া ফেলবে তা তাঁরা কেউ ভাবতে পারেননি। মিন্টু বলেন, 'শর্ট ফিল্মে একটি মেয়ে পড়াশোনার স্বার্থে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষিতা হয়ে সন্তানের জন্মের পর তাঁদের আলাদা করে দেওয়া হয়। অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার পর সেখানেও সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু পুরোনো ঘটনা জানাজানি হতে ফের জয়ীর সংসার ভেঙে গেলেও ধর্ষক রেহাই পায়নি। আলাদা করে দেওয়া সন্তানের সঙ্গে দীর্ঘ ১০ বছর পর মায়ের পুনরায় দেখা হয়। দুই সন্তান বড় হওয়ার পর মায়ের সঙ্গে মিলে ধর্ষকের শাস্তির ব্যবস্থা করে।'

শর্ট ফিল্মটিতে মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ জয়ীর ভূমিকায় প্রেরণা দাস অভিনয় করেছেন। তিনি আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা। প্রেরণার কথায়, 'এখনও সমাজে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে আইনের দ্বারস্থ না হওয়ায় অনেকে সঠিক বিচার পায় না। তখন পাশে ভরসা দেওয়ার মানুষ পর্যন্ত থাকে না। তবে সিনেমায় জয়ীর সংসার ভেঙে গেলেও তাঁর সন্তান বড় হয়ে মায়ের ভরসা হয়ে উঠেছিল। মায়ের

> এখনও সমাজে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে আইনের দ্বারস্থ না হওয়ায় অনেকে সঠিক বিচার পায় না। তখন পাশে ভরসা দেওয়ার মানুষ পর্যন্ত থাকে না। তবে সিনেমায় জয়ীর সংসার ভেঙে গেলেও তাঁর সন্তান বড় হয়ে মায়ের ভরসা হয়ে উঠেছিল।
>
> **প্রেরণা দাস**

প্রতি সন্তানের কর্মবোধকে ফুটিয়ে তুলতে মায়ের দোষীদের শাস্তি পাইয়ে দেওয়ার ঘটনা পর্দায় দেখানো হয়েছে। বাস্তব সমাজে একটি মেয়ের অসহায়তার কারণ না হয়ে তাঁর ভরসা হয়ে দাঁড়ালে সমাজ রক্ষা পাবে।' এখনও পর্যন্ত যাঁরা ইউটিউবে শর্ট ফিল্মটি দেখেছেন, তাঁরা অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলে দাবি করেছেন।

লাটাগুড়িতে লোক উৎসবের প্রস্তুতি। শুক্রবার।

পর্যটক টানবে ওয়াচিপ্পা, ফোকতই

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : লোকসংস্কৃতি না ট্র্যাডিশনাল খাবার? কীসের আস্বাদ নেবেন? খাবারে আছে মুরগির মাংস ও ভাত দিয়ে তৈরি নেপালি সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় খাবার ওয়াচিপ্পা, রাজবংশী খাবার ফোকতই, ছ্যাকা কিংবা ডুকপাদের তৈরি মাখন চা। লোকসংস্কৃতিতে পড়ছে ভুটানের বিখ্যাত লায়ন ডান্স থেকে শুরু করে মেচেনি নৃত্য, পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য

এশিয়ান ফোক ফেস্ট

কিংবা অসমের বিহু। দেশবিদেশের লোকসংস্কৃতি, খাবার, কৃষ্টি আরও কত কী, সব এক জায়গায়। সবেরই দেখা মিলবে, ওই 'ফোক' স্টাইলে। তাই একবার ঢুঁ মারতে আপত্তি না থাকলে দেরি না করে চলে আসতে পারেন লাটাগুড়ি ম্যালে অনুষ্ঠিত হতে চলা আটদিনব্যাপী এশিয়ান ফোক ফেস্টে। ডুয়ার্সের মনোহর বনবনানী, খাওয়াদাওয়া, গল্প আর নিদারুণ আনন্দ তো রইলই। পাশাপাশি উত্তরের শীতের মরশুম উপভোগ করার সুলুকসন্ধানও পেয়ে যাবেন হাতের মুঠোয়। ২৪ ডিসেম্বর থেকে রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে চলা এই ফেস্টের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে।

গত বছর থেকে পর্যটক টানতে এই ফোক ফেস্টের আয়োজন। গত বছর শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল এই ফেস্টের আকর্ষণ। তবে এবার শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। পাশাপাশি দেশবিদেশের ট্র্যাডিশনাল বিভিন্ন খাবারের আস্বাদও নিতে পারবেন পর্যটকরা।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'স্থানীয় ও বহিরাগত মিলে একশোর ওপর শিল্পী তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন মঞ্চে। ইতিমধ্যেই মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বড় দুটি তোরণ জাতীয় সড়কের ওপর লাগানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফেও নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।'

রিয়েলমির নতুন ফোনে চমক

নিউজ ব্যুরো

২০ ডিসেম্বর : সম্প্রতি রিয়েলমি ১৪x৫জি লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করল। এটি একটি IP69 ফোন। এটি ক্রিস্টাল ব্ল্যাক, গোল্ডেন গ্লো এবং জুয়েল রেডের মতো তিনটি আকর্ষণীয় রংয়ে পাওয়া যাবে। এছাড়া এতে ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স এবং মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিস্ট্যান্স রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে 6000mAh ব্যাটারি। নতুন এই মডেলটি দুটি স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে আসে – ৬জিবি+১২৮জিবি, যার দাম ১৪,৯৯৯ টাকা। অন্যদিকে, ৮জিবি+১২৮ জিবির দাম ১৫,৯৯৯ টাকা।

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

ময়নাগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ময়নাগুড়ি ভোটপট্টিতে দুই নাবালিকার শ্লীলতাহানির ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ভোটপট্টি এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত বুধবার ভোটপট্টিতে পুলিশের ওপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগে স্থানীয় আরও একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার ওই দুজনকেই জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বুধবারের অশান্তির ঘটনার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে ভোটপট্টি। পুলিশ ও র‍্যাফ দিনভর রুটমার্চ করেছে এলাকায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে বৈষম্যে ক্ষোভ শিক্ষা মহলে

হাইস্কুলে গরমের ছুটি পরে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ ডিসেম্বর : বাচ্চাদের নাকি গরম বেশি। বাড়ির মা-কাকিমাদের বলা এই কথাটায় সিলমোহর দিল রাজ্য প্রাথমিক এবং মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। রাজ্যের প্রতিটি জেলার স্কুলগুলির জন্য প্রতিবারের মতো এবারও সারা বছরের ছুটির তালিকা পাঠিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর।

সেখানে দেখা গিয়েছে, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি আগে দেওয়া হয়েছে এবং হাইস্কুলগুলিতে পরে। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন রজত বর্মা বলেন, 'রাজ্যের সব জায়গার আবহাওয়া তো সমান নয়। যাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কোনও কিছু চিন্তাভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

যদিও একই এলাকায় প্রাথমিক এবং হাইস্কুলগুলিতে আলাদা সময়ে গরমের ছুটি দেওয়া নিয়ে শিক্ষা দপ্তরকে বিঁধেছে প্রায় সব শিক্ষক সমিতিই। এসব শিক্ষা দপ্তরের খামখেয়ালিপনা বলে তোপ দাগলেন বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'এটা শিক্ষা দপ্তরের চরম খামখেয়ালিপনা। একেবারে

ঘোষণার পর

- পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ গরমের ছুটি দিয়েছে ২ থেকে ১২ মে পর্যন্ত
- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুযায়ী ১২ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত
- শিক্ষা দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছে শিক্ষা মহল

দায়সারা কাজ। এ ধরনের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি হাস্যকর।'

প্রতিবারের মতো এবারও রাজ্যের প্রাথমিক ও হাইস্কুলগুলির সারা বছরের ছুটির তালিকা পাঠিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। সেখানে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রাথমিক স্কুলগুলির জন্য যে ছুটির তালিকা পাঠিয়েছে, সেখানে গরমের ছুটি দেওয়া হয়েছে আগামী বছরের ২ মে থেকে ১২ মে পর্যন্ত। অথচ পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদে পাঠানো ছুটির তালিকা অনুযায়ী গরমের ছুটি দেওয়া হয়েছে ১২ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত।

প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি শিক্ষা দপ্তর মনে করছে যে, একই জায়গায় প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের গরম আগে লাগে। আর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গরম পরে লাগে। বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি বিপুল নন্দীর মন্তব্য, 'শিক্ষা দপ্তরের এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তিকর। প্রাথমিক এবং হাইস্কুলের গরমের ছুটি একই সময় দেওয়া উচিত ছিল।' রাজ্যের সব জায়গার আবহাওয়া সমান নয়। তাই স্কুলের এই ছুটির বিষয়গুলি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে দেওয়া হলে ভালো হয়।

'শিক্ষা দপ্তরের অপরিপক্ক পরিকল্পনা', কটাক্ষ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকারের। তাঁর কথায়, 'এটা অদ্ভুত এবং অবাস্তব। এটা কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না।'

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক বলরাম সিংহ রায়ের গলায় অবশ্য অন্য সুর। তিনি বললেন, '২ মে থেকে আমাদের প্রাথমিকে গরমের ছুটি শুরু হচ্ছে, সেটা একেবারে সঠিক সময়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের বিষয়টি আমার জানা নেই। তাই না জেনে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

সচেতনতামূলক কর্মশালা।

প্রশিক্ষণ ছাড়া কর্মী নিয়োগ নয়

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনও অবস্থায় চা কারখানার ভেতর কর্মী নিয়োগ করা যাবে না। কারখানায় ভেতর কাজ করার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সে বিষয়ে আগে থাকতে শ্রমিকদের সচেতন করতে হবে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিস আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মশালায় এমনই সতর্কবার্তা দিলেন দপ্তরের কর্তারা। এদিনের কর্মশালায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০টি চা ফ্যাক্টরির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ ফ্যাক্টরি সুদীপ পাত্র এবং ডেপুটি ডিরেক্টর অরূপ গোস্বামী। সুদীপ বলেন, 'উঁচু জায়গায় কাজ করার সময় সব থেকে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। বেশি উচ্চতায় কাজ করা শ্রমিকদের সেফটি বেল্ট এবং হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। সেইসঙ্গে কারখানায় যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদেরও মেশিনের ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।'

পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের পথ বন্ধ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : নিঃশেষিত তহবিল। উপার্জনের মূল মাধ্যম ছিল ল্যান্ড ইউজ কম্প্যাটিবিলিটি সার্টিফিকেট (এলইউসিসি)। কিন্তু বর্তমানে সেই রাস্তাও বন্ধ। ফলে ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির। পরিষেবা কার্যত শিকেয়। ফলে উঠতে-বসতে নাগরিকদের কথা শুনতে হচ্ছে নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের। এমতাবস্থায় পঞ্চায়েত সমিতির কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের রুপালি দে সরকার বলেছেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশে এলইউসিসি দেওয়া বন্ধ রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির বদলে বর্তমানে এই এলাকার এলইউসিসি দিচ্ছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। সেই কারণে সমস্যা হচ্ছে।'

ঠিক কী কী সমস্যা? সূত্রের খবর, বেশ কয়েক মাস ধরে বোর্ড চালাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে সমিতি। অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছিল। পঞ্চায়েত সমিতির এক অস্থায়ী কর্মী জানিয়েছেন, মাঝে সময়মতো বেতন পাওয়া যাচ্ছিল না। দিন কয়েক আগে সমস্যা মিটেছে বটে, কিন্তু পরের মাস থেকে আবার কী হবে জানা নেই।

এগুলো বাদ দিয়েও প্রচুর খরচ রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতিতে। আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের গাড়িভাড়া, যাতায়াত খরচ, তেল খরচ দিতে হয় সমিতিকে। প্রতিটি সভা পরিচালনার জন্য বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়। এছাড়াও অফিসের কাগজ-কলম এবং সামগ্রী কেনার জন্য প্রতি মাসে বেশ কয়েক হাজার টাকা প্রয়োজন। সব মিলিয়ে মাসে লক্ষাধিক টাকা শুধু অফিস খরচ বাবদ দরকার হয়। কিন্তু শুধুই খরচ, উপার্জন যে বন্ধ! এই মুহূর্তে সবটা সামলাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে সমিতি।

মূল সমস্যা কোথায়

- পঞ্চায়েত সমিতির মূল উপার্জন হত এলইউসিসি'র মাধ্যমে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করে
- কয়েক মাস ধরে এলইউসিসি দিচ্ছে এসজেডিএ, ফলে সমিতির উপার্জন বন্ধ
- ফলে অফিসের যাবতীয় খরচ বহন করতে হিমসিম খাচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি

সমিতির এই অবস্থায় তিতিবিরক্ত স্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই। আমবাড়ির বাসিন্দা রতন মজুমদারের মন্তব্য, 'আগে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে রাস্তা, নিকাশিনালা, পথবাতি বসানো সহ বহু কাজ হত। কিন্তু এখন আর সেসব দেখা যাচ্ছে না।' রতনের বক্তব্যে সমর্থন জানিয়েছেন রাজগঞ্জ ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার আরও অনেকেই। এমতাবস্থায় নাগরিকদের প্রশ্নের মুখে যে পড়তে হচ্ছে, সেটা মেনে নিচ্ছেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কিশোর মণ্ডল। ঘাসফুল শিবিরের ওই যুবনেতার কথায়, 'উন্নয়নের কাজে গতি কমলে সমস্যা তো হয়ই। জনগণের কাছে জবাবদিহি আমাদের করতে হয়। যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরা তো কাজের হিসেব চাইবেনই।'

সমিতির সমস্যার কথা শাসকদল স্বীকার করে নিলেও বিরোধী দল বিজেপি মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছে। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা পদ্ম শিবিরের নিতাই মণ্ডলের বক্তব্য, 'গত বোর্ডের সময় বেশ কিছু দুর্নীতি হয়েছিল। সেই সময় পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়। তার হিসেব দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।' গত বোর্ডের 'পাপের' ফলে বর্তমানে নাগরিক পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না বলে মনে করছেন তিনি।

সরকারি জমি দখলমুক্ত করে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিচ্ছে প্রশাসন।

জমি দখলমুক্ত করে সাইনবোর্ড

রাজগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর : তথ্যপ্রমাণ সহ বেদখল জমি উদ্ধারে নামল জেলা ও ব্লক প্রশাসন। শুক্রবার বেদখল হওয়া জলাশয় ও ভূমিখণ্ড উদ্ধার করে সরকারি জমির সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিল রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকরা। জমিটির মালিকানা নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। এই অবস্থায় এ কাজ করা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দখলদার। তিনি এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ভাটপাড়ায় এ কাজ করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার বাসিন্দা মন্টুকুমার রায় অনেকদিন ধরে ভাটপাড়া গ্রামের চাষের জমি, বাঁশ বাগান ও একটি পুকুর নিজের বলে দাবি করে দখল করে রেখেছিলেন। ভূমি দপ্তরের কর্মীদের একাংশের সাহায্যে সেই জমির পাট্টাও তৈরি করিয়ে নেন তিনি। কিছুদিন আগে এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্থানীয় বাসিন্দারা এ সম্পর্কে অভিযোগ জানান। মহকুমা শাসকের দপ্তর অভিযোগের শুনানি চালায়। শুনানি শেষে জমির ওই পাট্টা মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে খারিজ করা হয়। শুক্রবার জেলা প্রশাসনের নির্দেশে রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা বিতর্কিত জমিটি দখলমুক্ত করে সরকারি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন।

এ প্রসঙ্গে রাজগঞ্জের ব্লক ভূমি আধিকারিক সোনম রুম্বা বলেন, 'বেদখল জমি দখলমুক্ত করে সরকারি সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। জমিটি নিয়ে জলপাইগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর জমিটি নিয়ে শুনানি হয় এবং পাট্টা খারিজ হয়। ৬৬ ডেসিমাল জমি চিহ্নিত করে শুক্রবার মহকুমা শাসকের নির্দেশে দখলমুক্ত করে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে মন্টুকুমার রায় বলেন, 'আমার কাছে জমির পাট্টা রয়েছে। এনিয়ে জেলা আদালতে মামলা চলছে। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে প্রশাসন এমন কাজ করতে পারে কি? আদালতে এনিয়ে খোঁজখবর করব। প্রয়োজনে হাইকোর্টেও যাব।' এই বিষয়ে মহকুমা শাসক তমোজিত চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের কাছে জমিটি সম্পর্কে অভিযোগ এসেছিল। তদন্ত করে গরমিল মেলায় নিয়ম মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের সলিতা রায় বিশ্বাসের কথায়, 'গ্রামবাসী চেয়েছিলেন জমিটি উদ্ধার হোক। প্রশাসনের পদক্ষেপে সবাই খুশি। আমিও চাই, এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক।' স্থানীয় বাসিন্দা বরেন রায়ের কথায়, 'জমিটি নিয়ে গ্রামের মানুষ মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সরকারি আধিকারিকরা জমিটি দখলমুক্ত করায় আমরা খুশি।'

বিতর্ক

- ৬৬ ডেসিমাল জমি চিহ্নিত করে দখলমুক্ত করা হয়
- মহকুমা শাসকের নির্দেশে লাগানো হয়েছে সাইনবোর্ড
- দখলদারের দাবি, এনিয়ে জেলা আদালতে মামলা চলছে
- বিচারাধীন বিষয়ে প্রশাসন এমন কাজ করতে পারে কি

শা'এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর দাবি রাজুর

জানুয়ারিতে পাহাড় নিয়ে বৈঠক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : পাহাড় ইস্যুতে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জানুয়ারি মাসে এই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এ কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'পাহাড় সমস্যা মেটাতে চাইলে রাজ্য সরকারের এই বৈঠকে অংশ নেওয়া উচিত। কেননা আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা মেটানো সম্ভব।'

কিন্তু কেন্দ্র, রাজ্যের পাশাপাশি তৃতীয়পক্ষ হিসাবে পাহাড় থেকে কাদের ডাকা হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বিতর্ক উসকে দিয়ে রাজু বলেছেন, 'পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) কোনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল নয়। তাই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তাদের ডাকার প্রশ্নই আসে না।'

এদিকে সাংসদের বক্তব্যকে আমল দিতে নারাজ তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'পাহাড় নিয়ে বৈঠক করতে হলে সেটা কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারের মধ্যে কথা হবে। একজন সাংসদ আগ বাড়িয়ে কী বলেছেন, কেন বলেছেন, সেটা আমার জানা নেই।'

গত লোকসভা ভোটের আগে রাজু ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্র বৈঠক ডাকেনি। বৃহস্পতিবার এসএসবি'র অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার সকালে নিউ চামটার হোটেলে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন রাজু। সেখানেই তিনি পাহাড় নিয়ে অমিতকে অবগত করে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। এর পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানুয়ারি মাসে বৈঠক ডাকার কথা বলেছেন বলে দাবি সাংসদের।

রাজুর দাবি অনুযায়ী, পাহাড় নিয়ে ফের আলোচনার দরজা খুলছে।

অমিত শা'র সঙ্গে কুশল বিনিময় রাজু বিস্টের।

বাদ বিজিপিএম

- শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন রাজু বিস্ট
- সেখানেই পাহাড় নিয়ে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা ওঠে
- বৈঠকে কেন্দ্র-রাজ্য এবং তৃতীয়পক্ষ হিসেবে পাহাড়ের দল থাকবে
- রাজু প্রথমেই পাহাড়ের শাসকদল বিজিপিএমকে বাদ দিয়েছেন
- বিজিপিএমের প্রশ্ন, তাদের বাদ দিয়ে সাংসদ কাকে বৈঠকে ডাকবেন

জানুয়ারি মাসেই আমলা স্তরে এই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাংসদের মন্তব্য, 'রাজ্য সরকার শীর্ষস্থানীয় আমলাকেই বৈঠকে পাঠাবে বলে আমরা আশাবাদী।'

এদিকে রাজু বিজিপিএমকে বৈঠকে না ডাকার ইঙ্গিত দিলেও পাহাড়ের শাসকদল সাংসদকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার কথায়, 'সাংসদ লোকসভা ভোটের আগেও বলেছিলেন ১০ দিনের মধ্যে বৈঠক হবে। কিন্তু তা হয়নি। তাই তাঁর কথা বিশ্বাস করা কঠিন।' তাঁর প্রশ্ন, 'বিজিপিএম পাহাড়ের শাসকদল। তাকে বাদ দিয়ে সাংসদ কাকে বৈঠকে ডাকবেন?'

পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে পাহাড়ে কয়েকদশক ধরে আন্দোলন চলেছে। কখনও জিএনএলএফ, কখনও আবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। এই দাবি নিয়ে বহু ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠক থেকেই গোর্খাল্যান্ডের দাবি জিইয়ে রেখে বিমলরা জিটিএ নিয়েছিলেন।

কিন্তু কয়েক বছর পরেই তাঁদের মোহভঙ্গ হয়। ফের তাঁরা গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। বিমল এখন পাহাড়ে কার্যত 'একঘরে'। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনীত থাপার বিজিপিএম পাহাড়ের শাসনক্ষমতায় রয়েছে। বিজেপি পাহাড়ের আবেগকে কাজে লাগাতে ২০২১ সালে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে। কিন্তু সেই বৈঠকও ব্যর্থ হয়।

রাজু ফের বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলতেই কেন্দ্রের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে জিএনএলএফ। দলের মহাসচিব তথা দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা বলেন, 'আমরা পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই। আর সেই সমস্যা মেটাতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অত্যন্ত জরুরি।'

কম্বল বিলি

নকশালবাড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে টুকরাবস্তিতে কম্বল ও খাতা বিতরণ করা হল। নকশালবাড়ি ব্লকের মারাপুর চা বাগানের অন্তর্গত টুকরাবস্তি ভারত-নেপাল সীমান্তের একদম কাছে থাকা একটি এলাকা। শুক্রবার সেখানেই শিলিগুড়ির ওই সংস্থা ২০ জনকে কম্বল এবং ১৭ জন পড়ুয়ার হাতে খাতা তুলে দিয়েছে।

আহত এক

জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : আসাম মোড় থেকে দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক ব্যক্তি। বিশ্বজিৎ সূত্রধর নামে ওই ব্যক্তি পাতকাটা কলোনির বাসিন্দা। বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি চার চাকা গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাঁর।

জেলার খেলা

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে হেমরাজ ভুজেল।

ড্রয়েই ট্রফি দেশবন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন। শুক্রবার সুপার ফোরে তারা ২-০ গোলে ওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। সুপার ফোরে ২ ম্যাচে জোড়া জয় নিয়ে দেশবন্ধুর পয়েন্ট ৪। রবিবার নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ড্র করলেই দেশবন্ধু দীর্ঘদিন বাদে শিলিগুড়ির ফুটবলের সর্বোচ্চ খেতাব নিশ্চিত করবে। এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৪৯ মিনিটে প্রণয় রাই দেশবন্ধুকে এগিয়ে দেন। ৬৮ মিনিটে লিড ডাবল করেন হেমরাজ ভুজেল। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন হেমরাজ। পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রবিবারের দেশবন্ধু-নেতাজি ও সোমবারের ওয়াইএমএ-বিবেকানন্দ ক্লাবের ম্যাচ বিকেল ৫.৩০ মিনিট থেকে নৈশালোকে হবে।

প্রথম অরিজিৎ, সাবিত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পুরুষদের ৩ X ২ কিলোমিটার রিলে রোড রেসে প্রথম হয়েছেন অ্যান্টিনাস খালকো, শুভেন্দু মান্না ও রাহুল সিং। দ্বিতীয় সুশান্ত বর্মন, এ দাস ও চন্দন সিংহ। তৃতীয় শান্ত সিংহ, কুণাল মণ্ডল ও মহম্মদ রাকেশ। অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের ৪ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম তিনে যথাক্রমে সানুজ রজক, রাজ সূত্রধর ও দেবপ্রিয় রায়। অনূর্ধ্ব-১২ ছেলেদের ২ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম তিনে অরিজিৎ দাস, রাহাত আলম ও হিতাংশু সরখেল। মেয়েদের ৬ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম সাবিত্রী বর্মন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে নিশিতা এক্কা ও গীতা রায়। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের ৪ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম তিনে দীপা রায়, ঋতু রায় ও বৃষ্টি রায়। অনূর্ধ্ব-১২ মেয়েদের ২ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম তিনটি স্থান পল্লবী সিংহ, সাবানা বেগম ও সুহানা বেগমের দখলে গিয়েছে।

শুক্রবার অর্গানাইজেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে রোড রেসে সফল খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি মনোজ তিওয়ারি, সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ রায়, ভেটারেন্স অ্যাথলিট শ্যামল পাল প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির শুক্রবার আয়োজন করা হয়েছিল। অর্গানাইজেশনের কোচ বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, ৩৪ জন রক্ত দিয়েছেন। সংগৃহীত রক্ত টেরাই ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়।

জয়কৃষ্ণর দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার বান্ধব সংঘ ২ উইকেটে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে বিপ্লব ২৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৪ রান তোলে। সুবীর ঘোষ ২৪ ও রুদ্রনীল সরকার ২০ রান করেন। জয়কৃষ্ণ পাল ১৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে বান্ধব ২৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৫ রান তুলে নেয়। রাজু মণ্ডল ৩৭ ও ম্যাচের সেরা জয়কৃষ্ণ পাল ৩০ রান করেন। সুব্রত নন্দী ২৩ ও প্রিন্স জয়সওয়াল ৩১ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ৪৪ রানে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে নরেন্দ্রনাথ ২১ ওভারে ৩ উইকেটে ১২০ রান তোলে। রাহুল মণ্ডল ৩৪ ও ম্যাচের সেরা রুদ্রবীর সিং ৩৪ রান করেন। জবাবে শিলিগুড়ি ২০.১ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। রাঘব ১৮ রান করেন। সুব্রত রায় ২ ও শিবম পাল ৬ রানে নেন ২ উইকেট। শনিবার খেলবে তরুণ তীর্থ-বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব-শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ।

ফাইনালে পূর্ণেন্দু-সুজয়

বাগডোগরা, ২০ ডিসেম্বর : ইয়ং মেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রশান্তকুমার দাস ও গণেশ সরকার ট্রফি অকশন ব্রিজের ফাইনালে উঠেছেন পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-সুজয় জোয়ারদার ও শুভ্রাংশু করঞ্জাই-দুলি জোয়ারদার। রবিবার সন্ধে ৬টা থেকে ফাইনাল।

মূর্তি চা বাগানে মঙ্গর জনজাতির উৎসব। শুক্রবার। ছবি : রহিদুল ইসলাম

সাইকেল ফিরিয়ে জন্মদিনের গিফট

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : জন্মদিনের এক সপ্তাহ বাকি। অথচ সাধের সাইকেল চুরি যাওয়ায় মন খারাপ স্কুল পড়ুয়া দিবদার্থী দাসের। মেয়ের মন ভালো করতে মা অঞ্জনা দাস নাকাল হচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে পরিচিতের ফোন আসে। জানতে পারেন, প্রধাননগর থানা বেশ কিছু চোরাই সাইকেল উদ্ধার করেছে। সেখানেই খোঁজ মেলে মেয়ের হারানো সাইকেলের। শুক্রবার পুলিশ মেয়ের হারানো সাইকেল ফিরিয়ে দিল অঞ্জনাকে।

আবেগঘন অঞ্জনার কথায়, 'মেয়ের জন্মদিনে প্রধাননগর থানার এটাই মেয়ের বেস্ট গিফট।' তারপরই থানা কর্মীদের তাঁর সহৃদয় আমন্ত্রণ, 'ওইদিন আপনারা একটু সময় করে সবাই চলে আসবেন। আপনাদের জন্যই এই অসম্ভব সম্ভব হল।'

জানা গিয়েছে, অঞ্জনারা থাকেন চম্পাসারির এক অ্যাপার্টমেন্টে। সাইকেলটি চুরি যায় গত ১২ নভেম্বর। তিনি বলেন, 'ওইদিন আবাসনের নীচের সিঁড়িতে মেয়ে সাইকেল বেঁধে রেখে এসেছিল। বরাবর সেখানেই সাইকেল বাঁধা থাকে।' সেদিন হঠাৎ আবাসনে লোডশেডিং হয়েছিল। খোঁজ করতে নীচে নেমে দেখা যায়, কেউ মেইন সুইচ নামিয়ে দিয়েছে। এরপর মা-মেয়ের নজরে আসে, সাইকেল উধাও। সিসিটিভির ক্যামেরা বন্ধ করতেই দুষ্কৃতীরা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে মেইন সুইচ নামিয়ে দিয়েছিল। ওইদিনই প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন অঞ্জনা। সম্প্রতি প্রধাননগর পুলিশ শিবু পালকে গ্রেপ্তার করে। তার হেপাজত থেকে আটটি সাইকেল উদ্ধার হয়। তারই একটি ছিল দিবদার্থীর।

জেলার খেলা

সোনা দীপ্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : কোন্নগড়ে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার দীপ্তি পাল শুক্রবার ৬০ উর্ধ্ব মহিলাদের ৩ হাজার মিটার হাঁটায় সোনা জিতেছেন। দলের বাকিরা হলেন তপন সেনগুপ্ত (৭০ উর্ধ্ব পুরুষ), দীপক পাল (৬৫ উর্ধ্ব পুরুষ), গণেশচন্দ্র ধর (৬০ উর্ধ্ব পুরুষ), তুহিন বিশ্বাস (৫৫ উর্ধ্ব পুরুষ), পাপ্পু দাস (৩০ উর্ধ্ব পুরুষ) ও শতদল দে (৬০ উর্ধ্ব মহিলা)।

জিতল জেমস

বাগডোগরা, ২০ ডিসেম্বর : পাইওনিয়ার মাঠে রাজীব গান্ধি উইনার্স ও গীতারানি সাহা রানার্স ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন সাডেন ডেথে ৯-৮ গোলে হারিয়েছে জাবরালি এফসি-কে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে কালামজোত আদিবাসী এফসি ও সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি।

মমতা প্রধান হওয়ায় চাপা ক্ষোভ তৃণমূলে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২০ ডিসেম্বর : এক বছর ধরে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা সংরক্ষিত প্রধান পদ শূন্য ছিল। অবশেষে শুক্রবার সেই শূন্যপদ পূরণ হয়েছে। কিন্তু বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না। এদিন প্রধান মনোনীত হয়েছেন মমতা বর্মন। ভুজিয়াপানি রেলবস্তি সংসদ থেকে নির্বাচিত মমতাকে প্রধান করা নিয়েই তৃণমূলের অন্দরে চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। দলেই কানাঘুষো চলছে, মমতার চাইতে অপেক্ষাকৃত যোগ্যদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক-১ সভাপতি মনোজ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'দু-বারের নির্বাচিত সদস্য মমতা। তাই সিনিয়ার হিসাবে তাঁকে প্রধান করা হয়েছে। যোগ্য হিসেবে যাঁদেরকে বলা হচ্ছে, তাঁরা প্রথমবার সদস্য হয়েছেন। এমন বেশ কয়েকজন মহিলা রয়েছেন, যাঁরা এবারই প্রথম সদস্য হয়েছেন। এজন্য এ নিয়ে যাতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে, সেজন্যই মমতাকে করা হয়েছে।' এদিকে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষও মনোজের সুরে সুর মিলিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিতর্ক এড়াতেই দু'বারের পঞ্চায়েত সদস্য মমতাকে প্রধান করা হয়েছে। তা সবার সম্মতি নিয়েই।' প্রতিক্রিয়া জানতে দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

এদিন নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ২১ জন সদস্যের উপস্থিতিতে মমতার নাম প্রস্তাব করেন প্রাক্তন প্রধান বীথি দাস তালুকদার। তৃণমূলের ১৯ জন সদস্য প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। প্রকাশ্যে কেউ কোনও মন্তব্য না করলেও ক্ষোভের আঁচ সেখানেই পাওয়া যায়। তবে কি দলের রোষানলে পড়ার ভয়ে মুখে কুলুপ সবার? প্রশ্ন রয়েই যায়। গত পঞ্চয়েত নির্বাচনে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে ২১টি'র মধ্যে ১৯টি আসন পায় তৃণমূল। প্রধান হন বীথি। উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ। বীথি সরকারি চাকরি পেয়ে বাইরে চলে গেলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলান বিশ্বজিৎ।

> দু'বারের নির্বাচিত সদস্য মমতা। তাই তাঁকে প্রধান করা হয়েছে। যোগ্য হিসেবে যাঁদেরকে বলা হচ্ছে, তাঁরা প্রথমবার সদস্য হয়েছেন। এ নিয়ে যাতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে, তাই তাঁকে করা হয়েছে।
>
> -মনোজ চক্রবর্তী
> *সভাপতি, নকশালবাড়ি ব্লক-১*

সড়ক দুর্ঘটনায় জখম চার

চোপড়া ও ফাঁসিদেওয়া, ২০ ডিসেম্বর : পিকআপের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে জখম হলেন বাইকচালক সহ দুই আরোহী। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া থানার দিঘাবানা এলাকায়। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পিকআপ ভ্যানটি দাসপাড়ার দিকে যাওয়ার পথে উলটো দিক থেকে আসা বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় বাইকে থাকা তিনজন গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। চালক সহ পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক বাইকচালক। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর সংলগ্ন কমলা চা বাগানের বাকুলাইনে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। চালকের নাম রাজ মিঞ্জ, বয়স আনুমানিক ২৩ বছর। তিনি কমলা চা বাগানের বাসিন্দা। কাজ থেকে ফেরার পথে কোনও গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দেয় বলে অনুমান স্থানীয়দের। স্থানীয়রাই রাজকে উদ্ধার করেন। ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের অ্যাম্বুল্যান্সে করেই তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে।

উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া সাইকেল।

ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব

ধূপগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণের ঘটনায় যখন তোলপাড় গোটা রাজ্য, ঠিক তখনই ধূপগুড়ি হরি মন্দির সংলগ্ন এলাকার একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষকের কীর্তি নিয়ে তোলপাড় সামাজিক মাধ্যম। ঘটনার পরে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

অভিযোগ, ওই শিক্ষক নাকি স্কুলেরই এক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দিয়েছে। তারপরই সেই ছাত্রী পরিবারকে জানানোর পর তারই এক আত্মীয় ওই শিক্ষককে দিয়ে ক্ষমা চাইয়ে একটি ভিডিও করে রাখে। ওই ভিডিওই বর্তমানে ভাইরাল হতে শুরু করেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষককে তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং কেন তিনি এমন করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল অবশ্য ঘটনায় মুখ খুলতে নারাজ। তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও তিনি ফোন ধরেননি। এদিকে, অভিভাবকদের একাংশ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেও তাঁরা থানা পর্যন্ত যেতে চাইছেন না। তাঁদের কথায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাইছে। কিন্তু এভাবে চললে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। এক অভিভাবকের কথায়, 'এর আগেও ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে গিয়েছে। এবার এত বড় ঘটনায় স্কুল চুপ এটা ভাবতেও পারছি না।'

কালিম্পংয়ে ফিরল নবজাতকের নিথর ‘খেলার সাথি’

খোকন সাহা ও অনুপ সাহা

বাগডোগরা ও ওদলাবাড়ি, ২০ ডিসেম্বর : চলতি মাসেই কালিম্পংয়ে নিজের বাড়িতে এসেছিলেন ৫/১ গোর্খা রেজিমেন্টের জওয়ান পূরণ তামাং। তাঁর ফুটফুটে নবজাতকের নামকরণের অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানপর্ব মিটিয়ে স্ত্রী-সন্তানকে স্নেহের পরশ দিয়ে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ডিউটিতে ফেরেন পূরণ। কে জানত, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নবজাতক হারাবে তার ‘খেলার সাথি’কে!

শুক্রবার যখন বছর আঠাশের পূরণের দেহটা বাগডোগরা বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হল, তখনই চোখে জল চলে এল তাঁর সহকর্মীদের। তারপর বিমানবন্দর থেকে ব্যাংডুবি সামরিক বিভাগের ১৫৮ বেস হাসপাতালে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই এদিন সমস্ত রীতি মেনে পূরণকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা। এরপরেই জাতীয় পতাকায় ঢাকা নিথর দেহ তাঁর কালিম্পংয়ের গরুবাথানে অম্বিয়ক চা বাগানের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বাগ্রাকোট ও ডামডিমের সেনাছাউনির জওয়ানেরা পূরণের কফিনবন্দি দেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেসময় তাঁকে শেষবার দেখতে গ্রামবাসীরা ভিড় জমান। গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

পূরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রিকাশ তামাং বলেন, ‘এটা আমাদের সবার জন্য হৃদয়বিদারক মুহূর্ত। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে পূরণ আর নেই।’ তিনিই জানালেন, সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠান সেরে এক সপ্তাহ আগে দেরাদুন ফিরেছিলেন পূরণ।

পূরণ তামাং। (ডানদিকে) এই গাড়িতে শুক্রবার কালিম্পংয়ে আনা হয় জওয়ানের দেহ।

এদিন ব্যাংডুবিতে ছিলেন গরুবাথান পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সূর্যমণি রাই। তিনিও শোকাহত হয়ে বললেন, ‘এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সবার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।’ ঠিক কী ঘটেছিল পূরণের সঙ্গে? গত শনিবার দেরাদুন থেকে মিরাটের দিকে যাচ্ছিল সেনার গাড়ি। সেই গাড়িতেই ছিলেন পূরণ। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও পাঁচজন সেনাকর্মী। কিছু খাবারও সঙ্গে ছিল। মুজফফরনগর-সাহারানপুর হাইওয়েতে পৌঁছাতেই গাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে।

ছয় জওয়ান বাঁচার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেন। ঝাঁপ দেওয়ার পর বাকিদের খুব একটা আঘাত না লাগলেও মাথায় গুরুতর চোট পান পূরণ। স্থানীয় দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও গাড়িটি ততক্ষণে পুড়ে ছাই।

এদিকে গুরুতর জখম অবস্থায় পূরণকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর সেখান থেকে তাঁকে দিল্লির সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, খবর পেয়ে পূরণের পরিবারের লোকজন দিল্লি পৌঁছে যান। যদিও চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করে বুধবার রাত ১০টা নাগাদ সেনা হাসপাতালে পূরণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর ময়নাতদন্ত ও সেনাবাহিনীর প্রথা মেনে অন্য জরুরি কাজ শেষে এদিন সকালে তাঁর দেহ বাড়িতে পৌঁছায়।

বাড়ির বড় ছেলের কফিনবন্দি দেহের সামনে দাঁড়িয়ে বাকরুদ্ধ বৃদ্ধ বাবা। স্ত্রী, মা ও ভাই কেউ কথা বলার অবস্থায় নেই।

নবজাতককে ঘিরে কতই না স্বপ্ন ছিল পূরণের। কিন্তু স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াল আগুন। এদিন যখন পূরণের নিথর দেহটা বাড়িতে পৌঁছাল, বোধ না থাকায় নবজাতক বুঝতেই পারল না, তার ছোট্ট আঙুল ধরে খেলতে নিয়ে যাওয়ার সাথিকে সে হারিয়েছে!

স্ত্রীকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন

ইসলামপুর, ২০ ডিসেম্বর : স্ত্রীকে খুনের দায়ে শুক্রবার স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন ইসলামপুর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক পিনাকী মিত্র। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে ১৪ অক্টোবর চোপড়ার বুধালাইন গ্রামের বাসিন্দা মাইকেল ওরাওঁ তার স্ত্রী সারফিনার ওপর চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে একাধিকবার আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় সারফিনা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই সারফিনার মৃত্যু হয়। সরকারি আইনজীবী মুক্তার আহমেদ বলেছেন, ‘বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই দাম্পত্য কলহ। আর তার জেরেই এই ঘটনা। বিচারক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছাড়াও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।’

লাভ ভুটানের, ক্ষতি ভারতের

ধূপগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : সুবিধা পোর্টালের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঢোকার ‘স্লট’ পেতে খরচের বহরে আগেই ঘা দিয়েছিল কারবারে। এবার দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে ভাটা পড়েছে ভারত-বাংলাদেশের মাঝে পণ্য পরিবহণে। এর জেরে রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা যেমন প্রমাদ গুনছেন তেমনি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছেন পরিবহণ ব্যবসায়ীরা। আর এর সুবাদে আপাতত ভুটান নম্বরের লরি, ডাম্পারের চাহিদা তুঙ্গে পৌঁছেছে। ভারতীয় রেজিস্ট্রেশনের ডাম্পার বেচে দিয়ে ঘুরপথে ভুটান রেজিস্ট্রেশনের ডাম্পার কিনে কাজ চালিয়ে যেতে মরিয়া পরিবহণ ব্যবসায়ীরা।

আইনত কোনও ভারতীয় নাগরিক ভুটানের গাড়ির মালিক হতে পারেন না। তবে ওদেশের নাগরিকের নামে নথিভুক্ত লরি, ডাম্পার বা অন্য যানবাহন আদালতে চুক্তির ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি লিজ নিতে পারেন এদেশের যে কেউ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভুটানের নাগরিকের নামে গাড়ি কিনে বাৎসরিক সামান্য সাম্মানিকের বিনিময়ে লিজ নেন এদেশের বহু ব্যবসায়ী। সেই গাড়িতেই দেদারে চলে ভুটান–বাংলাদেশের মধ্যে কারবার। ভারতীয় পরিবহণ ব্যবসায়ীর কথায়, ‘শুধু টিকে থাকার জন্যে এই কাজ করতে হচ্ছে।’

মৃত পেল আবাসের টাকা

অনিয়ম, স্বজনপোষণের অভিযোগ বিরোধীদের

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ ডিসেম্বর : চোপড়া ব্লকে আবাসের সমীক্ষা ঘিরে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অনিয়মের পাশাপাশি স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির। বিরোধীদের চাঞ্চল্যকর দাবি, এলাকায় একাধিক মৃত ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে আবাসের টাকা ঢুকেছে। তার মধ্যে একজন উপপ্রধানের মৃত মায়ের অ্যাকাউন্টে আবাসের টাকা ঢুকেছে বলে দাবি কংগ্রেসের। এদিকে, মৃত ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার বিষয়টি ব্লক প্রশাসন উড়িয়ে দিচ্ছে না। অভিযোগ সামনে আসতেই এধরনের একাধিক অ্যাকাউন্টে লেনদেন স্থগিত রাখা হয়েছে।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, সমীক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালীন মৃত্যুর কারণে সম্ভবত এ ধরনের সমস্যা সামনে আসতে শুরু করেছে। সমস্তটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তালিকায় নাম থাকা উপভোক্তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে পরবর্তীতে লিগ্যাল হিয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কি তা করা হয়েছিল? উঠছে প্রশ্ন। সমীক্ষায় নিযুক্ত কর্মীরা জানাচ্ছেন, উপভোক্তার মৃত্যু সত্ত্বেও সমীক্ষা চলাকালীন হয়তো পরিবার থেকে তথ্য গোপন করে অন্য ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডলের বক্তব্য, ‘একাধিক মৃত ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার অভিযোগ সামনে এসেছে। সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

এদিকে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের দাবি, ‘আবাসের সমীক্ষা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। তার মধ্যে শাসকদলের এক উপপ্রধানের মৃত মায়ের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। ব্লক প্রশাসনের কাছে এব্যাপারে তালিকা চাওয়া হয়েছে। তালিকা হাতে পেলেই ওই উপপ্রধানের নাম প্রকাশ্যে আনার পাশাপাশি আমরা আন্দোলনে নামব।’

বিজেপি নেতা ভবেশ করের মন্তব্য, ‘সমীক্ষার নামে আইওয়াশ করা হয়েছে। পাকাবাড়ি রয়েছে এমন লোকেদের অনেকের নামে টাকা ঢুকছে।’ একই দাবি সিপিএম নেতা বিদ্যুৎ তরফদারের। তাঁর কথায়, ‘কাদের নামে টাকা ঢুকছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা চাওয়া হয়েছে ব্লক প্রশাসনের কাছে। তালিকা হাতে পেলেই মুখোশ খুলে যাবে।’

বিরোধীরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুললেও তা মানতে নারাজ শাসকদল। ঘাসফুলের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেন, ‘এখানে শাসকদলের কোনও হাত নেই। প্রশাসন থেকে সমীক্ষা করা হয়েছে।’

এদিকে, অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে অ্যাপের সাহায্যে সমীক্ষা চালিয়ে আধিকারিকদের দিয়ে পুনর্মূল্যায়ন এবং শেষে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মোবাইল নম্বর ও অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার লিংক করার মানে কী ছিল?

এব্যাপারে সমীক্ষায় নিযুক্ত কর্মীদের একাংশের সাফাই, প্রক্রিয়া চলাকালীন কেউ মারা গেলে অন্য ব্যাপার। আর মৃত ব্যক্তির বদলে অন্য কাউকে দেখালে সেটাতে কিছু করার নেই। এক্ষেত্রে উপভোক্তাদের বদলে অন্য কাউকে দেখানো হয়েছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন সমীক্ষায় নিযুক্ত কর্মীরা।

কী বলছে রাজনৈতিক মহল

সমীক্ষার নামে আইওয়াশ করা হয়েছে। পাকাবাড়ি রয়েছে এমন লোকদের অনেকের নামে টাকা ঢুকছে।
– ভবেশ কর *বিজেপি নেতা*

কাদের নামে টাকা ঢুকছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা চাওয়া হয়েছে ব্লক প্রশাসনের কাছে। তালিকা হাতে পেলেই মুখোশ খুলে যাবে।
– বিদ্যুৎ তরফদার *সিপিএম নেতা*

শাসকদলের এক উপপ্রধানের মৃত মায়ের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। তালিকা হাতে পেলেই ওই উপপ্রধানের নাম প্রকাশ্যে আনা হবে।
– মহম্মদ মসিরউদ্দিন *কংগ্রেস নেতা*

এখানে শাসকদলের কোনও হাত নেই। প্রশাসন থেকে সমীক্ষা করা হয়েছে।
– প্রীতিরঞ্জন ঘোষ *তৃণমূল নেতা*

দুধিয়ায় বালাসন নদী সংলগ্ন এই বহুতল নিয়েই চর্চা। –সংবাদচিত্র

ভর্তি অভিযান

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : স্কুল পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের বোঝালেন বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সরকারি স্কুলে পড়ুয়ারা পড়াশোনার পাশাপাশি আরও কী কী সুবিধা পাবে তা অভিভাবকদের বোঝানো হয়। বেসরকারি স্কুলের মতো সরকারি এই স্কুলে পড়ুয়াদের প্রতি শনিবার শিক্ষামূলক কার্টুন ও সিনেমা দেখানো হয়। এছাড়াও খেলাধুলো ও স্পোকেন ইংলিশ শেখানোও হয় বলে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিষেক সরকার জানান। প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের ভর্তি চলছে।

প্রাক বড়দিন

বাগডোগরা, ২০ ডিসেম্বর : বাগডোগরায় প্রাক বড়দিন উদযাপন করল আরভি ফাউন্ডেশন অফ বাগডোগরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিহার মোড়ের ট্রাফিক পার্কে এই উদযাপন হয়েছে। এদিন আরভি ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় এবং গুড শেফার্ড ক্যাথিড্রালের সহযোগিতায় একটি অনুষ্ঠান হয়। আরভি ফাউন্ডেশনের অলোক পাল জানিয়েছেন, এদিন নাটক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

রক্তদান শিবির

খড়িবাড়ি, ২০ ডিসেম্বর : খড়িবাড়ি কিশোর সংঘের উদ্যোগে শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে শুক্রবার রক্তদান শিবির করা হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগিতায় এদিনের শিবির থেকে ২৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। কিশোর সংঘের তরফে শনিবার মিউজিক্যাল নাইট, বৃক্ষরোপণ এবং কম্বল বিতরণ করা হবে।

দুধিয়ার চরে বহুতল নির্মাণে বিতর্ক

মহম্মদ হাসিম

পানিঘাটা, ২০ ডিসেম্বর : পানিঘাটা সংলগ্ন দুধিয়ায় বালাসন নদী ঘেঁষে বহুতল নির্মাণকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে, বালাসন নদীর চর দখল করে চলছে ওই নির্মাণ। ইতিমধ্যেই একাধিক তল নির্মাণ হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে এখনও নজর দেওয়া হয়নি। শুধু বহুতল নির্মাণ নয়, কংক্রিটের সীমানা প্রাচীর বানিয়ে চর দখলের অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের বক্তব্য, তাদের কাছে এই নির্মাণের জন্য কেউ অনুমতি নেয়নি। এই নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে বলে স্থানীয়রা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কার্সিয়াং ব্লকের অন্তর্গত এসটি মেরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুধিয়া এলাকায় নদী ঘেঁষে ওই নির্মাণ চলছে। সেখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মণিরাজ দমজন বলেছেন, ‘বিডিওর থেকে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। সোমবার অফিস খুললেই এলাকা পরিদর্শন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।’ প্রধান আরও জানিয়েছেন, নদীর চরে আগে চাষবাস হত। সেখানে একসময় ঘরবাড়ি ছিল। জানা যাচ্ছে, ওই সেখানে শপিং মল, হোটেল গড়ে উঠছে।

যেখানে নির্মাণ চলছে, তার থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রয়েছে পানিঘাটা বন দপ্তরের ইকো পার্ক। তাই জায়গাটির গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রতিদিন দুধিয়া, পানিঘাটায় বালাসন নদীর প্রাকৃতির সৌন্দর্য দেখতে বাইরে থেকে বহু মানুষ ছুটে আসেন। সেই পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই কি সেখানে এই নির্মাণ হচ্ছে, প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, ওই জমি বন বিভাগের না হওয়ায় এটা তাদের এক্তিয়ারের বাইরে বলে জানিয়েছেন পানিঘাটার এক বনকর্মী।

এই নির্মাণের জন্য ব্লক প্রশাসনের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়েছিল? কার্সিয়াংয়ের বিডিও কৌশিক চক্রবর্তী বলেছেন, ‘না।’ এমনকি ‘নদীর চর দখল করে যে নির্মাণ হচ্ছে, তা আমার জানা নেই’ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

এদিকে, এইভাবে চর দখল হয়ে গেলে নদীর অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় এক দোকানদার সেবিকা তামাংয়ের বক্তব্য, ‘নদীর চর দখল করে বেশ কয়েক মাস ধরে ওই নির্মাণ চলছে। তবে তা বৈধ না অবৈধ, সেটা আমার জানা নেই। আমরা এই বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েছি।’ তাঁর অভিযোগ, ‘তাঁদের (জনপ্রতিনিধি) এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই।’

এ প্রসঙ্গে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সেচ বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার চন্দন প্রধানের মন্তব্য, ‘দুধিয়ায় বালাসন নদীর চরে নির্মাণ কাজ নিয়ে আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।’ তাঁর কথা থেকেই প্রশ্ন ওঠে, যতক্ষণ না কোনও অভিযোগ জমা পড়ছে, ততক্ষণ কি প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? আপাতত এর কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

কী অভিযোগ

- দুধিয়ায় বালাসন নদীর চর দখল করে চলছে বহুতল নির্মাণ
- ইতিমধ্যেই একাধিক তল নির্মাণ হয়ে গিয়েছে
- ব্লক প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই চলছে নির্মাণ
- এর ফলে নদীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে

বিপন্ন পরিবারের পাশে পুলিশও

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : অসমের অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াল শিলিগুড়ি পুলিশ। পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কিশোর আলেকে দেখতে যান। এরপর কিশোরের স্ত্রী ও পরিবারকে বিকেলে পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকা হয়। সেই সময় কিশোরের পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারও ছিলেন। পুলিশের তরফে এই পরিবারকে সমস্তরকম সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যদিও সেই সময় মেডিকেল ফাঁড়ির ওসি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরবর্তীতে ওসি এই পরিবারের সঙ্গে কথা বলে থাকা-খাওয়া সহ প্রশাসনিক বিষয়ে সাহায্য করবেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুলিশ ইসলামপুর জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

এদিন কিশোরের স্ত্রী শর্মিলা আলে বলেন, ‘প্রায় দেড় মাস থেকে স্বামী এখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এখানে আসার খরচ জোগাড় করতে গিয়ে সোনার কানের দুল বিক্রি করতে হয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে এবং নাবালিকা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে বিপদে পড়েছি।’

ঘটনায় প্রথম থেকে লিগ্যাল এইড ফোরাম এবং সুমন বরদোয়া, কৌস্তভ দত্ত সহ শিলিগুড়ির কয়েকজন সমাজকর্মী এই পরিবারকে সাহায্য করছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক সাহায্য ছাড়া যে সুরাহা কার্যত অসম্ভব, সেটা মানছেন সকলেই। ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, ‘আমরা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়েছি। চাইছি প্রশাসনের সহযোগিতায় কিশোরকে ইনসুরেন্সের টাকা পাইয়ে দিতে।’

কিশোর অসমের একটি বাসের খালাসি হিসেবে কাজ করেন। মাস দেড়েক আগে অসমের তেজপুরের বাসিন্দা কিশোর ইসলামপুরের রামগঞ্জে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। সেই সময় রামগঞ্জ হাসাপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কিশোরকে মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর অস্ত্রোপচারে বাদ যায় কিশোরের একটি পা। ঘটনার কয়েকদিন পর খবর পেয়ে এখানে এসে বিপাকে পড়ে কিশোরের পরিবার।

বিপাকে স্ত্রী

- ইসলামপুরের রামগঞ্জের কাছে পথ দুর্ঘটনায় পড়েন অসমের তেজপুরের বাসিন্দা কিশোর
- উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার সময় অস্ত্রোপচারে বাদ যায় তাঁর একটি পা
- তাঁর স্ত্রী ট্রেন ভাড়া জোগাড় করে ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে এসে বিপদে পড়েছেন

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নিসর্গ।। *গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির পূর্ণাভ রাহা।*

তাল কাটল জমজমাট কার্নিভালের

ভাস্কর বাগচী ও সৌরভ রায়

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ২০ ডিসেম্বর : দুর্গাপুজোর কার্নিভালের মতো আড়ম্বরপূর্ণ না হলেও মোটের ওপর শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় প্রথমবার ক্রিসমাস কার্নিভাল ভালোমতোই উপভোগ করলেন এলাকার মানুষ। নাচ, গান, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, সন্ধ্যায় আলোকসজ্জায় ঘোষপুকুর ট্রাফিক পয়েন্ট এলাকা এদিন জমজমাটই ছিল। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার উদ্যোগে এদিনের অনুষ্ঠানে ছন্দপতন ঘটে আমন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও সভাধিপতি অরুণ ঘোষের অনুপস্থিতিতে।

অরুণ কেন অনুপস্থিত? প্রশ্ন করতেই সভাধিপতির জবাব, ‘আমার জ্বরের কারণে আমি অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারিনি। আমি চাই না আমার থেকে জ্বরের ভাইরাস অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক।’

এদিনের অনুষ্ঠানে সভাধিপতি উপস্থিত না থাকলেও জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক এদিন শোভাযাত্রাতেও পা মেলান। মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষদের পাশাপাশি এদিন তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষও শোভাযাত্রায় পা মিলিয়েছেন। তবে এরইমধ্যে আবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তথা ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুকে কেন এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হল না তা নিয়ে। দুর্গার অভিযোগ, ‘এদিনের অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয়নি।’ যদিও রোমার পালটা দাবি, ‘বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।’

এদিন এই ক্রিসমাস কার্নিভালকে ঘিরে গত কয়েকদিন থেকেই আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। বৃহস্পতিবারই ঘোষপুকুর ট্রাফিক মোড়ের অনুষ্ঠানস্থলে আলোকসজ্জার উদ্বোধন করেছিলেন সহকারী সভাধিপতি। এক কথায় বলতে গেলে, ক্রিসমাস কার্নিভালের মূল উদ্যোক্তাই তিনি। তাঁর কাছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষের আবদার ছিল, শিলিগুড়িতে দুর্গাপুজোর সময় কার্নিভাল করা হয়, তেমনই ক্রিসমাসের সময় যদি ক্রিসমাস কার্নিভাল করা যায় তবে খুশি হবে গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষ। সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েই এবার ক্রিসমাস কার্নিভালের আয়োজন করেছিলেন রোমা।

বড়দিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর শিলিগুড়ি শহর সাজানোর ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার। কিন্তু ওই সময় প্রায় অন্ধকারে ঢেকে থাকে চা বাগান এলাকা। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ সেখানে অনেক সংখ্যায় থাকা সত্ত্বেও সেখানে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন হত না। এবার তাই সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগে এই কার্নিভালের আয়োজন করা হয়।

তবে সভাধিপতি অরুণ মহকুমা পরিষদের অফিসে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন রোমার ওই কার্নিভালে গেলে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বিষয়টি ততটা গুরুত্ব দিতে রাজি নন সহকারী সভাধিপতি। তাঁর বক্তব্য, সভাধিপতিকে আমরা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তবে জ্বরের কারণে তিনি আসতে পারেননি, না হলে হয়তো তিনি আসতেন।’

ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর ট্রাফিক পয়েন্টে প্রাক বড়দিন পালন। শুক্রবার।

নজরে দুর্গা-অরুণ

- অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা
- আমন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও সভাধিপতি অরুণ ঘোষের অনুপস্থিতি সকলের নজর কাড়ে
- এদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে দাবি করলেও যথারীতি তাঁকে অফিস করতে দেখা গিয়েছে
- ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু কার্নিভালে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন ₹ বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা মাবিয়া বিবি - কে 22.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 92B 38582 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিতিয়ে আমার আর্থিক শক্তি অনেকগুন বৃদ্ধি করেছে। আমি এত বিশাল পরিমাণ অর্থ জিতবো তা কোনোদিন কল্পনা করিনি। এই সুসংবাদটি শোনার পর আমি সুন্দর একটি মুহূর্ত উপভোগ করছিলাম। এটি বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ধান কেনাবেচায় কারচুপির নালিশ

ইসলামপুর, ২০ ডিসেম্বর : কিষান মান্ডিতে সহায়কমূল্যে ধান কেনাবেচায় কারচুপির অভিযোগ তুলে শুক্রবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসক এবং বিডিও’র কাছে স্মারকলিপি দিলেন কৃষকদের একাংশ। প্রশাসন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ না করলে আগামী ২৩ ডিসেম্বর কিষান মান্ডি ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চাষিরা। তাঁদেরই মধ্যে একজন তৌসিফ রেজার অভিযোগ, ‘প্রতি কুইন্টালে পাঁচ কেজি করে ধান কেটে নেওয়া হচ্ছে।’ অন্যদিকে, অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা।

শনিবার, ৫ পৌষ ১৪৩১, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১২ সংখ্যা

আম্বেদকর অস্ত্র

বাবাসাহেব আম্বেদকরকে অপমান করার অভিযোগ, পালটা অভিযোগ ঘিরে গণতন্ত্রের মন্দিরের মকরদ্বারে বিজেপি এবং কংগ্রেসের যে সম্মুখসমর দেখা গেল, তা কখনও কাম্য নয়। এমন পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেদিকে নজর রাখা উচিত সরকারি পক্ষ এবং প্রধান বিরোধী দলের। যা ঘটেছে, তার দায় বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়ের। বিজেপি যেহেতু ক্ষমতায়, সেহেতু সংসদের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, তাদের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কার্যক্ষেত্রে যা দেখা যায়নি।

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিজেপির দুই সাংসদকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে প্রধান শাসকদল। গেরুয়া শিবিরের এক মহিলা সাংসদের অভিযোগ, দু'পক্ষের গণ্ডগোলের সময় রাহুল তাঁর গায়ের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেওয়ায় তাঁর ভীষণ অস্বস্তি হয়। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ঠেলে দেওয়ায় তাঁর হাঁটুতে চোট লেগেছে পালটা অভিযোগ জানিয়েছে হাত শিবির। বিজেপির বিরুদ্ধে থানায় নালিশও ঠুকেছে কংগ্রেস।

এই ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তিতে স্পষ্ট, বিজেপির মূল নিশানায় ছিলেন রাহুল। এর আগে আদানি ঘুষ কাণ্ডে তিনি সরব হওয়ায় জর্জ সোরোসের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের নাম জড়িয়েছিল শাসকদল। গত সাড়ে দশ বছরের মোদি জমানায় রাহুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কম ওঠেনি। তাঁকে ৫৫ ঘণ্টা ইডি দপ্তরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হয়েছে। সাংসদ পদ বাতিল করা হয়েছিল। সরকারি বাংলো থেকে তাঁকে উচ্ছেদও করা হয়েছিল।

যদিও শেষপর্যন্ত লোকসভার বিরোধী দলনেতার মতো সাংবিধানিক পদে মেনে নিতে হয়েছে রায়বেরিলির সাংসদকে। এখন রাহুলের সঙ্গে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও চলে এসেছেন লোকসভায়। ফলে লোকসভায় নেহরু-গান্ধি পরিবারের ডাবল ইঞ্জিনকে সামলাতে হচ্ছে বিজেপিকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বিরুদ্ধে আম্বেদকরকে অপমান করার অভিযোগে কংগ্রেসের সোচ্চার হওয়ার পালটা রাহুলের বিরুদ্ধে ধাক্কাধাক্কির অভিযোগে থানায় এফআইআর, এমনকি বিরোধী দলনেতার পদে থাকার অযোগ্য বলে আক্রমণ শানিয়েছে পদ্ম ব্রিগেড।

মোদি সরকার প্রথম থেকেই নেহরু-গান্ধি পরিবারের কড়া সমালোচনা করে চলেছে। সংসদে এখন সোনিয়া সহ ওই পরিবারের তিনজন। আক্রমণের ধার এখনও আরও তীব্র করেছে বিজেপি। আম্বেদকরের সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর মতবিরোধ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রচুর শব্দ খরচ করেছেন। যদিও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি সম্পর্কে আম্বেদকরের চিন্তাধারা নিয়ে একটি বাক্য তাঁরা বলেননি। আম্বেদকর সারাজীবন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর গ্রহণ করা ২২টি অঙ্গীকার কিছুতেই হিন্দুত্ববাদীদের খুশি করতে পারে না।

কিন্তু জাতিভিত্তিক জনগণনা এবং ভারতের সংবিধানকে তাঁর অ্যাজেন্ডায় পরিণত করে ফেলায় রাহুলের বিরোধিতা করতে গিয়ে আম্বেদকরকে অস্ত্র বানিয়েছে বিজেপি। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, ৪০০ আসন পেলে ভারতের সংবিধান বদলে ফেলা সম্ভব। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে হিন্দুত্ববাদীদের অ্যাজেন্ডায় হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য বরাবরই ছিল।

আম্বেদকর এবং সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল হলে কিন্তু এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। যাঁরা কথাগুলি বলেন, তাঁদের মোদি-শা'রা কখনও প্রকাশ্যে তিরস্কার করেছেন বলে শোনা যায়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বিজেপির কেউ কখনও যুক্তও ছিলেন না। বিনায়ক দামোদর সাভারকার এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই বিজেপি ও সংঘ পরিবারের সর্বভারতীয় আইকন। গান্ধিজির চশমাকে ব্যবহার করে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ডাক দিয়ে সেই অভাব পূরণের উদ্দেশ্য ছিল বিজেপির।

বল্লভভাই প্যাটেলকে আঁকড়ে জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ওড়ানোর চেষ্টা করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে হইচই একই উদ্দেশ্যে। এখন আম্বেদকরের শরণ নিয়ে সংবিধান নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করতে মরিয়া বিজেপি।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

মাস্কম্যানিয়ায় আসল প্রেসিডেন্টের খোঁজ

রাজনীতির মহিমায় সফল নেতার পিছনে অদৃশ্য ছায়া থাকে। কোনও শিল্পপতির। ট্রাম্প-মাস্ক অক্ষ অন্য মাত্রা দিচ্ছে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আমেরিকায় অনেকে হঠাৎ এলন মাস্ককে 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট' বলতে শুরু করেছেন। ডেমোক্র্যাটরা তো বটেই, অনেক রিপাবলিকান পর্যন্ত মাস্ককে ডাকছেন 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট'! ডোনাল্ড ট্রাম্প তা হলে কী? কী আবার, মিস্টার ভাইস প্রেসিডেন্ট!

ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজ আবার একটা নতুন শব্দবন্ধ তৈরি করেছে মাস্কের জন্য-- 'কো-প্রেসিডেন্ট'।

ট্রাম্প কি আসলে মাস্ককে গ্রাস করলেন, না মাস্ক গ্রাস করলেন ট্রাম্পকে? এই প্রশ্নটা বহুদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে বিশ্বে। স্বাভাবিক। এভাবে কোনও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে খোলাখুলি সমর্থন করেছেন কোনও শিল্পপতি? আমেরিকায় যা করে দেখালেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মানুষ মাস্ক।

রাজনীতির এমনই মহিমা, প্রত্যেক সফল নেতার পিছনে এক অদৃশ্য ছায়া থাকে। সেই ছায়া আসলে এক শিল্পপতির। আগে এই শিল্পপতিরা অনেক আড়ালে থেকে সাহায্য করতেন। এখন একেবারে খোলাখুলি। আগে এসব নেতাদের, শিল্পপতিদের একটু ঢাক ঢাক গুড়গুড় থাকত। এখন নেই।

নদীর যেমন ঝর্ণা আছে, ঝর্ণারও নদী আছে-- বাংলা সিনেমার বিখ্যাত গানের লাইনের মতো। নেতার যেমন শিল্পপতি থাকে, শিল্পপতিদেরও তেমন নেতা আছে। ট্রাম্পের যেমন মাস্ক আছে, মোদির তেমন আদানি-আম্বানি আছে। পুতিনের তেমন সের্গে রলদুগিন আছে, শি জিনের আছে রহস্যময় শিল্পপতি।

এঁরা এক একজন রত্ন। একই অঙ্গে কত রূপ। পুতিনের বন্ধু রলদুগিন ছোট থেকেই বন্ধু। সেন্ট পিটার্সবার্গ তখনও লেনিনগ্রাদ। সেখানে নেভা নদীতে নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন দুই বন্ধু। গান গাইতেন সজোরে। রলদুগিন চেলো বাজাতেন। তাঁর একটা দল ছিল। রাশিয়ায় অন্য দেশের প্রধানরা এলে তাঁদের সম্মানে যখন অনুষ্ঠান হত, সেখানে রলদুগিনের উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। তিনি সেখানে বিদেশি সাংবাদিকদের ইন্টারভিউ দিতেন, চেষ্টা করতেন পুতিনের ভাবমূর্তির অন্য রূপ দিতে। পরে জার্মান মিডিয়ার গোপন অনুসন্ধানে জানা গেল, পুতিনের এই শিল্পী বন্ধু বিশাল সম্পত্তির মালিক। শিল্পপতি। কয়েক বিলিয়ন ডলারের অজস্র কোম্পানি রয়েছে দেশে, বিদেশে।

চিনের ব্যাপারটা অন্যরকম। সে দেশে রাজত্ব চালাচ্ছেন মাও জে দংয়ের পরে সবচেয়ে ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী নেতা শি জিনপিং। মাও একবার বলেছিলেন, 'চিনের শিল্প বিপ্লবে হাইমেনের শিল্পপতি ঝ্যাং জিয়ানের অবদান কোনওদিন ভুলব না।' ঠিক একইভাবে শি ক'দিন আগে প্রয়াত ঝাং জিয়ানের নাম করে বলেছেন, উনিই আমাদের রোল মডেল। একই সঙ্গে দেশের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিকে সাহায্য করার কথা ভেবেছেন। চিনে আম্বানি-আদানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো বেশ কিছু শিল্পপতি রয়েছেন। ঝং শানশান, ঝ্যা ইমিং, মা হুয়াতেং। এঁদের কোম্পানির সঙ্গে পার্টি কর্মীদের প্রায় ঝামেলা লাগে সরকারকে সাহায্য না করলে। তবু পার্টির সঙ্গে শিল্পপতিদের যোগাযোগ রাখতে হবেই।

শিল্পপতিরা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন দেশের সরকার চালানোর ক্ষেত্রে, এই নামগুলো তার উদাহরণ। এলন মাস্ক আমেরিকার পর ব্রিটেনের রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন দেখলাম। রিফর্ম ইউকে পার্টির নেতা নাইদেল ফারাজকে তিনি রাজনৈতিক ডোনেশন দিচ্ছেন, এমন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। এত অঙ্কের অর্থ বিলেতের রাজনীতিতে কেউ ডোনেশন দেননি আগে। এখন মুক্ত পৃথিবীতে বিদেশি শিল্পপতির দানও দিব্যি চলে যাচ্ছে অন্য দেশে। হয়তো একদিন আমাদের দেশেও দেখব, কোনও বিদেশি ডোনেশন দিচ্ছেন নির্বাচনের মুখে।

পলিটিক্যাল ডোনেশন নামে এই ব্যাপারটা জলভাত হয়ে গিয়েছে এখন। লোকসভা নির্বাচনের সময় আপনারা জেনে গিয়েছেন, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস কত টাকা সরকারি ভাবেই নিয়েছে শিল্পপতিদের কাছ থেকে। সিপিএম আবার নেয়নি। নেয়নি তাদের গর্ব যথেষ্ট এবং তা স্বাভাবিক। মনে আছে, নয়াদিল্লি থেকে অন্তত দু'বার এজেন্সি এবং ওয়েবসাইট থেকে খবরের অনুবাদ উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছাপা হয়েছিল। সব পার্টি টাকা নিচ্ছে, বলার পাশে রিপোর্টে একলাইন লেখা হয়েছিল, সিপিএমও এভাবে রাজনৈতিক ডোনেশন তুলেছে। ভারতে ভদ্র ভাষায় ইলেকটোরাল বন্ড। দু'দিনই মহম্মদ সেলিমের ফোন। অত্যন্ত ভদ্রভাবে, হেসেই বলেছিলেন, এমন ভুল খবরে আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। যদি একটা ভ্রম সংশোধন দেওয়া যায়!

গান্ধি-নেহরু থেকে জ্যোতি-বুদ্ধদেব, জয়প্রকাশ-ইন্দিরা থেকে অটল-প্রণব-- সব পরিচিত ভারতীয় নেতারই ঘনিষ্ঠ কিছু শিল্পপতি ছিলেন। তাঁদের পার্টিকে সাহায্য করতেন বিপদে। কেনেডি-কাস্ত্রো-ম্যান্ডেলা-লেনিন-ক্রুশ্চেফ-মাও-থ্যাচারের জীবনেও এমন কারও অদৃশ্য ছায়া ছিল। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাতেও ছিল, জাপান-অস্ট্রেলিয়াতেও ছিল। মাস্ক-ট্রাম্প যুগলবন্দি ওই ছায়া থেকে অনেকটা আলাদা।

ভ্রম সংশোধন বেরিয়েছিল। তবে লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার, আগেকার দিন হলে যেমন বড় ব্যবসায়ীদের কাছে ভোটের মুখে টাকা নেওয়ার খবরে ছিছিক্কার পড়ে যেত, এখন আর পড়ে না। খুব স্বাভাবিক। আমজনতার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন তোলে না, বিজেপি এত বেশি টাকা পেল কী করে? তৃণমূল কংগ্রেস কী করে কংগ্রেসের থেকেও বেশি টাকা পেল? তালিকায় কোন কোম্পানি কোন দলকে কত দিল, সেটারও হিসেব মেলে। তালিকায় চোখ রাখলে দেখবেন, অনেক অনামী সংস্থা পার্টিগুলোকে টাকা দিয়েছে। এদের নামই হয়তো জীবনে শোনেননি। কিন্তু আসলে এদের অভাবনীয় অকল্পনীয় সম্পত্তি। স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল জাগবে, এরা নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ উপকার পায় বলেই সংশ্লিষ্ট পার্টিকে টাকা দেয়। সেই 'বিশেষ উপকার' আসলে কী?

মানুষ এই সব প্রশ্নও আর তোলে না। তার একটা প্রধান কারণ, মানুষ নিজেই দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষকদের নিয়ে দুর্নীতির মতো যে যে কলঙ্ক নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আলোচনা চলে, তা হতই না জনতা যদি ঘুষ না দিত। জনতা টাকা দিয়ে চাকরির চেষ্টা না করলে, এত দুর্নীতি দেখতাম কি আমরা?

নয়াদিল্লিতে আমরা দেখছি, রাহুল কথায় কথায় আদানি নিয়ে সরব। খুব সন্দেহ আছে, আমজনতাকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে আদানির দুর্নীতি। তৃণমূল এবং ইন্ডিয়া জোটের কিছু দলের হাবভাবে বোঝাই যাচ্ছে, তারা আদানি ইস্যু নিয়ে অত মাথা ঘামাতে চায় না। অন্য ইস্যুতেই তাদের নজর।

যে প্রসঙ্গ দিয়ে লেখাটা শুরু হয়েছিল, সেখানে মানে ট্রাম্প ও মাস্কের গল্পে ফিরে গেলে একটা জিনিস দেখব। মাস্কের ট্রাম্পের হয়ে ডলার ঢালার ব্যাপারে একটা অন্য দিক রয়েছে। ঘটনার প্রভাব পড়বেই অনেক দেশে। মাস্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক। সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে পারেন। রাজনীতির মধ্যে নাক গলাতে কোনও দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। এমন শিল্পপতি অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে নেই।

মাস্ককে ইতিমধ্যেই ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডিওজিই) নামে নতুন একটা বিভাগ বানিয়ে তার প্রধান করে দিয়েছেন ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বেশি দেরি করেননি। ফেসবুক, অ্যাপল, মাইক্রোসফটের মতো বহুপরিচিত সংস্থার মালিকরা রাজনীতি নিয়ে বেশি কথা বলেন না। মাস্ক সেখানে একেবারে ট্রাম্প সুলভ। প্রতিদিনই কার্যত উলটোপালটা বলে দেন। সারাক্ষণ সংবাদমাধ্যমের চর্চায় থাকতে ভালোবাসেন। রিপাবলিকান পার্টি ও ট্রাম্পের প্রশাসনে মাস্কের প্রভাব বাড়ছে দিন-দিন। এবং ক্রিসমাসের আগে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তাঁর মালিকানার পুরোনো টুইটার, এখন এক্স হ্যান্ডেলকে ব্যবহার করে স্পেন্ডিং বিলের বিরুদ্ধে সরব।

ট্রাম্প বা তাঁর ভাবী ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সও এই বিলের বিরুদ্ধে বলেছেন। তবে মাস্কের মতো সোচ্চার নয়। মাস্ক প্রতিদিনই কিছু না কিছু বলছেন। বোঝা যাচ্ছে, ট্রাম্পের পার্টি বা প্রশাসনের ওপর তাঁর প্রবল প্রভাব থাকবেই। ইউরোপ, আমেরিকার অনেক কাগজেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে গিয়েছে। 'মাস্কম্যানিয়া' নামে একটা শব্দই তৈরি হয়ে গিয়েছে আমেরিকায়। তিনি কংগ্রেসের ওপরও ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন এমনভাবে, যেখানে বিভ্রান্ত রিপাবলিকান পার্টির মাথারাও। ট্রাম্প-মাস্ক যুগলবন্দির নতুন সিদ্ধান্তে আমেরিকায় শিশুদের ক্যানসার রিসার্চ ফান্ডের বরাদ্দ কমে গিয়েছে। সেটাও রিপাবলিকান পার্টির অনেক নেতা জানতেন না।

গান্ধি-নেহরু থেকে জ্যোতি-বুদ্ধদেব, জয়প্রকাশ-ইন্দিরা থেকে অটল-প্রণব-- সব পরিচিত ভারতীয় নেতারই ঘনিষ্ঠ কিছু শিল্পপতি ছিলেন। তাঁদের পার্টিকে সাহায্য করতেন বিপদে। কেনেডি-কাস্ত্রো-ম্যান্ডেলা-লেনিন-ক্রুশ্চেফ-মাও-থ্যাচারের জীবনেও এমন কারও অদৃশ্য ছায়া ছিল। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাতেও ছিল, জাপান-অস্ট্রেলিয়াতেও ছিল। মাস্ক-ট্রাম্প যুগলবন্দি ওই ছায়া থেকে অনেকটা আলাদা। অনেক বেশি উচ্চকিত। অনেক বেশি দৃশ্যমান। অনেক বেশি প্রচারসর্বস্ব। অনেক বেশি প্রভাব ফেলার মতো।

আমরা আশা করতে পারি, মাস্কম্যানিয়া ও ট্রাম্পম্যানিয়া মিলেমিশে নতুন বছরে আরও আমোদের উপকরণ দেবে আমাদের।

আজ

১৯৩৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৭

গায়ক জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

কংগ্রেস শুধু প্রিয়াংকা গান্ধিকে প্রোজেক্ট করছে। আর আম্বেদকর ইস্যুতে নিজেরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। চাপিয়ে দিচ্ছে অন্য জোট শরিকদের ওপর। এই অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে কংগ্রেস ব্যর্থ।

- সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

চলন্ত বাসে এক ব্যক্তিকে মহিলার চড় মারার ভিডিও ভাইরাল। মহিলার পাশে বসেছিলেন তিনি। মহিলাকে স্পর্শ করার চেষ্টা ছিল বলে অভিযোগ। লোকটিকে কলার ধরে অনবরত চড় মারেন মহিলা। শেষে অভিযুক্ত যাত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভাইরাল/২

বিহারের বৈশালীতে এক সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিল এসেছিল গাড়ি করে। স্কুলের অধ্যক্ষ সুরেশ সাহানি ছাত্রদের খাবার বিলির আগে কয়েকটি ডিম ব্যাগে ভরে নেন। ডিম 'চুরি'র ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর শিক্ষা দপ্তর তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে।

উত্তরের পাঁচালি

যেন কারাগার

প্রথম দর্শনে মনে হবে যেন এক কারাগার। রংচটা জমিদারি স্থাপত্যের একপাশে একটি বহু পুরোনো ঘর। সেই ঘরের জানলার লোহার শলাকা ভেদ করে ভেতরটা দেখা যায়। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে লেটারবক্স। এটি একটি ডাকঘর। মনোহলি পোস্ট অফিস। তপন থানার আজমতপুরের এই ডাকঘরের বয়স প্রায় ১৫০ বছর। অবিভক্ত দিনাজপুরের প্রথম ডাকঘর হিলি পোস্ট অফিস স্থাপিত হয় ১৮৮০ সালে। সেসময় দার্জিলিং মেল এনজেপি থেকে বর্তমানে বাংলাদেশের দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে শিয়ালদা যেত। স্টপ ছিল হিলি। দেশভাগের পরে ট্রেনটির গতিপথ বদলে যায়। হিলির পরে প্রধান ডাকঘর হয় বালুরঘাট পোস্ট অফিস। সে সময় দিনাজপুরের আদর্শ গ্রামের তালিকায় ছিল মনোহলি। ছিল জমিদারি রাজত্ব।

নজরে।। মনোহলি পোস্ট অফিস।

সেজন্য বোয়ালদহ, পতিরাম, সাহেব কাচারি, সয়রাপুরের মতো মনোহলিতে সাব-পোস্ট অফিস ১৮৮২ সালে স্থাপিত হয়। বিগত দশকেও পোস্ট অফিসের সমস্ত সুবিধে মিলত এখানে। বর্তমানে শুধুমাত্র চিঠির আদানপ্রদানই চলে। মোবাইল ফোনের জমানায় সে-ও প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। অন্য সমস্ত পরিষেবা প্রায় বন্ধের মুখে। গ্রামীণ পোস্ট অফিসের তকমায় চুক্তিভিত্তিক পোস্ট মাস্টার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ডাকঘরটির আধুনিকীকরণের দাবি উঠেছে।

-অজিত ঘোষ

আজও দারুণ

উজ্জ্বল।। বাণী চক্রবর্তী

৭৩ বছর। এই বয়সে অনেকেরই নানা সমস্যা হয়। কিন্তু এই বয়সে দিনাজপুরের অন্যতম নৃত্যশিল্পী বাণী চক্রবর্তী কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে আজও নৃত্যশিক্ষা ও চর্চায় নিরলস। পুণ্ড্রবর্ধন এলাকার নৃত্যচর্চার ইতিহাসে তিনি অনন্য। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জের বেশিরভাগ নৃত্যশিল্পী তাঁর কাছ থেকে নাচ শিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই নাচের সঙ্গে সখ্য। এই জনপদে ধ্রুপদি নৃত্যশিল্পকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথম কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে বাণীর নাম আসে সবার আগে। এখনও মঞ্চে যখন নৃত্য পরিবেশন করেন তখন তাঁর গোটা শরীরজুড়েই ছন্দ কথা বলে। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সঠিক নৃত্য শেখাবার জন্য ৫০ বছর আগে গড়েছেন একটি নাচের স্কুল। সম্প্রতি তাঁর সেই সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হয়ে গেল মহাসমারোহে। কালিয়াগঞ্জের নজমু নাট্য নিকেতনে সেদিন মঞ্চ কাঁপিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শককের তাক লাগালেন সবার বাণী।

-সুকুমার বাড়ই

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

অপরাধ না জেনেই শাস্তির সামনে প্রজন্ম

চারপাশে সঘন আঁধার। চাকরির মরুভূমিতে কাঞ্চনমূল্যে অভীষ্টপূরণের নিশ্চয়তায় কারও ট্যাঁকের জোর, কারও ভিটেমাটি বন্ধক।

পরাগ মিত্র

চরম মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি বাংলা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরিষ্কার ঠিক-ভুল নির্বিশেষে ২৬০০০-এর সামনে কপাট বন্ধের আশঙ্কা। সুদ সহ মাইনে ফেরতের শর্ত বজায় থাকলে ঘটিবাটি তো ছাড়, কিডনি বেচেও কেউ কেউ না, অনেকেই সেই অর্থ জোগাড় করতে পারবে না। বিপর্যয়ের এই অনিবার্য অভিঘাত কমাতে পারে এসএসসি। ঠিকঠাক বাছাই করলে সর্বনাশের সংখ্যা কমবে মাত্র।

পরীক্ষায় ফেল করে, পরীক্ষা না দিয়েও চাকরি পেয়েছে অনেকে। পুলিশের লাঠি, উন্নাসিকের ঘৃণা, উপেক্ষা সয়ে রোদে-জলে যাঁরা কোর্টে ও রাজপথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের যন্ত্রণা অসহনীয়। জানল না ওঁদের অপরাধ কী। অথচ ওঁদের ঠেলে দেওয়া হল সাইডলাইনের বাইরে।

অনুত্তীর্ণরা কি বাজারে ধর্মের ষাঁড়ের মতো সবজি লুটের মতো চাকরি গিলেছে? ডিগ্রি আছে কাজ নেই। বয়স বাড়ছে। লালিত স্বপ্নের চৌচির দশা। চারপাশে সঘন আঁধার। চাকরির মরুভূমিতে কাঞ্চনমূল্যে অভীষ্টপূরণের নিশ্চয়তায় কারও ট্যাঁকের জোর, কারও ভিটেমাটি বন্ধক। একবারও ভাবব না ওই পরিস্থিতিতে আমি কি বীতস্পৃহ থাকতাম? দু'বার ঠকা ছেলেমেয়েদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ নয়, সহানুভূতি নিয়ে পাশে থাকুক সমাজ। হতাশায় চরম নেতিবাচক পদক্ষেপের সর্বনাশ যেন ওরা না ডাকে। তা নিশ্চিত করাও আমাদের দায়িত্ব।

এসএমএসে রেজাল্ট। প্যানেল প্রথমে অপ্রকাশিত। লে ছক্কার ঢঙে কেউ নো হোয়্যার থেকে প্যানেলের মগডালে বসেও কোর্টের ধাক্কায় কাকদ্বীপের আনিসুর কীভাবে জানবে কোচবিহারের অনিন্দিতা তার চেয়ে ১ নম্বর অন্যায়ভাবে বেশি পেয়েছে? ভূত কি সর্ষেতেই? তার অসন্তোষ না হুইসল ব্লোয়িং -প্যান্ডোরার বাক্স খুলল কীভাবে?

এই যোগ্য অযোগ্য প্রার্থী বাছাই নিয়ে প্রশ্ন সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে উঠেছে। সেদিন করা হলে আজ তো ওই ছেলেমেয়েদের অনেকেই বয়স খুইয়ে তেজ হারাত না।

দায় কার? প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে শাসন বিভাগ দায় এড়াতে পারে না। মত, অমত, রং, পতাকার তর্কে মেতে ভুলে যাই সবকিছু আইনসংগত রূপায়ণের ক্ষমতা কিন্তু হোয়াইট কলারওয়ালা পার্মানেন্ট এগজিকিউটিভের। কী পরামর্শ, পদ্ধতি সরকারকে দিয়েছিল? জবাবদিহির দায় তাঁরা কোনওভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। শুনি লিখিত অভিযোগের অভাবে কর্তার ব্যবস্থা নিতে অপারগতার কথা শুনি। এরপর বিদেশি আক্রমণের মুখে সেনাও কি বলবে তাঁদের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। চাপের মুখে বেআইনি কাজের তত্ত্ব? প্রাইজ পোস্টিং না থাকতে পারে, চাকরি থেকে ছাঁটাই তো তাঁদের সম্ভব নয়?

স্বচ্ছতার প্রশ্নে দলাদলির 'তুই বিড়াল না মুই বিড়াল' শকুনি নজরের তর্জাটাই অশ্লীল লাগে। নিঃসন্দেহে স্বচ্ছতার প্রশ্নে এসএসসি'র স্বাভিমানী গৌরব মানে এই নয় যে অন্য ক্ষেত্রে ভদ্রোচিত ভাষায় 'স্বজনপোষণ' বা অভাজনের ভাষায় 'দুনম্বরি' হয়নি। আবার বর্তমানের অন্যায়কে জাস্টিফায়েড করতে অতীতের উদাহরণের ডাল ধরাও দুর্নীতির ধারাবাহিকতার পক্ষেই সওয়াল। 'তুয়াডা কুত্তা টমি সাডা কুত্তা কুত্তা'র যুক্তি যে প্রকৃত অর্থেই কুযুক্তি সেটা রাজনীতি কবে বুঝবে?

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক হতে গেলে ন্যূনতম যে যোগ্যতা লাগে আইএএস-এ তা লাগে না। অযোগ্য না অনুত্তীর্ণ? একটু ভেবে বলা আশা করা কি অন্যায়?

চুলোয় যাক দলমত। একজন মান ও হুশ সম্মত নাগরিক হিসেবে সমবেত সোচ্চারে যে এসএসসি এতদিন ঠিকঠাক প্যানেল দেয়নি, তা দিতে বাধ্য করানো উচিত। চুনোপুঁটি নয়, সরাসরি রাঘববোয়াল আমলা, কর্তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ক্ষতিপূরণ করা হোক।

আপাতত বিপর্যয়ের সংখ্যাটা কমুক।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। জলাশয়ের ধারে থাকে বক জাতীয় পাখি ৩। স্ত্রী সংসর্গ বর্জিত পুরুষ ৫। গাছ, কাণ্ড থেকে পানীয় জল মেলে ৭। উত্তর-পূর্ব দিক ৯। বিদেশ থেকে আসা এই শব্দের অর্থ বিবরণ বা বর্ণনা ১১। বন থেকে পাওয়া সম্পদ ১৪। ধানের গোলা ১৫। যেখানে অপরাধীকে আটকে রাখা হয়।

উপর-নীচ : ১।একটি টক ফল ২।পতঙ্গের ছোটবেলা ৩। নদীতে হঠাৎ আসা জলোচ্ছ্বাস ৪। শোক থেকে মানসিক যন্ত্রণা ৬। যে নদীতে জলপ্রবাহ আছে ৮। শিষ্টাচার সম্মত ব্যবহার ১০। মহাকাশযানের যাত্রী ১১। আচার রাখার মুখ ঢাকা কাচের পাত্র ১২। চলার পথে অশ্বারোহীর রাতের বিশ্রামের জায়গা ১৩। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।

সমাধান ■ ৪০১৮

পাশাপাশি : ১। গালিচা ৩। জ্বালা ৫। টুলি ৬।কবল ৮।তিতির ১০।অর্ণব ১২।নিশিত ১৪।নীবি ১৫। কাণ্ড ১৬। দস্তুর।

উপর-নীচ : ১। গাফিলতি ২। চাটুকার ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। শনি ১০। অক্ষবিদ ১১। বহিষ্কার ১৩। শিবিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

এসইউসি'র মিছিল

আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্যের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে শনিবার কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছে এসইউসি। হেদুয়া পার্ক থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ওই মিছিল হবে।

গেস্টহাউসে ধৃত

এজেসি বোস রোডের একটি গেস্টহাউসে হানা দিয়ে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি বিহারে। তাদের কাছ থেকে দুটি নাইন এমএম পিস্তল ও ১৮ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে।

সারপ্রাইজ ভিজিট

ধান কেনার ক্ষেত্রে দালালচক্র রুখতে ক্রয়কেন্দ্রগুলিতে সারপ্রাইজ ভিজিট করার জন্য জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকদের নির্দেশ দিল নবান্ন। একইসঙ্গে র‍্যাশন দোকানেও হানা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাড়গোড় উদ্ধার

বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল চত্বর থেকে মানুষের খুলি ও হাড়গোড় উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় শুক্রবার। হবু চিকিৎসকরা গবেষণার কাজে ওইসব ব্যবহার করেছিলেন বলে অনুমান।

একটি প্রতিষ্ঠানের তরফে আয়োজিত বোট শো। শুক্রবার হুগলি নদীতে। -পিটিআই

শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় চার্জশিটে দাবি ইডি'র

মানিকের গোপন বিভাগ

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দপ্তরে গোপন বিভাগ খুলেছিলেন পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। ওই বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। এমনকি এই বিভাগেই চাকরিপ্রার্থীদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাঠাতেন মানিক। তাঁদের সম্পর্কে খোঁজখবরও নিতেন। ইডির অতিরিক্ত চার্জশিটে মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ আনা হয়েছে। চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, ওই বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছিল 'টেট কনফিডেন্সিয়াল'।

এই বিভাগের নামেই ব্ল্যাঙ্ক চেক বরাদ্দ করা হত। সেই চেক অন্যত্র পাঠিয়ে দিতেন মানিক। শুধু মানিক নন, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ করা হয়েছে। স্ত্রীর নামে তৈরি ট্রাস্টের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করতেন পার্থ। এই চার্জশিটে পার্থর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বয়ানও তুলে ধরা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই পার্থর নানা দুর্নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

মানিক ভট্টাচার্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন এই বিভাগ তৈরি করেছিলেন। যার ফলে পর্ষদে মানিকের একচ্ছত্র আধিপত্য স্পষ্ট হয়েছে বলে দাবি ইডির।

তদন্তকারী আধিকারিকদের চার্জশিটে আরও দাবি করা হয়েছে, ২০১২ সালের পর থেকে এই ধরনের ব্ল্যাঙ্ক চেক তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি পর্ষদের দুই কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের থেকেই এই গোপন বিভাগের কথা জানতে পেরেছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। এর মধ্যে একজন ছিলেন পর্ষদের চুক্তিভিত্তিক কর্মী। তাঁকে মৌখিকভাবে বিভিন্ন কাজকর্মের নির্দেশ দিতেন মানিক। এছাড়া পর্ষদের হিসেবরক্ষককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

ইডি জানতে পেরেছে, এই হিসেবরক্ষক মানিকের ওই গোপন বিভাগের জন্য বিল বা রসিদ তৈরি করতেন। তবে কার উদ্দেশে ওই রসিদ ইস্যু করা হচ্ছে তা উল্লেখ করা হত না। মানিকের আমল থেকে এভাবে মৌখিক নির্দেশে কাজকর্ম চলত। যা পর্ষদে আগে কখনও হয়নি। ওই বিল বা রসিদগুলির কাজ দেখতেন মানিক। তাঁর নির্দেশেই এই বিল তৈরি হত। ওই হিসেবরক্ষকের মাধ্যমে অন্য এক ব্যক্তির হাতে ব্ল্যাঙ্ক চেক যেত। সেই ব্যক্তির থেকে ব্ল্যাঙ্ক চেক আসত মানিকের হাতে। ওই ব্ল্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে অজানা অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতেন মানিক। এই টাকা কাকে দেওয়া হয়েছে বা কাদের দেওয়া হয়েছে, তা জানা যায়নি। এভাবেই দুর্নীতি চালাতেন মানিক।

দুর্নীতি

- বিভাগটির নাম 'টেট কনফিডেন্সিয়াল'
- মানিক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন ওই বিভাগ তৈরি করেছিলেন
- ওই বিভাগের নামেই ব্ল্যাঙ্ক চেক বরাদ্দ করা হত
- সেই চেক অন্যত্র পাঠিয়ে দিতেন মানিক

তবে ইডির চার্জশিটে পার্থর অপকর্ম নিয়েও নানা অভিযোগ রয়েছে। বেআইনি টাকা কোন কোন কৌশলে সাদা করা হত তা জানিয়েছে ইডি।

পার্থর জামাই কল্যাণময়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি জানতে পেরেছে, বহু লোকজনকে নগদে টাকা দিতেন পার্থ। সেই টাকাই ঘুরপথে পার্থর স্ত্রীর ট্রাস্টে আসত। মূলত এই ট্রাস্ট একটি পশু চিকিৎসালয় তৈরির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। অনুদান বাবদ এক কোটিরও বেশি টাকা এই ট্রাস্টে জমা পড়ে। আসলে পার্থ যাদের নগদে টাকা দিতেন, তারাই আবার এই ট্রাস্টে ডোনেশন দিত। পার্থর কথাতেই ২০১৭ সালে কল্যাণময় একটি সংস্থা খুলেছিলেন। এর মাধ্যমে মাছ ও ধানের ব্যবসা করা হত। এই সংস্থার নামে পার্থর টাকাতেই একাধিক সম্পত্তি কেনা হয়েছিল। কল্যাণময় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর টাকাতেই স্কুল তৈরি করেছিলেন। বেআইনি টাকা আড়াল করতে একাধিক ভুয়ো সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল এবং মালিক হিসেবে অন্য কাউকে দেখানো হয়েছিল।

রবি চাষে ১৫ লক্ষ একরে জল দেবে রাজ্য

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : রবি চাষের জন্য সেচের জল দেওয়া নিয়ে প্রতিবারই ডিভিসির সঙ্গে সেচ দপ্তরের বিরোধ বাধে। এবার দুর্গাপুজোর আগে অতিরিক্ত জল ছাড়ায় ডিভিসির সঙ্গে তীব্র সংঘাতে জড়ায় রাজ্য সরকার। ডিভিসির কমিটি থেকে রাজ্য সরকার তাদের প্রতিনিধিও প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু রবি মরশুমে সেচের জল দেওয়া নিয়ে কয়েকদিন আগেই সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। এরপর সেচ ও কৃষি দপ্তর বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রবি মরশুমে রাজ্যের চারটি জলাধার থেকে মোট ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে সেচের জল দেওয়া হবে। তার মধ্যে ডিভিসি দেবে প্রায় ২ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে। ফলে গত বছরের তুলনায় এই বছর রবি মরশুমে সেচসেবিত এলাকা কিছুটা হলেও বাড়ছে। ৫ জানুয়ারি ডিভিসি বিভিন্ন খাল থেকে জল ছাড়বে।

তিস্তা, ডিভিসি, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী জলাধার থেকে এই জল দেওয়া হবে। এর ফলে ১৫ লক্ষ একর জমিতে সুফল পাওয়া যাবে বলেই মনে করছেন কৃষি দপ্তরের কর্তারা। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রবি চাষের জন্য আরও জমিতে সেচের জলের জোগান দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সেচ ও জলসম্পদ দপ্তর আমাদের জানিয়েছে, ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া হবে। ফলে গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।' রবি মরশুমে বোরো চাষ ছাড়াও উত্তরবঙ্গে ভুট্টা, রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় আলু, সর্ষে, তিল চাষ হয়। তবে এই ফসলগুলির জন্য সেচের জল কম লাগে। একবার বা দু-বার সেচ দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু ধান চাষে সেচের জলের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি লাগে।

> রবি চাষের জন্য আরও জমিতে সেচের জলের জোগান দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সেচ ও জলসম্পদ দপ্তর আমাদের জানিয়েছে, ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া হবে। ফলে গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
>
> **-শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**
> *কৃষিমন্ত্রী*

প্রতিবছর রবি ও বোরো মরশুমে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া জেলায় ডিভিসির সেচের জল ছাড়ার বিষয়ে ডিভিশনাল কমিশনার বৈঠক করেন। ডিভিসি এবার রাজ্যকে জানিয়েছিল, ২ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে সেচের জল দিতে পারবে।

কিন্তু রাজ্যের অভিযোগ, ২০২১ সালের পর থেকে ডিভিসি রবি চাষের জন্য সেচের জলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে। ২০২১ সালে তারা এই মরশুমের ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে জল দিয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই তা কমছে। তবে তিস্তা, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী জলাধারে যে পরিমাণ জল মজুত রয়েছে, তাতে রাজ্যের প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমি সেচসেবিত করা যাবে বলেই মনে করছেন সেচ দপ্তরের কর্তারা। কয়েকদিন আগেই জেলাগুলি থেকে রিপোর্ট নিয়েছিল সেচ দপ্তর। বৃহস্পতিবারই নবান্নে সেচ, কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তারা জল ছাড়া নিয়ে বৈঠকে বসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও। বৈঠকে জল ছাড়া নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শা'র মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্তব্যের প্রতিবাদে ২৩ ডিসেম্বর রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন, ওইদিন দুপুর ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ব্লক, পুরসভা ও কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিবাদ মিছিল হবে। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমাদের সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের অপমান মানছি না, মানব না। সংবিধান-বিরোধী বিজেপি বারবার এই মহান দেশের গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হেনেই চলেছে। যত দিন যাচ্ছে, তত তাদের দলিত-বিরোধী মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন এবং আমাদের সংবিধানের জনক বিআর আম্বেদকর ও সংবিধানের খসড়া কমিটির স্মরণীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। এটি শুধুমাত্র বাবাসাহেবের অপমান নয়, এটি আমাদের সংবিধানের মেরুদণ্ডের ওপর একটি আঘাত এবং আমাদের দলিত ও আদিবাসী ভাইবোনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।' মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেছেন, 'আমরা সকলে মিলে গণতন্ত্র রক্ষার্থে এই মিছিলে শামিল হই। এই ঘৃণ্য, স্বৈরাচারী বিজেপির সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াই। আমরা বাবাসাহেবের উত্তরাধিকার এবং আমাদের সংবিধানের মূল্যবোধ রক্ষা করার জন্য একত্রিত হই।'

সাসপেন্ড যুব সম্পাদক

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : রাজ্যে যুব তৃণমূলের সম্পাদক পদ থেকে সাসপেন্ড করা হল তরুণ তিওয়ারিকে। দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে রাজ্য যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ জানিয়েছেন। এবার থেকে দলের কোনও বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না এবং কোথাও দলের পদাধিকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। সম্প্রতি দলের বিরুদ্ধে তিনি বেফাঁস মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। তারপরই তাঁর বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

চর্চায় দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অভিষেকের ভূমিকা

বক্সির মধ্যস্থতায় জট খোলার পথে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে তৃণমূলের চূড়ান্ত রণকৌশলের নীতি স্পষ্ট করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত দলের ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছবি জনমানসে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর ওপর ভরসা করেই দল নিয়ে একের পর এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবেন নেত্রী। এক্ষেত্রে আপাত নীরব দলের সেনাপতি অভিষেকের সঙ্গে শলাপরামর্শ গোপনই রাখা হচ্ছে বলে শুক্রবার তৃণমূল সূত্রের খবর। তাঁদের মধ্যে ফোনালাপ নিয়মিতই চলছে বলে এদিন দাবি করলেন দলের এক প্রবীণ নেতা তথা বিধায়ক।

তাঁর দাবি, 'যা ভাবছেন ভাবুন আপনারা। আসল ছবি দেখতে পাবেন ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে।' তাঁর মতে, অভিষেককে বাদ দিয়ে নেত্রী পথ চলবেন, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। যুক্তিও নেই। এখন তৃণমূলে একে অন্যের পরিপূরক। দলের স্বার্থেই অভিষেকের গুরুত্ব কমিয়ে দলে কোনও বিভাজন নেত্রী চাইবেন না। সামনে বিধানসভা ভোট। তার আগে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিচক্ষণ নেত্রী পাঁচবার ভাববেন।

তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, এদিনই দলের শিক্ষা সেলের দুই পদাধিকারী নেতাকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নেত্রীর নির্দেশে সুব্রত বক্সীই এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। বহিষ্কৃত দুই নেতা অভিষেকপন্থী বলে পরিচিত হলেও দলের অনুশাসন বজায় রাখতেই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেত্রীর। অভিষেকের সঙ্গে পরামর্শ করেই নেত্রীর সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন সুব্রত বক্সী। উত্তর কলকাতায় দলের এক যুব নেতাকেও এদিন তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে। এইসব কঠিন সিদ্ধান্তে অভিষেক সহমত হওয়ার পরই দলের পক্ষে তা কার্যকর করা হয়। দলের মধ্যে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র একমাত্র দলনেত্রীকে ঘিরেই, সবাই মানেন সেটা। এমনকি অভিষেকও।

তৃণমূল ও অভিষেক মহলের খবর, আপাতত দলের সেনাপতিকে দলের সার্বিক কাজে নিষ্ক্রিয় মনে হলেও সম্ভবত তৃণমূলের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আবার স্বমহিমায় অভিষেক নেত্রীর পাশে দাঁড়াবেন। নেত্রীই যে দলের শেষ কথা, একথা অভিষেক মানেন বলেই প্রকাশ্যে তা বারবার বলেছেন এবং এখনও বলে যাচ্ছেন। পথে নেমে কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনে অভিষেকের ওপর অনেকটাই ভরসা করেন দলনেত্রী।

ইতিমধ্যেই অভিষেকের গত নবজোয়ার কর্মসূচিতে তা পরীক্ষিতও। আবার অভিষেককে এই কাজে শামিল করে সক্রিয় করে তুলতে নেত্রী সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন। দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তা আরও স্পষ্ট হবে। দলের সাংগঠনিক স্তরে অভিষেকের রদবদল সুপারিশ নিয়ে মান-অভিমান পর্বও নিশ্চিত মিটে যাবে বলেই আশা দলের শীর্ষ নেতাদের।

পুরসভা ও পঞ্চায়েতের আয় বাড়াতে কমিটি তৈরি

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে রাজস্ব আদায়ের হার অত্যন্ত খারাপ। একইসঙ্গে ৬৭টি পুরসভায় রাজস্ব আদায়ও তলানিতে ঠেকেছে। তার ফলে শহরাঞ্চলে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে পুরসভাগুলি। চুঁচুড়া পুরসভায় দু-মাসের বেতন না পেয়ে কাজ বন্ধ রেখেছিলেন অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। পুরসভাগুলিকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে বারবার নির্দেশ দেওয়া হলেও তা তারা পারেনি। এই অবস্থায় পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিজস্ব আয় বাড়াতে একটি কমিটি তৈরি করল রাজ্য সরকার। পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাবলম্বী হতে কী কী পদক্ষেপ করা দরকার, তা নিয়ে ওই কমিটি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে। ষষ্ঠ অর্থ কমিশন গঠন করে পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির খোলনলচে বদলে দিতে চায় রাজ্য সরকার। রাজ্যের অর্থ উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে হরিকৃষ্ণ দীর্ঘদিন রাজ্যের অর্থসচিবের দায়িত্বও পালন করেছেন। আগামী বছর এপ্রিল মাস থেকেই ওই নতুন কমিটি কাজ শুরু করবে। তার আগে রাজ্যের পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে চাইছেন কমিটির সদস্যরা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজের জন্যই পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এমনকি সাফাই, নিকাশিনালা সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচও অনেক ক্ষেত্রে পুরসভাগুলি নিজস্ব আয়ে করতে পারে না। উন্নয়নমূলক কাজও আটকে যায়। এই অবস্থায় পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাবলম্বী করতে রাজ্য সরকার নতুন গাইডলাইন তৈরি করবে। ওই গাইডলাইন তৈরি করতে ষষ্ঠ অর্থ কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এপ্রিলে ষষ্ঠ অর্থ কমিশন কাজ শুরু করার পর থেকেই রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি পুরোপুরি মূল্যায়ন করবে ওই কমিটি। যেসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে সাহায্য করে, সেইসব টাকা যথাযথ খরচ হচ্ছে কি না, তাও ওই কমিটি মূল্যায়ন করবে। প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচ করে রাজ্যের ঘাড় থেকে ঋণের বোঝা কমানোর ক্ষেত্রে যা উপযোগী হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার।

নতুন কমিটির চেয়ারম্যান পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রয়েছেন। এছাড়াও রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত চার আইএএস ও ডব্লিউবিসিএস অফিসার। ১ এপ্রিল ষষ্ঠ অর্থ কমিশন কাজ শুরু করার পর ৬ মাসের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেবে। পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি কী কী ভাবে আয় বাড়াতে পারে, সেই সুপারিশও ওই রিপোর্টে থাকবে। রাজস্ব আদায় থেকে তা বণ্টন এবং উন্নয়নমূলক কাজে দফায় দফায় পর্যালোচনাও করবে কমিটি। কোন পুরসভা ও পঞ্চায়েত কত টাকা আদায় করতে পারবে, সেই নিয়েও নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করবে কমিটি।

আগামী মাসে সুন্দরবনে কুমির গণনা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : এবার সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে কুমির গণনার কাজ। আগামী জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে কুমির গণনা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ গণনার কাজ চলছে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ গণনায় সুন্দরবনে ২০৪ থেকে ২৩৪টি কুমির থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছিল। দু'বছর আগে ওই গণনা হয়। বর্তমানে সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী বছর ৮ ও ৯ জানুয়ারি এবং ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন দপ্তরের অধীনে কুমির গণনার কাজ হবে। শীতকালে মিঠে রোদ পোহাতে কুমিরদের সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীর চরে দেখা যায়। এজন্য শীতকালেই কুমির গণনার কাজ হয়ে থাকে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ থেকে ২২ ডিগ্রি তাপমাত্রা কুমিরদের খুব পছন্দ। ১৪ থেকে ২৬ পিপিটি (পার্টস পার থাউজেন্ডস) গ্রাম নুন আছে এমন জলই পছন্দ করে কুমির। সুন্দরবনের খাঁড়ি অঞ্চলে সেরকম লবণাক্ত জল থাকায় এই এলাকা কুমিরদের চারণভূমি হয়েছে।

সুন্দরবনে যেসব কুমির দেখা যায়, তা সাধারণত ১৩ থেকে ১৪ ফুট হয়ে থাকে। ২০২২ সালে সর্বশেষ কুমির গণনা হয়েছিল সুন্দরবনে। এর আগে গণনা হয়েছিল ২০১২ সালে। সেইসময় ১৪১টি কুমিরের সন্ধান মিলেছিল। এরপর ১২ বছরে কুমিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪টির মতো হয়েছে। সর্বোচ্চ ২৩৪টি হতে পারে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এবছর সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগ এলাকা মিলিয়ে খোঁজ চালাবেন শতাধিক বনকর্মী ও কুমির বিশেষজ্ঞ। সুন্দরবনের প্রায় ৪২০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই গণনা হবে।

মঞ্চ তৈরি করে ধর্নার প্রস্তুতি ডাক্তারদের। শুক্রবার কলকাতায়।

ডাক্তারদের ধর্নায় শর্ত হাইকোর্টের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস সংগঠনের ধর্না কর্মসূচিতে শর্ত বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ডোরিনা ক্রসিং থেকে ৫০ ফুট ছেড়ে শুক্রবার থেকেই ধর্নায় বসতে পারবেন চিকিৎসকরা। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ২০০ থেকে ২৫০ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। এদিন থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত দিবারাত্রি কর্মসূচি করা যাবে। পরিবেশ দূষণ এবং আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি নজরে রাখতে হবে। যানজট যাতে না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এদিন ডিএ আন্দোলনকারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকেও বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে শর্তসাপেক্ষে ধর্নার অনুমতি দেওয়া হয়।

এদিন ডাক্তারদের ওই স্থানে এই কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যের তরফে আপত্তি জানানো হয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এর আগে প্রশাসন দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে অনুমতি দিয়েছে। এভাবে কারও ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া এবং কারও ক্ষেত্রে আপত্তির বিষয়টি ঠিক নয়। পুলিশ ও প্রশাসনের এই পদক্ষেপ সমর্থনযোগ্য নয়। পুলিশকে নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে।

বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে ৩০০ থেকে ৫০০ জনের উপস্থিতিতে নবান্ন বাস টার্মিনাস চত্বরে ধর্না অবস্থান করতে চেয়েছিল সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। সেই আবেদন আগেই খারিজ করে দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে ওই সংগঠনের তরফে আইনজীবী বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, সোমবারের আগে বিষয়টির শুনানি সম্ভব নয়। তাই একক বেঞ্চে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো যেতে পারে। তারপরই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের কাছে আবার মামলাটি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিচারপতি ওই সংগঠনকে মন্দিরতলা বাস স্ট্যান্ডের সামনে রবিবার দুপুর ৩টে থেকে মঙ্গলবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ধর্নায় বসার অনুমতি দিলেন। তবে ৪৫০ জনের বেশি থাকতে পারবেন না। ১০ জনের প্রতিনিধিদল নবান্নে মুখ্যসচিব বা অন্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে পারবেন।

আর্থিক প্রতারণার খোঁজে ইডি'র হানা

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : আর্থিক প্রতারণা মামলায় শুক্রবার একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালাল ইডি। সাদার্ন অ্যাভিনিউ ও বালিগঞ্জের দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে সকালেই পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ব্যাংক দুর্নীতি মামলায় এই তল্লাশি চলছে। ২০২২ সালে এসবিআইয়ের তরফে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই অভিযান শুরু করেন ইডি আধিকারিকরা। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় কোথায় কাদের মাধ্যমে পৌঁছেছে, এই দুর্নীতির সঙ্গে কারা জড়িত তা জানতে চাইছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। সেই সূত্রেই তল্লাশি চালানো হয়। সম্প্রতি এই মামলাতেই একটি নামী ইস্পাত সংস্থার কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিবিআইয়ের আবেদন খারিজ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দলের পুনর্গঠন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল সিবিআই। সিটের প্রধান ছিলেন এসপি কল্যাণ ভট্টাচার্য। তাঁকে সরিয়ে সিটের অন্যতম সদস্য অংশুমান সাহাকে প্রধান করার আবেদন জানায় সিবিআই। কিন্তু সিবিআইয়ের এই আবেদন গ্রাহ্য হল না কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা সিবিআইকে জানিয়ে দেন, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে হাইকোর্টে চলা মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তাই সিবিআইকে এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে। হাইকোর্টে এই আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বামী খুন

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : মাদক মামলায় জেলবন্দি ছিলেন স্বামী। ইতিমধ্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যান স্ত্রী। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে এসে সেকথা জানতে পারেন স্বামী। এই নিয়ে প্রতিবাদ করায় মাঝেমধ্যেই স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হত। তার জেরেই শুক্রবার খুন হতে হল স্বামীকে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ নলডাঙার সৃজন পল্লিতে। নিহত ব্যক্তির নাম রমেশ মুদালিয়া। তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল বলে পুলিশের অনুমান।

অগ্নিকাণ্ড।। *শুক্রবার দুপুর নাগাদ আগুন লাগে তপসিয়ায় বাইপাসের পাশে ঝুপড়িতে। মুহূর্তে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি পাকা বাড়িতেও আগুন ধরে যায়। ১০০টিরও বেশি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, নেভাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় দমকল কর্মীদের। হতাহতের খবর নেই। ছবি : আবির চৌধুরী*

বিবাহিত পুরুষের বয়স বাড়ে ধীরে ধীরে?

গবেষণায় ২০ বছর ধরে ৪৫ থেকে ৮৫ বছর বয়সি ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য এবং ভালো থাকাকে অনুসরণ করা হয়েছে। যাতে বৈবাহিক অবস্থা তাঁদের স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝা যায়।

বয়স ধরে রাখতে আমাদের কত-না চেষ্টা! সাম্প্রতিক গবেষণা কিন্তু বিবাহিতদের পক্ষে রায় দিয়েছে। সঙ্গীকে বলুন, বিয়েটা দ্রুত সেরে ফেলতে।

শিরোনাম পড়েই ভুরু কোঁচকালেন যে বড়! অবশ্য, এটাই স্বাভাবিক। এ আসলে সমীক্ষার ফল। ওই যে কথায় বলে না, 'মানো, ইয়া না মানো, সচ্চাই কো জানো'। বয়স নিয়ে কমবেশি আমরা প্রায় সবাই উদ্বিগ্ন। বয়স ধরে রাখতে আমাদের কত-না চেষ্টা! সে না হয় হল, কিন্তু জানেন কি? অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিত পুরুষদের বয়স ধীরে বাড়ে। এক্ষেত্রে অবশ্য সেই প্রভাব নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। সম্প্রতি ইনটারন্যাশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক জার্নালের এক গবেষণা থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গবেষণায় পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গেছে, বিবাহিত পুরুষদের বয়স অবশ্যই ধীরে বাড়ে। তবে এটি শুধুমাত্র প্রযোজ্য যদি তাদের সম্পর্কের স্ট্যাটাস বিবাহিতই থাকে। বিচ্ছেদ, বিবাহবিচ্ছেদ বা স্ত্রীকে হারানো বার্ধক্যকে কমাতে পারে না।

নারীদের ওপর চালানো গবেষণা থেকে জানা যায়, বিবাহিত নারীদের বয়স বাড়া বা না বাড়ার বিষয়টি অবিবাহিত নারীদের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়।

যেসব নারী বিয়ে করেছেন এবং তারপর বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন বা বিধবা হয়েছেন, যারা বিবাহিত বা অবিবাহিত ছিলেন তাদের তুলনায় বয়স বেশি বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে বা জীবনসঙ্গীকে হারিয়েছেন, তাদের তুলনায় অবিবাহিত নারীদের বয়স নির্দিষ্টভাবেই বেড়েছে। উল্লেখ্য, আগের গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, বিয়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে।

গবেষণার ক্ষেত্রে ২০ বছর ধরে ৪৫ থেকে ৮৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য এবং ভালো থাকাকে অনুসরণ করা হয়েছে। যাতে বৈবাহিক অবস্থা তাদের স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝা যায়। প্রতিটি ব্যক্তির বয়স ভালোভাবে অর্থাৎ কোনও রকম বার্ধক্য, অসুস্থতা ছাড়াই বয়স বেড়েছে কিনা তা জানার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গবেষকরা আসলে প্রাপ্তবয়স্কদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশদে জানতে চেয়েছিলেন।

এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো ইনস্টিটিউট অফ লাইফ কোর্স অ্যান্ড এজিং-এর গবেষক বলেছেন, 'আমি একজন সমাজকর্মী। গত ২০ বছরের বেশি প্রাপ্তবয়স্কদের সাহায্য করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার আবেগ সবসময় তাদের সুস্থ এবং সুখী জীবনযাপনে সমর্থন করে এসেছে। আমাদের গবেষণায় ৭ হাজারের বেশি মধ্যবয়সী এবং বয়স্ক ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে কিছু লোকের বয়স নির্দিষ্ট নিয়মে বেড়েছে, আবার অন্যদের ক্ষেত্রে তা হয়নি।'

এই গবেষণার ফলাফল জানার পরেও কি আপনার সঙ্গীকে বিয়ে করার দিকে উৎসাহিত করবেন না!

মশা কি লোক বুঝে কামড়ায়

শিরোনাম পড়ে মশা নিয়ে মশকরা করার ইচ্ছে আপনার জাগতেই পারে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, সুযোগ পেলেই মশা রক্ত শুষে নিতে চায়। সকালে ও সন্ধ্যার সময় বেশি পরিমাণে মশা ঘরে প্রবেশ করে। সাধারণত, মশা সব মানুষকেই কামড়ায়। তবে কিছু কিছু লোককে মশা তুলনামূলক বেশি কামড়ায়। দেখা যায়, আড্ডায় একদল লোকের মধ্যে বসে থাকলেও ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বেছে বেছে মশারা ছেঁকে ধরে! কেন এমনটা হয়?

মশা কি তাহলে লোক বুঝে কামড়ায়?

কার্বন ডাই-অক্সাইড

কোন জায়গা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি বের হচ্ছে তা মশারা সহজেই বুঝতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতির মশারা কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রতি পৃথক ভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। ফলে কোনো ব্যক্তির দেহ থেকে বেশি মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হলে মশারা দূর থেকেই তা বুঝে যায়। শিকার কাছাকাছিই আছে বুঝে সুযোগ পেলেই কামড়াতে থাকে।

শরীরের গন্ধ

প্রত্যেক মানুষের ত্বকে ও ঘামে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়ার মতো বিশেষ কিছু যৌগ থাকে।

এই যৌগগুলো আমাদের শরীরে নির্দিষ্ট ধরনের গন্ধ তৈরি করে। সেই গন্ধের প্রতি মশারা আকৃষ্ট হয়। কিছু গবেষকের মতে, এমন আলাদা গন্ধ তৈরি হওয়ার পেছনে দায়ী থাকতে পারে জিন ও ব্যাকটেরিয়া।

জলীয়বাষ্প ও তাপমাত্রা

আমাদের শরীর থেকে জলীয় বাষ্প ও তাপ বের হয়। অবশ্য কতটা মাত্রায় জলীয় বাষ্প বের হয়, তা নির্ভর করে পরিবেশের তাপমাত্রার উপর। মশা উড়তে উড়তে যত মানুষের শরীরের কাছাকাছি আসে ততই তারা শরীর থেকে কেমন মাত্রায় তাপ ও জলীয় বাষ্প বেরোচ্ছে তা নির্ণয় করতে পারে। তাপ ও জলীয় বাষ্প মশাকে কামড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

মশাদের প্রিয় রং

মশাদের কালো রঙের প্রতি বেশি আকর্ষিত হতে দেখা গিয়েছে। এই কারণেই কালো জামাকাপড় পরলে মশারা ঝাঁক বেঁধে আক্রমণ করে। কিন্তু মশারা কালো রঙের প্রতি কেন এমন আক্রোশ দেখায় সেটা স্পষ্টভাবে এখনো জানা যায়নি।

বেশি কামড়ায় গর্ভবতীদের

সন্তানসম্ভবা নন এমন মহিলার তুলনায় গর্ভবতী মহিলাদের বেশি মশা কামড়ায়। আর ভিন্ন একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দুটি বিশেষ প্রজাতির মশা কপালে আর পায়ে কামড় দিতে বেশি পছন্দ করে। সম্ভবত ঘর্মগ্রন্থি, ত্বকের গন্ধ ও তাপমাত্রাই এমন বিশেষ পছন্দের কারণ।

লক্ষ্যে মদ্যপায়ী

যারা নিয়মিত মদ পান করেন মশা তাদের বেশি কামড়ায়। কিছুদিন আগে করা এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মদ্যপায়ীদের প্রতি মশারা বেশি আকৃষ্ট হয়। তাই মশার কামড় থেকে বাঁচতে মদ পান করা থেকে বিরত থাকুন। এতে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

আদরে থাক লেপ, কম্বল, কাঁথা, জ্যাকেট, সোয়েটার

লেপ-কম্বল ছাড়াই এখনও শীতে ব্যাটিং করে চলেছেন! তাহলে এবার সময় এলো লেপ-কম্বল বের করার। তবে সেগুলো ব্যবহারের আগে পরিষ্কার করাটা ভীষণ জরুরি।

শীতের সময় কীভাবে লেপ, কম্বল, কাঁথা, জ্যাকেট প্রভৃতির যত্ন নেবেন, সে বিষয়ে রইল কিছু সহজ টিপস--

লেপের যত্ন: লেপ যদি শিমুল তুলোর হয়ে থাকে, তাহলে ধোয়া তো দূরের কথা, ড্রাই ওয়াশও করা যায় না। এক্ষেত্রে লেপ রোদে দিন। এতে লেপের ওপর থাকা ধুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। লেপের যদি কভার থাকে, তাহলে সেটি ধুয়ে নিন। লেপ পরিষ্কার না থাকলে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কম্বলের যত্ন: একই কথা কম্বলের

ক্ষেত্রেও খাটে। এটিও পরিষ্কার রাখা জরুরি। তবে কম্বল কিন্তু ধোয়া যেতে পারে। শ্যাম্পুতে মিনিট দশেক ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। ঝামেলা এড়াতে লন্ড্রিতে দিতে পারেন। সেখান থেকেই ঝকঝকে করে পাঠাবে আপনার সাধের কম্বল।

কাঁথার যত্ন: কাঁথা পরিষ্কার করা কষ্টকর কাজ নয়। বাড়িতে অনায়াসেই কাঁথা ধুয়ে নেওয়া যায়। তারপর রোদে শুকিয়ে তা ব্যবহার করুন।

লেদার জ্যাকেটের যত্ন: বাড়িতে এই ধরনের জ্যাকেট পরিষ্কার করা বেশ কঠিন। তাই এগুলো অবশ্যই লন্ড্রিতে দিয়ে দিন। এগুলো কখনই রোদে দেওয়া উচিত নয়। জ্যাকেট কয়েক বছর পুরোনো হয়ে গেলে ভিতরের লাইনিং পালটে নিন।

সোয়েটারের যত্ন: পশমের জামা বা উলের সোয়েটার উষ্ণ জলে না ধুয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। তবে ধোয়ার সময় জলে একটু পাতিলেবুর রস ও ভিনিগার দিয়ে দিতে পারেন।

এতে রং ঠিক থাকবে। পশমের জামা ইস্ত্রি করার সময় অবশ্যই তার ওপর সুতির চাদর বিছিয়ে নিন। সরাসরি পশমের সঙ্গে ইস্ত্রির স্পর্শ যেন না হয়। তাহলেই কিন্তু পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে।

বেসন যখন ত্বকের ভূষণ

ত্বক সতেজ করতে চান? করতে চান লাবণ্যময়? প্রাণবন্ত? বয়সের ছাপ কমাতে, ত্বক পরিষ্কার করতে, শুষ্কতা দূর করতে বেসনের জুড়ি নেই।

ঘরোয়া উপায়ে মেকআপ তুলুন

নানা কাজের ফেসপ্যাক

* ১ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ৪ টেবিল চামচ কাঁচা দুধ এবং পরিমাণমতো বাদাম তেল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ভালো করে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর উষ্ণ গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন করে এই প্যাক ব্যবহার করুন। ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

* ১ চা-চামচ বেসনের সঙ্গে সমপরিমাণ দই মিশিয়ে নিন। সামান্য হলুদও দিতে পারেন এতে। মুখে লাগানোর ২০ মিনিট পর ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

* ১ চা-চামচ বেসন পেস্টের সঙ্গে সমপরিমাণ মধু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট মিশ্রণটি মুখে ঘষার পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন করে ব্যবহারে ধীরে ধীরে বলিরেখা কমে আসবে। শুষ্কতাও কমে যাবে।

* পরিমাণমতো বেসনের সঙ্গে অল্প দুধ মিশিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার এই প্যাক ব্যবহার করুন। প্যাকটি ত্বকের মৃত কোশের স্তর সরিয়ে ত্বককে করে তোলে প্রাণবন্ত ও সজীব। বয়সের ছাপ কম পড়ে।

বেসনের সঙ্গে সমপরিমাণ গাঁদা ফুল মিশিয়ে ভালো করে বেটে নিন। মুখে ২০ মিনিট রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের শুষ্কতা কমাতে ও নরম করতে এই মাস্ক কাজে লাগবে। ব্রণের প্রকোপও কমবে। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

দাগ, ফাটা ত্বকে

সমপরিমাণ বেসন, হলুদ ও পরিমাণমতো জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। শুধু ব্রণের জায়গায় ব্যবহার করুন প্রতিদিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে ব্রণ কমে আসে। ভালো হয়ে গেলে আর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বেসন, গোলাপজল ও লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে রোদে পোড়া ত্বকে লাগিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। একদিন পর ব্যবহারে পোড়া দাগ কমে আসবে।

বেসন পেস্টের সঙ্গে অ্যালোভেরার রস মিশিয়ে মেচেতার ওপর লাগান। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এক দিন অন্তর এই প্যাক ব্যবহার করুন। দাগ কমে এলে ধীরে ধীরে প্যাক ব্যবহারও কমিয়ে আনুন। যেমন সপ্তাহে একবার, তারপর ১৫ দিনে একবার, তারপর মাসে একবার।

যে কোনও ক্ষতের দাগ (যেমন ব্রণ, বসন্ত) দূর করতে বেসন ও কচি ডাবের জল একসঙ্গে মিশিয়ে দাগের ওপর লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ধীরে ধীরে দাগ কমে এলে প্যাক ব্যবহার কমিয়ে আনুন মেচেতার প্যাকের মতো নিয়মে।

বেসন পেস্ট ত্বকের ফেটে যাওয়া অংশে লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একদিন।

মসুর ডালে ২ কাপ মসুর ডাল এবং ২ টেবিল চামচ চাল (ভাতের চাল) ধুয়ে জল ঝরিয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিন। ফুড প্রসেসর বা গ্রাইন্ডারে ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিন। তারপর ভালো করে চালনিতে চেলে নিন। এই বেসন অনেক দিন পর্যন্ত (প্রায় ৬ মাস) বাতাস প্রবেশ করবে না এমন পাত্রে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করা যায়। ফ্রিজে রাখলে ভালো। ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে মাঝেমধ্যে রোদে দিন। বয়াম থেকে বেসন নেওয়ার সময় ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না।

ঘরোয়া উপায়ে শীতে ত্বকের যত্ন

শীতের হাওয়ায় নাচন শুরু হতে না হতেই শরীরজুড়ে অস্বস্তি। ত্বক শুকিয়ে ফুটিফাটা। ত্বক হয়ে পড়ে নিস্তেজ ও মলিন। তবে একটু সচেতনতা ও যত্নের মাধ্যমে খুব সহজেই শীতকালে ত্বক সতেজ রাখা যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক শীতে ত্বকের যত্ন বিষয়ে--

ময়েশ্চারাইজার

শীতে শুষ্কতার হাত থেকে ত্বক বাঁচাতে ময়েশ্চারাইজারের তুলনা নেই। ত্বক সতেজ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। বাজারে নামি-দামি ময়েশ্চারাইজার ছাড়াও খাঁটি নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহারেও অনেক ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

স্ক্রাব অথবা এক্সফোলিয়েটিং

ত্বকের মৃত কোশ বা মরা চামড়ার আস্তরণ দূর করতে সপ্তাহে এক থেকে দু-বার জেন্টাল স্ক্রাব ব্যবহার করতে হবে। চালের গুঁড়ো আর মধু মিশিয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে স্ক্রাব তৈরি করা সম্ভব।

এক চামচ চালের গুঁড়ো ও এক চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে, ভেজা ত্বকে আলতো হাতে ৩ থেকে ৫ মিনিট ঘষে হালকা গরম জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। অবশ্যই স্ক্রাবিং-এর পর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ফেসপ্যাক

সপ্তাহে দু-তিনবার দুধের সর, মধু ও বেসনের মিশ্রণ ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি এটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতেও সাহায্য করবে। তাছাড়া টক দই, বেসন ও হলুদের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে ।

কুসুম গরম জলে স্নান

অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম জলের ব্যবহার শীতে ত্বককে আরও রুক্ষ করে দিতে পারে। তাই হালকা গরম জলে স্নান করতে হবে।

এছাড়া অতিরিক্ত খারযুক্ত সাবান ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে গ্লিসারিন যুক্ত সাবান ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক সতেজ থাকবে।

ছুটির দিনের স্পেশাল রেসিপি

ছুটির দিন মানেই ভরপুর খাওয়াদাওয়া। স্বাস্থ্য সচেতনতার এই যুগে পোলাও-মাংস তো রোজ রোজ খাওয়া সম্ভব নয়। তাই রইল ১টি স্বাস্থ্যকর রেসিপি।

ব্রকলি-রুই মাছের ঝোল রান্না

যা যা লাগবে

রুই মাছের টুকরো ৫-৬টি, টমেটো ১টি (টুকরো করা) কাঁচালংকা ৩-৪টি, ব্রকলি ২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১টি, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, লংকাগুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, জল ২ কাপ মতো, ধনেপাতা কুচি, পরিমাণমতো তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে রুইমাছের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এবার, মাছে অল্প হলুদ- লংকাগুঁড়ো, লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। ব্রকলির ফুলের অংশটুকু কেটে নিয়ে, ধুয়ে নিয়ে গরম জলে দিয়ে ২-৩ মিনিট ভাপিয়ে নিন। জল থেকে তুলে নিন ব্রকলির ফুলগুলো। এবার সসপ্যানে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে, মাছগুলো দিয়ে দু-পিঠ হালকা লাল করে ভেজে তুলে নিন। একই প্যানে আরো ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিন হালকা রং আসা পর্যন্ত। এবার আদা-রসুন বাটা দিয়ে একটু ভেজে নিন। তারপর একে একে গুঁড়ো মশলা, অল্প লবণ, অল্প জল দিয়ে কষিয়ে নিন।

টমেটো কুচি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন তেল উপরে উঠে আসা পর্যন্ত। এবার মাছগুলো দিয়ে দু-পিঠে মশলা লাগিয়ে নিন উলটে-পালটে। এবার, গরম জল দিন দেড়কাপ মতো। ঢেকে রান্না করুন পাঁচ-ছয় মিনিট।

এবার ব্রকলিগুলো মাছের ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিন। লবণের স্বাদ পরখ করে নিন। কাঁচালংকা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ঢেকে পাঁচমিনিট রান্না করে নিন। পাঁচমিনিট পর নামিয়ে গরম-গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

জয়পুরে বিস্ফোরণে মৃত ১১

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বর : রাজস্থানের জয়পুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ড আর বিস্ফোরণের জেরে ঝলসে মৃত্যু হল অন্তত ১১ জনের। আহতের সংখ্যাও ৫০-এর কম নয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন।

শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে জয়পুরের এক

ট্যাংকারে ধাক্কা ট্রাকের

পেট্রোল পাম্পের কাছে। পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড় করানো ছিল একটি সিএনজি ট্যাংকার। রাসায়নিক বোঝাই একটি ট্রাক এসে সেই তেলের ট্যাংকারে ধাক্কা মারতেই আগুন ধরে যায়। পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি দাঁড় করানো বেশ কয়েকটি রাসায়নিক এবং তেলের ট্যাংকারে আগুন ধরে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। একের পর এক ট্যাংকারে বিস্ফোরণ হয়। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরই জোরালো বিস্ফোরণ। প্রায় ৩০০ মিটার জুড়ে সেই বিস্ফোরণের প্রভাব পড়ে। পরপর প্রায় ৪০টি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। গাড়ির ভিতরেই ঝলসে অনেকের মৃত্যু হয়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে অনেককে। দুর্ঘটনার একাধিক অস্বস্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যার থেকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে অসুবিধা হয় না।

দুর্ঘটনার পর বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এতটাই বেশি ছিল যে,

দুর্ঘটনার পর আগুন নেভাতে তৎপরতা দমকলবাহিনীর। শুক্রবার জয়পুর-আজমের সড়কের ওপর।

১০ কিলোমিটার দূর থেকে তা শোনা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'পরনের পোশাক খুলে ফেলে প্রাণ বাঁচাতে দেখা যায় বেশ কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ মানুষজনকে।' পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি দাঁড় করানো বেশ কয়েকটি রাসায়নিক এবং তেলের ট্যাংকারে আগুন ধরে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। একের পর এক ট্যাংকারে বিস্ফোরণ হয়। ভাকরোতার পুলিশ আধিকারিক মণীশ গুপ্ত জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের জেরে বেশ কয়েকটি ট্রাক পুড়ে গিয়েছে। আহতের সংখ্যাও অনেক। জয়পুর পুলিশ কমিশনার বিজু জর্জ জোসেফ জানিয়েছেন, 'সংঘর্ষের সময় ট্যাংকারের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্যাস লিক হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাছাকাছি থাকা যানবাহনের মানুষজন কোনওভাবেই বেরিয়ে আসার সুযোগ পাননি।' তবে ট্রাকের ধাক্কা কী কারণে, সেটা স্পষ্ট নয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের মাথাপিছু ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেন। তিনি গভীর শোকপ্রকাশ করে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের উদ্দেশে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ঘটনার খোঁজখবর নেন।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'জয়পুর-আজমের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।' আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং তাঁদের চিকিৎসায় যাতে কোনওরকম গাফিলতি না হয়, তার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

একনজরে

- রাসায়নিক বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে তেলের ট্যাংকারের ধাক্কা থেকে দুর্ঘটনা
- একাধিক ট্যাংকারে বিস্ফোরণে ৩০০ মিটার আগুন ছড়িয়ে যায়
- পরপর অন্তত ৪০টি গাড়িতে আগুন লাগে
- বিস্ফোরণের আওয়াজ ১০ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা গিয়েছে

বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বার্তা

খোরপোশের নামে তোলাবাজি নয়

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন রয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসা রোধেও আছে একাধিক কঠোর আইন। বিবাহিত মহিলাদের জন্য রয়েছে আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা। সেইসব আইনকে কাজে লাগিয়েই স্বামীদের চাপে রাখার চেষ্টা করছে স্ত্রীদের একাংশ। বড় অঙ্কের খোরপোশ পেতে অনেক সময় মহিলারা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, নির্যাতনের ভুয়ো অভিযোগ আনছেন। বৃহস্পতিবার এক মামলার শুনানিতে খোরপোশকে কার্যত তোলাবাজিতে পরিণত করার এই প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি বিভি নাগারত্না এবং বিচারপতি পঙ্কজ মেহতার বেঞ্চ জানিয়েছে, হিন্দু ধর্মে বিয়েকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ে কোনও ব্যবসা বা লেনদেনের মাধ্যম হতে পারে না। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, মহিলাদের এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার যে আইনের কঠোর ধারাগুলি তাঁদের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়। এগুলিকে স্বামীদের হুমকি বা টাকা আদায়ের অস্ত্রে পরিণত করতে পারেন না মহিলারা। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ফৌজদারি আইনের ধারাগুলি নারী সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কিছু মহিলা এগুলি অনুচিতভাবে ব্যবহার করছেন। যেটা কাম্য নয়।

আদালত আরও জানিয়েছে, বিচ্ছেদের পর প্রাক্তন স্ত্রী তাঁর প্রাক্তন স্বামীর কাছে খোরপোশ পান। সেই অর্থ বিবাহিত অবস্থার জীবনযাপন বজায় রাখার জন্য দেওয়া হয় না। খোরপোশ দেওয়া হয় বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলা যাতে সম্মানজনকভাবে জীবন কাটাতে পারেন তা নিশ্চিত করতে। বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে মামলাকারী স্ত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর সম্পত্তির অর্ধেক দাবি করছেন। তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, যদি বিবাহবিচ্ছেদের পর প্রাক্তন স্বামী আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখনও কি প্রাক্তন স্ত্রী তাঁর দারিদ্র্যের সমান অংশীদার হবেন?

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর তথ্যপ্রযুক্তিকর্মী অতুল সুভাষের আত্মহত্যা গোটা দেশে আলোড়ন ফেলেছে। অলোক মিত্তল নামে একজন সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে দাবি করেছেন, বিয়ের ৬ মাস পর থেকে তাঁর স্ত্রী আলাদা থাকেন। এখন স্ত্রী তাঁর কাছে খোরপোশ বাবদ মাসে দেড় লক্ষ টাকা ও এককালীন এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। যদিও তাঁর স্ত্রী নিজেও মাসিক ৮০ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করেন। এই ধরনের ঘটনা পরপর প্রকাশ্যে আসার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

আদালত-পর্যবেক্ষণ

- হিন্দু ধর্মে বিয়েকে পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিয়ে কোনও ব্যবসা বা লেনদেনের মাধ্যম নয়
- খোরপোশ বিবাহিত অবস্থার জীবনযাপনের মান বজায় রাখার জন্য দেওয়া হয় না। খোরপোশ দেওয়া হয় বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলা যাতে সম্মানজনকভাবে জীবন কাটাতে পারেন তা নিশ্চিত করতে
- বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে মামলাকারী স্ত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর সম্পত্তির অর্ধেক দাবি করছেন। যদি বিবাহবিচ্ছেদের পর প্রাক্তন স্বামী আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখনও কি প্রাক্তন স্ত্রী তাঁর দারিদ্র্যের সমান অংশীদার হবেন?

হাথরসের পর মিরাট

লখনউ, ২০ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের হাথরসের পর এবার মিরাট। প্রদীপ মিশ্র নামে মিরাটের এক কথাবাচকের অনুষ্ঠানে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী হাজির হয়েছিলেন। শুক্রবার সেই অনুষ্ঠানে আচমকাই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তার জেরে বেশ কয়েকজন পদপিষ্ট হন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন নিরাপত্তাকর্মীরা। আর তার জেরেই ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। মিশ্রের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কেদারেশ্বর সেবা সমিতি। এই ঘটনাই স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে গত জুলাইয়ে হাথরসের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্টের ঘটনার।

টাকা হাতাতে বিয়ের পিঁড়িতে

মোরাদাবাদ, ২০ ডিসেম্বর : কেউ সম্পর্কে ভাই-বোন, কেউ মামা-ভাগ্নি! অভিযোগ, সেই সম্পর্ক লুকিয়ে বিয়ের জন্য আবেদন করেছেন তাঁরা। উদ্দেশ্য, বিয়ের নামে সরকারি প্রকল্পের টাকা এবং উপহার হাতিয়ে নেওয়া। শেষ পর্যন্ত ধরাও পড়ে গিয়েছেন অভিযুক্তেরা। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের ঘটনা। দুঃস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের জন্য সে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী গণবিবাহ প্রকল্প রয়েছে। সেই প্রকল্পের আওতায় নবদম্পতিকে ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সঙ্গে কিছু উপহারও পান নবদম্পতি। অভিযোগ, সেই সব হাতাতেই পরিচয় গোপন করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছিলেন বেশ কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের আবেদন খারিজ করেছে সরকার।

ভাষার দ্বন্দ্বে ভাইরাল পোস্ট

বেঙ্গালুরু, ২০ ডিসেম্বর : 'বেঙ্গালুরুতে থেকে এখনও কন্নড় বলতে পারেন না? চলে আসুন দিল্লিতে। দিল্লি আমার প্রাণ।' সামাজিক মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ নিয়ে গ্রাফিক্সে উল্লেখিত কথাগুলি শেয়ার করেছিলেন কারস২৪-এর সিইও বিক্রম চোপড়া। তাঁর পোস্ট শেয়ার হতে না হতেই ভাইরাল। পোস্টটি দেখেছেন ৪ লক্ষ নেটিজেন। পোস্টটি কেন্দ্র করে এখন নেটিজেন মহল তুলকালাম। বিক্রমের পোস্ট ফের চাগিয়ে তুলেছে হিন্দি-দক্ষিণী আকচাআকচি। একজন লিখেছেন, 'দিল্লি এনসিআর-এর অবশ্যই আকর্ষণ আছে। কিন্তু দিল্লির অপরাধের দিকটাও ভাবতে হবে।' অন্যজনের কথা, 'ভাষা নিয়ে বর্ণবৈষম্যকে তোল্লাই দেবেন না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' এক ব্যক্তির মন্তব্য, 'আমি মনে করি না, ভারতের মেট্রো শহরগুলি সম্পর্কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলার কিছু আছে। শহরের মানুষ ও সংস্কৃতির প্রচার করুন।' একটি লেখায় আছে, 'বিক্রম, কেউ বেঙ্গালুরু ছাড়তে চায় না। এখানে কন্নড় শিখতে কেউ বাধ্য করছে না।' নেটিজেনদের বার্তা বুঝিয়ে দিচ্ছে, বিক্রম চোপড়ার পোস্ট মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে।

এক দেশ, এক ভোটের বিরোধিতায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : 'এক দেশ এক ভোট' ব্যবস্থার সর্বাত্মক বিরোধিতার ডাক দিল কংগ্রেস। তাদের সাফ কথা, এই ব্যবস্থা সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী। শুক্রবার কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত বিল যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিলগুলি সম্পর্কে আমাদের মত স্পষ্ট। এই বিলগুলি অগণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী।'

বৃহস্পতিবার আম্বেদকর বিতর্ক এবং সাংসদদের সম্মুখসমর চলাকালীন 'এক দেশ এক ভোট' সংক্রান্ত দুটি বিল নিয়ে আলোচনার জন্য জেপিসি গঠন করা হয়। শুক্রবার সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হওয়ার আগে রাজ্যসভা এবং লোকসভায় বিল দুটি জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জেপিসিতে লোকসভার ২৭ জন এবং রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদ রয়েছেন। শুক্রবার রাজ্যসভায় জেপিসির সদস্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

বিজেপি সাংসদ পিপি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ৩৯ জন সদস্যের কমিটিতে কংগ্রেসের প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির অনুরাগ ঠাকুরের মতো সাংসদরা রয়েছেন। তবে জেপিসিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হলেও কীভাবে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়া বিলগুলি সংসদে পাশ করানো হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রমেশ। তিনি বলেন, 'বিলগুলি পেশ করার সময় ২৭২ জন সাংসদকে জুটিয়ে উঠতে হিমসিম খেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে সংবিধান সংশোধনের জন্য তারা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কোথা থেকে?'

খেলা নিয়ে গোলমাল, মার বিজেপি নেত্রীকে

গাজিয়াবাদ, ২০ ডিসেম্বর : খেলা নিয়ে গোলমালের জেরে এক বিজেপি নেত্রী এবং তাঁর পরিবারের লোকজনকে মারধরের অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। শুক্রবার সকালে এই ঘটনা ঘটে।

গাজিয়াবাদের লক্ষ্মী কলোনিতে থাকেন বিজেপি নেত্রী ভাবনা বিস্ত। নেত্রীর দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে পাড়ারই কয়েকটি ছেলের সঙ্গে তাঁর সন্তান খেলছিল। সেই খেলার মাঝেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তাঁর সন্তানের ঝামেলা হয়। কিন্তু বিষয়টি পরক্ষণে মিটমাটও হয়ে যায়। দু'পক্ষই পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কিন্তু শুক্রবার সকালে পাড়ারই কয়েকজন বিষয়টি নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন। তারপরই একদল লোক বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে চড়াও হন।

নেত্রীর দাবি, ১০-১২ জন তাঁর বাড়িতে হামলা চালান। তারপর তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের লাঠি এবং রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এই ঘটনায় বিজেপি নেত্রী আহত হন। তাঁর অভিযোগ, পড়শিদের কয়েকজন তাঁকে চড়ও মেরেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

মৃত বেড়ে ১৪

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর : মুম্বইয়ে এলিফ্যান্টা গুহা দেখতে যাওয়ার পথে সমুদ্রে লঞ্চ ডুবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪। এখনও ৭ বছরের একটি শিশুর খোঁজ মেলেনি। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার দুর্ঘটনার পরেই তল্লাশিতে নেমেছে নৌসেনা, উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং পুলিশ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছিল। শুক্রবার ডুবে যাওয়া লঞ্চের আরও এক যাত্রীর দেহ জলে ভাসতে দেখা যায়।

প্রিয়াংকাকে ১৯৮৪ ব্যাগ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : প্যালেস্তাইন এবং বাংলাদেশ নিয়ে ঝোলা ব্যাগ কাঁধে 'ছবি তোলা' প্রতিবাদী মুখ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকে এবার নতুন ব্যাগ উপহার দিল বিজেপি। দলীয় সাংসদ অপরাজিতা সারঙ্গী সংসদের শীত অধিবেশনের শেষদিন, শুক্রবার, '১৯৮৪' লেখা রক্তিম ব্যাগ উপহার দেন। প্রিয়াংকার ঠাকুমা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি হত্যাকাণ্ডের দিন ও তার পরবর্তী শিখ গণহত্যার বছরকে কটাক্ষ করে তাঁকে নতুন ব্যাগ দিলেন বিজেপির লোকসভা সদস্য।

আরও পিছোল সুনীতার ফেরা

ওয়াশিংটন, ২০ ডিসেম্বর : মহাকাশে গিয়ে ফেঁসে গিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। এতদিন জানা ছিল, তাঁরা মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরতে পারেন নতুন বছরের ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) থেকে সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরের ফিরতে আরও দেরি হবে। ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে মার্চের শেষের দিকে স্পেসএক্স ক্রু-১০ মিশনের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরবেন তাঁরা।

এ জীবন কেমন জীবন... রোহিঙ্গার দল শ্রীলঙ্কার ত্রিঙ্কোমালি বন্দরে। পালিয়ে এসেছেন আশ্রয় নিতে। শুক্রবার।

জটিলতা বাড়াচ্ছে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ

ইম্ফল, ২০ ডিসেম্বর : নিরাপত্তার কড়াকড়ি, আধাসেনা-পুলিশের নজরদারির সমান্তরালে হিংসা অব্যাহত মণিপুরে। পরিস্থিতি জটিল করেছে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ। কয়েকসপ্তাহ ধরে মণিপুর সংলগ্ন মায়ানমার সীমান্ত সেদেশের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির দখলে রয়েছে। ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটি রয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, বিদ্রোহীদের চাপে মায়ানমার সেনা পিছু হটায় সেদেশের সীমান্ত অঞ্চল ভারতীয় জঙ্গিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সুযোগ বুঝে তারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ছে। মণিপুরের হিংসায় মায়ানমার থেকে আসা জঙ্গিদের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে সূত্রটির দাবি।

মণিপুর

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ৬৭ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের সাহায্য করছেন রাজ্য পুলিশের ৩০ হাজার কর্মী। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্যের বাহিনীকে সমস্যায় ফেলেছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা। জঙ্গিরা মণিপুরে নাশকতা চালিয়ে আবার মায়ানমারে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে রকেট লঞ্চার, মেশিনগান, স্নাইপার এবং অ্যাসল্ট রাইফেল সহ বিদেশে তৈরি এম১৬এস, এম৪এ১এস এবং একে-৪৭-এর মতো অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

২০১৭-'২০ পর্যন্ত মণিপুরের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ইউমনাম জয়কুমার সিং। তিনি বলেন, 'আমরা গত ১০ বছর ধরে যে জঙ্গিদের কোণঠাসা করে রেখেছিলাম, তারা আবার প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেয়েছে। জঙ্গিদের কেউ কেউ মায়ানমার থেকে ফিরে আসছে, অনেকে ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে।'

গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে জুন্টা সরকারের হয়ে লড়াই করছে মণিপুরের মেইতেই জঙ্গি সংগঠনগুলির একাংশ। তারা উত্তর মায়ানমারের সাগাইং, কাচিন এবং চিন অঞ্চলে পিপলস ডিফেন্স ফোর্স-কালে (পিডিএফ-কে) এবং কুকি ন্যাশনাল আর্মি-বার্মা (কেএনএ-বি)-র মতো জুন্টাবিরোধী বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করছে। মণিপুরে মেইতেইদের সঙ্গে কুকি-জো জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর সেই মেইতেই জঙ্গিদের বড় অংশ রাজ্যে ফিরে এসেছে। অন্যদিকে, কুকি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরাও মায়ানমার থেকে মণিপুরে ঢুকে পড়েছে। তাদের সাহায্য করছে মায়ানমারের কাচিন বিদ্রোহীরা।

বাক্স খুলতেই দেহ, সঙ্গে হুমকি চিঠি

অমরাবতী, ২০ ডিসেম্বর : বাড়িতে এসেছিল বড় একটি বাক্স। মহিলা সেই বাক্স খুলতেই দেখেন, তার ভিতরে রয়েছে মৃতদেহ। পুলিশের দাবি, চার থেকে পাঁচদিন আগে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার ঘটনা। নাগ তুলসী নামে ওই মহিলা ইয়েন্দাগান্দি গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি যে ব্যক্তি তুলসির বাড়িতে ওই বাক্স রেখে গিয়েছেন, খোঁজ চলছে তাঁরও।

তুলসী জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য 'ক্ষত্রিয় সেবা সমিতি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি। প্রথম ধাপে ওই সংগঠনের তরফে তাঁর বাড়িতে কিছু টালি পাঠানো হয়েছিল। এরপরে তিনি আরও কিছু সাহায্যের আর্জি জানান ওই সংগঠনকে। সংগঠনের তরফে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। পরে তুলসীকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানানো হয়, তাঁকে ফ্যান, লাইট, সুইচ দিয়ে সাহায্য করা হবে।

বৃহস্পতিবার রাতে তুলসীর বাড়িতে পাঠানো হয় বাক্স। এক ব্যক্তি বাক্স রেখে জানান, তার ভিতরে বৈদ্যুতিক যন্ত্র রয়েছে। এরপরে বাক্স খুলতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তুলসী। বাক্সের ভিতর রয়েছে একটি দেহ, সঙ্গে রয়েছে একটি চিঠি। সেই চিঠিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখা হয়েছে, '১.৩০ কোটি টাকা না দিলে ফল ভুগতে হবে।' তড়িঘড়ি তুলসী খবর দেন থানায়। পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির বয়স ৪৫ বছরের আশপাশে। চার-পাঁচ দিন আগে খুন করা হয়েছে তাঁকে। ওই সংগঠনের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে।

নাতিকে কাছে পেতে আদালতে অতুলের মা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : ছেলে নেই, তাই নাতিই এখন তাঁর চোখের মণি। বেঙ্গালুরুর আত্মঘাতী তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অতুল সুভাষের মা অঞ্জু মোদি তাঁর চার বছরের নাতিকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে এবার দ্বারস্থ হয়েছেন শীর্ষ আদালতের। যদিও শিশুটি এখনও নিখোঁজ। এই পরিস্থিতিতে অতুলের মা একটি 'হেবিয়াস কর্পাস' আবেদন করেছেন আদালতে। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট শিশুটি সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়ে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং কর্ণাটক সরকারকে নোটিশ দিয়েছে।

গত ৯ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হন অতুল। মৃত্যুর আগে তিনি ২৪ পাতার একটি সুইসাইড নোট লিখেছিলেন। সেই সঙ্গে রেকর্ড করেছিলেন দেড় ঘণ্টার ভিডিও বার্তা। স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়া এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ করেন অতুল। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল। নিকিতা সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরু পুলিশ আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা রুজু করে। নিকিতা, তাঁর মা নিশা এবং ভাই অনুরাগকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

অতুলের শিশুসন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চেয়ে তাঁর মা সুপ্রিম

খোঁজই নেই শিশুর!

কোর্টে দাখিল করা আবেদনে জানিয়েছেন, নাতি কোথায়, তা তিনি জানেন না। তাঁর অভিযোগ, নাতিকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনও তথ্য তাঁকে বা তাঁর পরিবারের কাউকে জানানো হয়নি। অতুলের ভাই বিকাশ কুমার বলেন, 'আমরা এখনও নাতির কোনও সাম্প্রতিক ছবি দেখতে পাইনি। তার নিরাপত্তা আমাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দ্রুত তার হেপাজত চাই।'

পুলিশকে নিকিতা জানিয়েছেন, ফরিদাবাদের একটি বোর্ডিং স্কুলে রয়েছে তাঁদের সন্তান। সে বর্তমানে নিকিতার কাকা সুশীল সিংহানিয়ার হেপাজতে রয়েছে। কিন্তু সুশীল পুলিশকে পালটা জানিয়েছেন, শিশুটি তাঁর কাছে নেই। কোথায় সে আছে তাও তাঁর জানা নেই। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। আদালত তিন রাজ্যের সরকারকে নোটিশ দিয়ে শিশুটির বর্তমান অবস্থান জানতে চেয়েছে।

অতুলের অভিযোগ ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন নিকিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যেরা। নানা ভাবে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিকিতাদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে অতুলের পরিবার। মামলার পরবর্তী শুনানি ৭ জানুয়ারি নির্ধারিত হয়েছে।

ওমপ্রকাশ চৌতালা প্রয়াত

গুরুগ্রাম, ২০ ডিসেম্বর : হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদলের প্রধান ওমপ্রকাশ চৌতালা প্রয়াত হলেন। শুক্রবার গুরুগ্রামে নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেদান্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

ওমপ্রকাশের দুই পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান। স্ত্রী বেঁচে নেই। ২০১৯-এ তিনি মারা গিয়েছেন।

ওমপ্রকাশ চৌতালার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'চৌতালা রাজ্য-রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। দেবীলালের কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।' শোকপ্রকাশ করেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা ভুপেন্দ্র সিং হুডা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

ওমপ্রকাশ চৌতালা রাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। প্রয়াত প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী চৌধুরী দেবীলালের পুত্রের জন্ম হরিয়ানার সিরসা জেলার এক ছোট গ্রামে। পাঁচবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী হন। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে। তখন তিনি জনতা দলে ছিলেন। পরে আইএনডিএল-এ যোগ দেন। প্রথম বিধায়ক হন ১৯৭০ সালে।

সৌদিতে গরমে মৃত ১৩০০ হাজি

রিয়াধ, ২০ ডিসেম্বর : চলতি বছরে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ ও ব্যাপক আর্দ্রতার জেরে হজে গিয়ে ১৩০০-রও বেশি তীর্থযাত্রী মারা গিয়েছেন। ওই সময় তাপমাত্রা ৫১ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জলবায়ুর পরিবর্তনে পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শুষ্ক জলবায়ুর দেশ সৌদি আরব সহ বহু জায়গায় উষ্ণতার সঙ্গে আর্দ্রতার পরিমাণও ভয়ংকর ভাবে বাড়ছে। এবছর হজ চলাকালীন ছ'দিনের মধ্যে ৪৩ ঘণ্টার তাপমাত্রা সহনশীলতার ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সৌদি সরকার বহু জায়গায় বাতানুকূল আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থা সরকারি অনুমতি নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন শুধু তাঁদের জন্য ছিল। তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের বেশিরভাগেরই সরকারি অনুমতি ছিল না। ফলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার সুবিধা তাঁরা পাননি।

গণধর্ষণে বিশ বছর জেল

প্যারিস, ২০ ডিসেম্বর : প্রায় তিন মাস ধরে গণধর্ষণের মামলার শুনানি চলার পর রায় বেরোল। বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের অ্যাভিগন আদালত ৭২ বছরের ডমিনিক পেলিকোটকে এই অপরাধে সর্বোচ্চ সাজা, ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। অভিযোগ, প্রোভেন্সের বাসিন্দা ডমিনিক পেলিকোট মাদক খাইয়ে স্ত্রীকে অচেতন করে প্রায় ১০ বছর নিজে ধর্ষণ করার পাশাপাশি ৫০ জনকে দিয়ে ধর্ষণ করিয়েছেন। রায় বেরোনোর পর উচ্ছ্বসিত সাধারণ মহিলারা। তাঁরা নির্যাতিতা স্ত্রী জিসেল পেলিকোটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে জিসেলের। মামলার রায় শোনার পর জিসেল বলেন, 'ধর্ষণের শিকার নারীদের জানাতে চাই, এটা আমাদের নয়, ওদের লজ্জা।' জিসেল এখন ফ্রান্স সহ গোটা বিশ্বে নারীবাদী আইকন। আদালত সূত্রে খবর, জিসেলকে ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের ২০ হাজার ছবি ও ভিডিও তুলেছিল ডমিনিক পেলিকোট। আইনজীবীরা সেই সমস্ত ছবি ও ভিডিও থেকে আরও ৩০ জন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

বনকর্তাকে চড় হাজতে নেতা

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বর : বন দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ কর্তাকে সপাটে থাপ্পড় মারার অভিযোগে রাজস্থানের এক বিজেপি নেতাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। সঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠকেও একই সাজা দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ওই ঘটনায় দু'জনকেই ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। রাজস্থানের বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক ভবানী সিং রাজাওয়াতের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বন দপ্তরের কর্তা রবিকুমার মীনা। রাজস্থানের বন দপ্তরের ডেপুটি কনজারভেটর ছিলেন তিনি।

গাজায় ইজরায়েলি হানায় নিহত ৭৭

গাজা, ২০ ডিসেম্বর : গাজা অভিযানে রাশ টেনে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে লেবানন ও সিরিয়ায় জোরদার হামলা চালাচ্ছিল ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। তাদের হামলায় অনেকটাই কোণঠাসা লেবাননের হিজবুল্লা গোষ্ঠী। এদিকে প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ সরকারের পতনের সুযোগে সিরিয়া সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির দখল নিয়েছে ইজরায়েলি ফৌজ। সেই কাজ শেষ করে শুক্রবার থেকে ফের গাজার দিকে নজর দিয়েছে তারা। এদিন গাজার বিভিন্ন এলাকায় দিনভর বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। হামলায় কমপক্ষে ৭৭ জন প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ১৭৪ জন। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙে পড়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি।

সাম্প্রতিককালে গাজায় এটাই সবচেয়ে জোরালো ইজরায়েলি অভিযান। বিমান হামলার পাশাপাশি গাজায় নতুন করে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাও। প্যালেস্তিনীয়দের অপর জনবসতি ওয়েস্টব্যাংকেও ঢুকে পড়েছে তারা। বাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গাজায় ফের সক্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টা করছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। জঙ্গিদের কোণঠাসা করতেই সেখানে অভিযান শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে ওয়েস্টব্যাংকেও ঢুকে পড়েছে বেঞ্জামিন

ওয়েস্টব্যাংকে তল্লাশি অভিযানে নেতানিয়াহুর সেনা

নেতানিয়াহুর বাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, এদিন ওয়েস্টব্যাংকের জাবা এবং দেয়ার গাজালা গ্রামে তল্লাশি চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনারা। দুই গ্রামের ৪ বাসিন্দাকে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও এদিন পর্যন্ত ওয়েস্টব্যাংকে সেনা অভিযান নিয়ে ইজরায়েলের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার সুযোগে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। এজন্য দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। একদিকে তিনি গাজা ও সিরিয়া সীমান্ত সংলগ্ন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির দখল করতে সেনাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে, হামাস, হিজবুল্লা ও ইরানকে সামরিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। যাতে ভবিষ্যতে তারা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে। আসাদের পতনের পর সিরিয়া সীমান্তেও ইজরায়েলি সেনা ভালো অবস্থায় রয়েছে। বিদ্রোহী জোট রাজধানী দামাস্কাসে নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। উত্তর ও পূর্ব সিরিয়ায় এখনও চলছে গৃহযুদ্ধ। ফলে সিরিয়া-ইজরায়েল সীমান্ত কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে সিরিয়ার বাফার জোনের দখল নিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। গোটা ঘটনায় নীরব পশ্চিমী দেশগুলি।

যজ্ঞবেদিতেই চায়ের আয়োজন। কুম্ভমেলার শিবিরে নাগা সাধুরা। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

হিংসার শিকার ২০০০ হিন্দু

বাংলাদেশ ইস্যুতে দাবি বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে পালাবদলের পর থেকে লাগাতার হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। হিন্দু সহ একাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জান-মালের ওপর কট্টরপন্থীদের আক্রমণের ঘটনায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ভারতও বিভিন্ন সময় এই ইস্যুতে সরব হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ২২০০টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে। যার বেশিরভাগটাই ঘটেছে ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরে। উলটোদিকে ২০২৪ সালেই ভারতের আরও এক প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনা ঘটেছে মাত্র ১১২টি।

এদিন রাজ্যসভায় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং এমনটাই জানিয়েছেন। হিন্দুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য ঢাকা এবং ইসলামাবাদ দুই প্রতিবেশীর সরকারকেই নয়াদিল্লি বার্তা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী। তিনি দুই দেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনার তথ্য তুলে ধরেন। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই ধরনের ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বিদেশমন্ত্রক। বাংলাদেশের সরকারের কাছে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। ভারত আশা করে, বাংলাদেশ সরকার সেখানে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সবরকমের পদক্ষেপ করবে।' হিন্দু নিপীড়নের ঘটনায় পাকিস্তানের সঙ্গেও বিদেশমন্ত্রক আলোচনা করছে বলে জানানো হয়েছে।

সাউথ ব্লকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার ৪৭টি ঘটনা ঘটেছিল। পরের বছর সেটা বেড়ে হয় ৩০২টি। আর এবছর ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা ২ হাজার ছাপিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে নয়াদিল্লির। উল্টোদিকে ২০২২ সালে হিন্দুদের ওপর ২৪১টি হিংসার ঘটনা সামনে এসেছিল। পরের বছর সেটা কমে ১০৩ হয়। তবে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ছাড়া ভারতের আর কোনও প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনা ঘটেনি বলে বিদেশমন্ত্রক দাবি করেছে।

এদিকে শুক্রবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এএফ হাসান আরিফ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন।

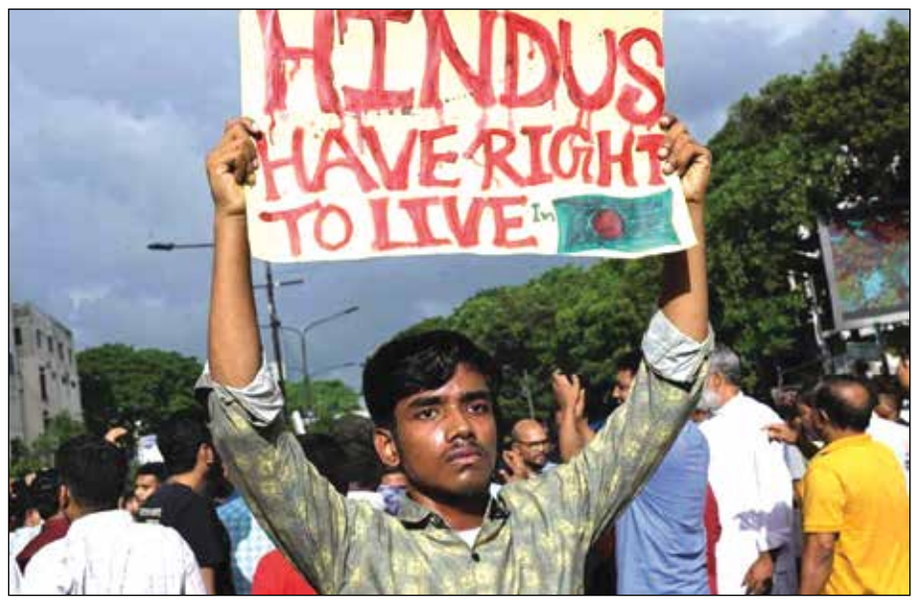

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ। এই ছবি এখন দেখা যাচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশে। - ফাইল চিত্র

রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা পাত্তা দিচ্ছে না কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : প্রথমে এফআইআর। তারপর স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিজেপির আক্রমণ আরও ধারালো হল শুক্রবার। যদিও কংগ্রেস ওই এফআইআর, নোটিশকে পাত্তা দিতে নারাজ। গুরুত্ব দিতে চায়নি আরজেডি, শিবসেনা (ইউবিটি) প্রভৃতি ইন্ডিয়া শরিকরাও। সকলেরই যুক্তি এক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আম্বেদকরকে নিয়ে যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধি প্রতিবাদ করছিলেন বলে গোটা ঘটনা থেকে নজর ঘোরানোর জন্য ওই এফআইআরটি দায়ের করা হয়েছে।

শুক্রবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। কিন্তু অধিবেশনের শেষলগ্নও মকরদ্বারে শাসক-বিরোধীর 'সম্মুখসমর' এবং আম্বেদকরকে অপমান করার অভিযোগ নিয়ে উত্তপ্ত থাকে। বৃহস্পতিবার ধাক্কাধাক্কিতে দুই বিজেপি সাংসদের আহত হওয়ার ঘটনায় রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। অনুরাগ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন, বালাসোরের সাংসদ প্রতাপ সারেঙ্গি এবং উন্নাওয়ের সাংসদ মুকেশ রাজপুতকে ধাক্কা মেরেছেন রাহুল গান্ধি। তাতে ওই দুই সাংসদ জখম হয়েছেন। বিজেপির এই পদক্ষেপের জবাবে শুক্রবার ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'বিজেপির নেতারা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে কীভাবে মামলা করছে সেটা সারাদেশ দেখছে। ওঁরা নতুন এফআইআর দায়ের করেন আর মিথ্যা কথা বলেন। এতে ওঁদের হতাশার পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে।' কেসি বেণুগোপালের মন্তব্য, 'বাবাসাহেবের উত্তরাধিকারকে রক্ষা করতে গিয়ে মামলার মুখে পড়াকে রাহুল গান্ধি সম্মানজনক হিসেবে দেখছেন। এই এফআইআর নতুন কিছু নয়। বরং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধির কড়া প্রতিবাদের ওপর থেকে নজর ঘোরানোর একটি কৌশলমাত্র। বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আগেই ২৬টি এফআইআর দায়ের হয়েছে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে। নতুন এফআইআর দায়ের হলেও আরএসএস-বিজেপির জাতিবিদ্বেষী মানসিকতার বিরুদ্ধে রাহুল কিংবা কংগ্রেসের লড়াই থামবে না।' কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা যে পৃথক মামলা করেছেন তা নিয়ে দিল্লি পুলিশ কেন সক্রিয়তা দেখাচ্ছে না সেই ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলেছেন বেণুগোপাল। এদিকে শুক্রবার রাহুলের বিরুদ্ধে একটি স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশও আনা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বক্তব্যে কাঁচি চালিয়ে তা শেয়ার করার অভিযোগে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ওই নোটিশটি আনেন। রাজ্যসভাতেও অনুরূপ একটি নোটিশ আনা হয়েছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধেও।

যদিও নিজেদের অবস্থানে এখনও অনড় কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি। সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু এদিন বলেছেন, 'সংসদ পৌরুষ জাহিরের জায়গা নয়। পেশিশক্তি একজন ভালো সাংসদের প্রতীক নয়।' তাঁর কথায়, 'রাহুল গান্ধি টি-শার্ট পরে সংসদে এসে একজন বয়স্ক সাংসদকে যদি ধাক্কা মারেন তাহলে সেটা মোটেই পুরুষোচিত নয়।' শীতকালীন অধিবেশন কার্যত ভেস্তে যাওয়ায় সংসদের আগামী বাজেট অধিবেশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার বার্তা দিয়েছেন রিজিজু। এই ব্যাপারে তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানিয়েছেন। তবে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'বিজেপি রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে যে এফআইআর করেছে সেটা বেকার কথা। অমিত শা যেভাবে বাবাসাহেবকে অপমান করেছেন, তা থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।'

> রাহুল গান্ধি টি-শার্ট পরে সংসদে এসে একজন বয়স্ক সাংসদকে যদি ধাক্কা মারেন, তাহলে সেটা মোটেই পুরুষোচিত নয়।
>
> কিরেন রিজিজু

মন্দির-মসজিদ বিতর্ক কাম্য নয় ভাগবত

পুনে ও লখনউ, ২০ ডিসেম্বর : দেশের নানা জায়গায় মন্দির-মসজিদ বিতর্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। বৃহস্পতিবার পুনেতে সহজীবন ব্যাখ্যানমালা অনুষ্ঠানে 'ভারত – বিশ্বগুরু' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাগবত বলেন, 'অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হওয়ার পর কিছু লোক মনে করছেন অন্যান্য জায়গায় এই ধরনের ইস্যুকে সামনে এনে হিন্দুদের নেতা হবেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

রামমন্দির-বাবরি মসজিদ জমি বিতর্কে ইতি টেনেছে সুপ্রিম কোর্ট। অযোধ্যা শান্ত হলেও মন্দির-মসজিদ নিয়ে নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে একাধিক জায়গায়। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে একটি মসজিদে সমীক্ষা চালানোর সময় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। অশান্তির জন্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা। মথুরায় শাহি ইদগাহ মসজিদ ও বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংঘপ্রধানের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

এদিকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা নিয়ে ফের সরব হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মোগল শাসক ঔরঙ্গজেবের বংশধরদের বর্তমান দুরবস্থাকে 'ইতিহাসের ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার' হিসাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঔরঙ্গজেবের বংশধররা এখন কলকাতায় থাকেন। রিকশা চালিয়ে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন। ঔরঙ্গজেব যদি মন্দির ও ধর্মীয় স্থানগুলি ধ্বংস না করতেন তাহলে তাঁর বংশধরদের এমন দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হত না।

ভারতের লগ্নিতে মার্কিন কর্মসংস্থান

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর : প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি টানতে লাল ফিতের ফাঁস আলগা করছে কেন্দ্র। সমান্তরালে বিদেশে লগ্নি বাড়াচ্ছে এদেশের সংস্থাগুলি। গত কয়েকবছরে ভারতীয় বিনিয়োগের বড় অংশ গিয়েছে আমেরিকায়। শুধু ২০২৩ সালেই সেখানে ভারতীয় লগ্নির পরিমাণ ৩.৪ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার ইউএস-ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল (ইউএসআইবিসি)-এ হওয়া এক আলোচনায় এই কথা জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেট্টি।

ভারতীয় সংস্থাগুলির বিনিয়োগ মার্কিনীদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলেও স্বীকার করেন তিনি। 'ভারত-মার্কিন সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি ও সমৃদ্ধি' শীর্ষক আলোচনায় রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমেরিকার বিনিয়োগ ভারতীয়দের জন্য চাকরি তৈরি করছে। এটি বর্তমান ভারতের সবচেয়ে ইতিবাচক দিকগুলির একটি। কিন্তু ভারতীয় বিনিয়োগ আমেরিকানদের জন্যও চাকরি তৈরি করছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই বছর ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমেরিকা সফর অন্যান্য দেশের থেকে বেশি ছিল। আমেরিকায় বাণিজ্য চুক্তি এবং বিনিয়োগের নিরিখেও প্রথমসারিতে ছিল ভারতীয় সংস্থাগুলি। গত বছর আমেরিকায় তারা ৩.৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিল।'

শুধু সিলিকনভ্যালি নয়, টেক্সাসের লৌহশিল্প, ওহাইওর ইস্পাত কারখানা, উত্তর ক্যারোলিনার ইলেক্ট্রোলাইজার, মিনেসোটার খনিশিল্প, পরিষেবা, নিউ জার্সির বায়োটেক, ক্যালিফোর্নিয়ায় কৃষি ও খাদ্য পণ্য থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অত্যাধুনিক কোয়ান্টাম প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ভারতের বিপুল বিনিয়োগের কথা জানিয়েছেন গারসেট্টি।

মাদ্রাসায় জনগণমন তর্কে বিধায়করা

ভোপাল, ২০ ডিসেম্বর : মাদ্রাসাতেও জাতীয় সংগীত জনগণমন গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকারি টাকায় চলা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরও গাইতে হবে জাতীয় সংগীত। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক রামেশ্বর শর্মার এই সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শুরু হল বাগযুদ্ধ। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস বিধায়ক আরিফ মাসুদ বিজেপি নেতার কড়া সমালোচনা করে বলেন, এমন আলটপকা মন্তব্যের আগে রামেশ্বর শর্মার উচিত ছিল মাদ্রাসাগুলো ঘুরে দেখা।

আরিফ মাসুদ বলেছেন, বিজেপি বিধায়ক (রামেশ্বর শর্মা) মাদ্রাসা পরিদর্শন করলে অবশ্যই জানতেন, যে মাদ্রাসার শিশুরা ঝরঝর করে জাতীয় সংগীত আবৃত্তি করে। আরিফ দাবি করেছেন, রামেশ্বর কিন্তু তা পারেন না। একটি ভিডিওর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, রামেশ্বর জাতীয় সংগীতের কথাগুলো গড়গড় করে বলতে পারেন না।

আজব দুনিয়া

পুলিশ যখন সুপারহিরো

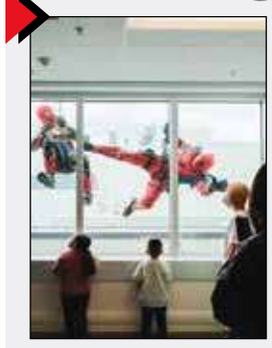

বিপদে-আপদে আমআদমির পরিত্রাতা হয়ে ওঠে পুলিশ। এবার সেই পুলিশকে দেখা গেল সুপারহিরোর পোশাকে। আমেরিকার মন্ট্রিয়ল পুলিশবাহিনীর সদস্যরা সম্প্রতি বিভিন্ন সুপারহিরোর পোশাকে একটি শিশু হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন। স্বপ্নের সুপারহিরোদের বাস্তবে দেখে অসুস্থ শিশুদের হাসি থামে না।

গেটস বড় চাষি

তথ্যপ্রযুক্তির পর এবার কৃষিকাজে মন দিয়েছেন বিল গেটস। আলুচাষের জন্য তিনি ওয়াশিংটনে কিনেছেন ২.৭৫ লক্ষ একর জমি। বর্তমানে তিনিই আমেরিকার সবচেয়ে বড় চাষের জমির মালিক। গেটসের জমির আলু কিনবে ম্যাকডোনাল্ডস।

শতাধিক গৃহহীনের আশ্রয় তামিল দম্পতি

চেন্নাই, ২০ ডিসেম্বর : কেউ নিয়ে খুশি হয়, কেউ দিয়ে। চেন্নাইয়ের তিরুনগরের বাসিন্দা দম্পতি আর জালজা (৬৫) এবং কে জনার্দনন (৭২) এই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ। তাঁদের জীবনযাপনটা 'তুমি আর আমি আর আমাদের সংসার' ছকে চলুক, চাননি তাঁরা। চেয়েছিলেন একা-একা নয়, অনেককে নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও মনের মতো কিছু করা যাচ্ছিল না স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সরকারি চাকুরে হওয়ায়।

সুযোগটা এল '৯৪ সাল নাগাদ। কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগে টানা দু'দশক চাকরির পর স্বেচ্ছাবসর নিলেন জালজা। গড়ে তুললেন দরিদ্র গৃহহীনদের আশ্রয়। বিএসএনএল-এর উচ্চপদস্থ কর্মী জনার্দননেরও ইচ্ছা ছিল স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার। কিন্তু উপকার করতে গেলেও টাকার ব্যাপার! তাই তক্ষুনি আর চাকরিকে তাঁর আলবিদা জানানো হল না। ২০০০ সালে অবসর নেওয়ার পর তিনিও জালজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরোদমে লেগে পড়লেন গৃহহীনদের জন্য স্বপ্নের বাড়ি বানাতে।

প্রথমে নিজেদের দোতলা বাড়ির একতলাটা ছেড়ে দিলেন

গৃহহীনদের জন্য। ছোট হলেও তাতে ছিল শোয়ার ঘর, বসার ঘর, রান্নাঘর এবং শৌচাগার। শুরুতে দু'জন দুঃস্থ মানুষকে থাকার পাশাপাশি খাওয়া-পরারও সুযোগ করে দিলেন দম্পতি। আশ্রিতদের রান্না করে খাওয়ানো থেকে শুরু করে তাঁদের পরিচর্যার কাজ করতেন জালজা। বাকি কাজ করার দায়িত্ব ছিল জনার্দননের। ধীরে ধীরে আশ্রিতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় নতুন বাসভবন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির দিকে ঝুঁকলেন দম্পতি। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে জমি কিনে বাড়ি করলেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র হল তারই একটি তলায়। বর্তমানে দম্পতির আশ্রমে ঠাঁই হয়েছে শতাধিক পরিত্যক্ত বাস্তুহারার।

অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেলেন? এই প্রশ্নের জবাবে জনার্দনন বললেন, 'আমরা যেখানে থাকতাম, সেই এলাকায় প্রচুর বেকার ও ভবঘুরের বাস। প্রতিদিনই অন্তত জনা দশ-পনেরো ভিখারি কড়া নাড়ত বাড়ির দরজায়। অনেকেই এটাকে 'উৎপাত' বলে মনে করলেও আমাদের মনে হত, আচ্ছা এঁদের জন্য কিছু কি করা যায় না? এই বাস্তব পরিস্থিতিই আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল বৃদ্ধাশ্রম শুরু করার।'

জনার্দনন বললেন, 'গোড়ায় দু'জনকে দিয়ে চালু হয় আশ্রমের। তারপর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আরও আট-দশজন জুটে যায়। তবে হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কড়াকড়ি রয়েছে। প্রকৃত দুঃস্থকেই আমরা কেবল আশ্রয় দিই। আর নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে কখনও কিছু করি না। নতুন আবাসিককে জায়গা দেওয়ার আগে দেখে নিই তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় বিছানা, আলমারি, আসবাব অন্যান্য জিনিসপত্রের সংস্থান করতে পারব কি না।'

২০১৬ সালে তামিল দম্পতির তৈরি আশ্রমের যাবতীয় সম্পত্তি দান করা হয় 'ঐশ্বর্যম ট্রাস্ট'কে। জালজা-জনার্দননের সেবামূলক কাজে উৎসাহিত হয়ে শিক্ষক, চিকিৎসক থেকে শুরু করে অনেকেই এগিয়ে আসেন স্বেচ্ছাসেবা দিতে। এছাড়া আর্থিক অনুদান দিয়েও সাহায্য করেছেন অনেকে। তাঁদের দানের টাকায় ২০১৭ সালে 'নেত্রবতী পেইন, প্যালিয়েটিভ কেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই সেন্টারে ৫০টি বিছানা রয়েছে এবং বিনামূল্যে ক্যানসার, স্ট্রোক ও বৃদ্ধ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

ডিসেম্বর মাসের বিষয় : এল যে শীতের বেলা

শীতের সকাল

প্রথম : শোভন রায়
(খাদিমপুর, বালুরঘাট) নিকন জেড৬

জীবিকার জন্য

দ্বিতীয় : ইন্দ্রজিৎ সরকার
(বোড়ডাঙ্গি, গঙ্গারামপুর) রিয়েলমি ৯

জীবন যেমন

তৃতীয় : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

রোজকার সঙ্গী

চতুর্থ : দীপক অধিকারী
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন জেড৩০

কুয়াশায় মোড়া

পঞ্চম : জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
(আমবাড়ি ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ৭৭ডি

সবুজ সুন্দর

ষষ্ঠ : আনসাদ চৌধুরী
(ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর) ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই লাইট ৫জি

ভাপার টানে

সপ্তম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

চিত্র বিচিত্র

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

রোহিত দে, দীপাঞ্জয় ঘোষ, অরিন্দম বিশ্বাস, প্রতীক গড়াই, বর্ষা রায়, কৃষ্ণ দাস, জয়াশিস বণিক, সৌরভ দত্ত, শুচিস্মিতা দাস, শুভ্রজ্যোতি চক্রবর্তী, অমিতাভ সাহা, শুভম ঘোষ, প্রয়াগ ভৌমিক, অভীক রায়, অভিরূপ ভট্টাচার্য, সৌম্যজিৎ সরকার ও দেবজিৎ রায়।

জল চুরির ৩৮৮ ঘটনা

উত্তরবঙ্গে ৪৭ কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু পাইপলাইন ফুটো করে জল চুরির ঘটনা যে ক্রমেই বাড়ছে, তা আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সেই রিপোর্টও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জমা পড়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ৩৮৮টি জলচুরির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ৪৭ জন কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে ২৯ জন ইঞ্জিনিয়ারকে।

দপ্তরের কর্তারা জানতে পেরেছেন, পাইপলাইন ফুটো করে জল বাড়ির বদলে আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, গ্যারাজ, লন্ড্রি প্রভৃতি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জল পরিশোধন করে তা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সরকার এই প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু এইসব বাণিজ্যিক কাজে এই জল

২৯ ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ

ব্যবহার হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে ওই কারখানাগুলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা নিয়েছি, তা আশা করছি পূরণ হয়ে যাবে। যেখানে জলচুরির ঘটনা ঘটেছে, সেইসব জায়গায় কড়া পদক্ষেপ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো কোনওভাবেই এই অসামাজিক কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহ চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। সেই কারণে প্রতি সোমবার বিকেলে নবান্নে দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে মুখ্যসচিব বৈঠকও করছেন। জল চুরি রুখতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জেলা স্তরের কিছু অফিসারের গাফিলতির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তা গত সোমবার নবান্নের বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কেন এলাকা পরিদর্শন না করে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসাররা মনে করছেন, শুধুমাত্র দপ্তরের কর্মীরা নন, এই কাজে যুক্ত ঠিকাদারদের একাংশও এই অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই কারণেই এই সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থা পাইপলাইন ফুটো করে জল নিতে পেরেছে। সেইমতো অভিযুক্ত ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। কিন্তু দপ্তরের অফিসারদের একাংশের মতে, পাইপলাইন ফুটো করে কানেকশন লাগিয়ে জল নেওয়া সাধারণ কারও পক্ষে অসম্ভব। এই কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মদত ছাড়া তা সম্ভব হয়নি। ফলে এই ঘটনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশ যে যুক্ত, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সমরেশ স্মারক বক্তৃতা

নবকুমারের মুখে বাবার জীবনবোধ

এনবিইউতে মধ্যমণি নবকুমার বসু।

আবদুল্লা রহমান

বাগডোগরা, ২০ ডিসেম্বর : বাস্তব জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং অন্তর ও বাইরের জগৎকে এক করে মানবজীবনের পূর্ণ স্বরূপকে খোঁজাই সমরেশ বসুর সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। এই ভাষায় বাবার সৃষ্টির বিশ্লেষণ করলেন সমরেশ-পুত্র নবকুমার বসু। যিনি সাহিত্যজগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর কথায়, মধ্যবিত্তের আশ্রয়হীনতা, প্রতিপত্তিবিহীন সাধারণ মানুষের লড়াই, বাঁচার অধিকার ইত্যাদি ছিল সমরেশের সাহিত্যের বিষয়।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ শুক্রবার সমরেশ বসু স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছিল। বিভাগীয় প্রধান ডঃ মঞ্জুলা বেরার বিশেষ আমন্ত্রণে সেই বক্তৃতায় আসেন সমরেশ-পুত্র নবকুমার বসু। যেখানে ভাষণে বাবার লিখিত 'নিজেকে জানার জন্য' প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে নবকুমার মনে করিয়ে দেন, 'সাহিত্যের যা কিছু দায়, সে তো জীবনের কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়- এই সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না।'

তাঁর কথায়, 'সাহিত্য মানুষের অপ্রকাশিত ও পুঞ্জীভূত ভাবনাকে বিকশিত করে। মানব জীবনের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ইত্যাদি সবই সাহিত্যের উপজীব্য। সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনের সূচনা এই জীবনবোধেরই দান। তাঁর কথাসাহিত্যে যে দিগন্ত বারে বারে উন্মোচিত, তা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার, চেতনার, উপলব্ধির স্বকীয় বার্তা বহন করে। তিনি লেখেন জীবনকে জানার জন্য।'

বাবার এই বোধ তাঁর ঠাকুমা শৈবালিনীর কথা থেকে সঞ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন নবকুমার। যিনি ভাষণে জানান, সমরেশের মা শৈবালিনী গুছিয়ে ব্রতকথা ও গল্প শোনাতে পারতেন। ফের সমরেশের 'নিজেকে জানার জন্য' প্রবন্ধের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'শৈশবে মায়ের কাছে শোনা সেই সব গল্পই বাবার সৃষ্টির মূল প্রেরণা।'

সমরেশ-পুত্র উদাহরণ দিয়ে বোঝান, অনেক চড়াই উতরাই ভেঙে তাঁর বাবাকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সারিতে উত্তরিত করতে হয়েছিল। যাঁর লেখক হিসেবে দ্বিতীয় সত্তা কালকূট ছদ্মনামে। যে পর্বে তাঁর অনেক কালজয়ী রচনার সৃষ্টি। নানা বিতর্ক-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সেই সাম্যবাদী চেতনা ও অন্যদিকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা তাঁর জীবনবোধকে আলোড়িত করেছিল।

তাঁর সাহিত্য স্রোতে তাই মানুষের অভিযাত্রার ইতিহাস বলে উল্লেখ করেন নবকুমার। স্মারক বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক উর্বী মুখোপাধ্যায়, হাসনারা খাতুন, প্লাবন সিংহ, শর্মিষ্ঠা পাল, আশিস রায় প্রমুখ। সভামুখ্য ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়।

ফের বন্ধ লাচেন, ধসে রাস্তার ক্ষতি

সানি সরকার

রংমা রেঞ্জে এখানেই ধসে বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা। শুক্রবার।

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে বড় ধাক্কা সিকিম পর্যটনে। ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল উত্তর সিকিমের লাচেন। শুক্রবার সকালে চুংথাং-লাচেন রুটে রংমা রেঞ্জ এলাকায় ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় গাড়ি চলাচল। আটকে পড়েন বহু পর্যটক। তবে রাস্তাটি কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচলের উপযুক্ত করে এদিন সন্ধ্যায় তাঁদের গ্যাংটকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে দাবি সিকিম পর্যটন দপ্তরের। পুরোপুরি হাল ফেরাতে অন্তত তিন সপ্তাহ লাগবে, জানা গেল প্রশাসনিক সূত্রে। অর্থাৎ ততদিন পর্যটকদের আনাগোনা বন্ধ থাকবে। ঝুঁকি এড়াতে রাস্তাটি যান চলাচলের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পারমিট দেওয়া হবে না বলে এদিন রাতে জানিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১০ ডিসেম্বর পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল লাচেনের দরজা। তুষারপাত শুরু হতেই পর্যটকদের ঢল নামে উত্তর সিকিমে। দিন-দিন ভিড় এতটাই বাড়ছিল যে, লাচুং ও লাচেনে হোটেলে জায়গা দেওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় এক বছর পর হাসি ফেরে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখে। কিন্তু আবার ছন্দপতন। এদিন সকালে রংমা রেঞ্জ এলাকায় বিপত্তি ঘটে। ধস নেমে বন্ধ হয়ে যায় চুংথাং-লাচেনের মধ্যে যান চলাচল। যাঁদের এদিন গ্যাংটকে ফেরার কথা ছিল, ধসের আগে যাঁরা লাচেন গিয়েছিলেন ও পরে ফেরার পরিকল্পনা করেছিলেন, প্রত্যেকে আটকে পড়েন। রাস্তা বন্ধ হওয়ার খবর শুনতেই আতঙ্ক ছড়ায় পর্যটকদের মধ্যে। যদিও রাস্তাটির কোনওরকম মেরামতি সেরে সন্ধে নাগাদ তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করে প্রশাসন। দুর্গম কাছাকাছি পর্যটককে বের করে আনা হয়েছে বলে পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর।

এই ঘটনার জেরে পর্যটকদের মতো হতাশার সুর পর্যটন ব্যবসায়ীদের গলায়। এর মূল কারণ, রাস্তা সারাইয়ের ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ সময় লাগা এবং পারমিট দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত। যাঁদের ইতিমধ্যে পারমিট ইস্যু করা হয়েছে, তাঁরাও রাস্তা বন্ধ থাকার কারণে যেতে পারছেন না। এদিনই গ্যাংটকে পৌঁছেছেন বাগুইআটির কৌশিক মান্না। শনিবার তাঁর লাচেন যাওয়ার কথা ছিল। বলছিলেন, 'শুনেছিলাম এখন কোনও সমস্যা নেই এবং প্রায় দিন তুষারপাত হচ্ছে। তাই এলাম, কিন্তু কপাল খারাপ।'

হতাশ হলেও রাস্তাটি এবার শক্তপোক্তভাবে তৈরি করা উচিত, দাবি পর্যটন ব্যবসায়ীদের। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'আমরা চাইছি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। অন্যথায় পর্যটকদের কাছে ভুল বার্তা যাবে।' ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর ক্ষোভ, '১০ দিন যেতে না যেতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যটনে বড় ধাক্কা।'

বন দপ্তরের নির্দেশে বক্সায় বুকিং বাতিলের হিড়িক

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২০ ডিসেম্বর : সামনেই ইংরেজি নতুন বছর ও বড়দিন। বছরের এই দুই মেগা ইভেন্টেই পর্যটক হারাচ্ছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। উত্তরবঙ্গজুড়ে যেখানে পর্যটকের ভিড় সামাল দিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন ব্যবসায়ীরা সেখানে বক্সায় যেন শ্মশানের নীরবতা। এদিকে, গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায় বহাল থাকায় বক্সায় পর্যটকদের রাত্রিযাপন বন্ধের খবরে পর্যটকদের বুকিং বাতিলের হিড়িক পড়েছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের রিসর্ট, হোমস্টে বন্ধের উপর হাইকোর্টের স্টে অর্ডার উঠে যেতেই ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের আগের রায় কার্যকর হওয়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে গোটা বক্সা টাইগার রিজার্ভের পর্যটন ব্যবসায়ী মহল।

আপাতত আগামী ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত বুকিং বাতিল থাকলেও অনিশ্চয়তা কাটছে না পর্যটন ব্যবসায়ী মহলের। আপাতত ২৩ ডিসেম্বরে হাইকোর্টের শুনানির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের। এই টাইগার রিজার্ভে সব মিলিয়ে ১৫০টির মতো হোটেল, রিসর্ট এবং হোমস্টে রয়েছে। পর্যটন ব্যবসায় যুক্ত রয়েছেন ১০ হাজারের বেশি মানুষ।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি ডঃ হরিকৃষ্ণন পিল্লের কথায়, 'আমরা আদালতের নিয়ম মেনেই এগোচ্ছি। সেই মোতাবেক সমস্ত হোটেল, রিসর্ট, হোমস্টে মালিকদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই নোটিশ মানতে নারাজ বক্সার বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা। ব্যবসায়ীদের একাংশ দাবি করছে, তাঁদের যে নোটিশ ধরানো হয়েছে তা কোর্টের অবৈধ ঘোষণা।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সীর অভিযোগ, 'হাইকোর্টে গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায়ের শুনানি চলাকালীন হাইকোর্ট এমন কোনও লিখিত নির্দেশ দেয়নি যে, বক্সায় রিসর্ট বা হোমস্টেগুলিতে রাত্রিযাপন একেবারে বন্ধ রাখতে হবে। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ গাজোয়ারি করে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে খেলা শুরু করেছে। তবে আমরা আপাতত ২৩ তারিখের দিকে তাকিয়ে আছি।'

শুক্রবার বক্সা, জয়ন্তীতে বেড়াতে এসে পর্যটকদের নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তার ওপরে রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ হওয়ার জেরে ২৩ ডিসেম্বরের পরেও নতুন করে বক্সার কোনও এলাকাতেই হোমস্টে বা রিসর্টে বুকিং করার সাহস পাচ্ছেন না পর্যটকরা। পরিবর্তে তাঁরা বেছে নিচ্ছেন লাটাগুড়ি, গরুমারা, ঝালং, বিন্দু, জলদাপাড়া, চিলাপাতার মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো।

আদিবাসীদের সমস্যা শুনতে ৪ মন্ত্রীর টিম

শুভজিৎ দত্ত ও সুশান্ত ঘোষ

আদিবাসী জনজাতিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মন্ত্রীরা। শুক্রবার ভগৎপুরে।

নাগরাকাটা ও মালবাজার, ২০ ডিসেম্বর : আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গিয়ে বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতিদের সমস্যা শোনার কাজ শুরু করল রাজ্যের চার আদিবাসী মন্ত্রীর টিম। শুক্রবার তারা কাজটি শুরু করে নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগান থেকে।

এই টিমে রয়েছেন আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু ও খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। এদিন ভগৎপুর বাগানে তাঁরা রীতিমতো শিবির করে ওরাওঁ, মুন্ডা, নায়েক, সাঁওতাল, অসুর, বড়াইক, মাহালি, সবর, গঞ্জু, লোহরা সম্প্রদায়ের মতো আরও কিছু আদিবাসী সামাজিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের থেকে তাঁদের দাবিদাওয়া ও অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন। সেসব নোটও করে নিতে দেখা যায় মন্ত্রীদের। বিকেলে যান মালবাজারের মিনগ্লাস চা বাগানে।

উপনির্বাচনে আদিবাসীবহুল মাদারিহাটকে আসনটি বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে চা বলয়ে শাসকদলের লক্ষ্য যে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোট এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছি। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং সহ দক্ষিণবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতেও ধাপে ধাপে যাব। যেসব দাবিদাওয়ার কথা উঠে আসছে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করা হবে।'

ভগৎপুর চা বাগানের জমায়েতে থেকে এদিন উপস্থিত সবকটি আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদেরই তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাবলু মাঝি ডুয়ার্স-তরাইয়ের জন্য আলাদা আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ডের দাবির কথা জানান। মুন্ডা সমাজের প্রতিনিধি মনোজ মুন্ডার বক্তব্য, বর্তমানে গোটা রাজ্যের জন্য যে আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ড রয়েছে সেখানে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে উত্তরবঙ্গের কাউকে মনোনীত করা হোক।

নায়েক সমাজকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজিত নায়েক জানান, আদিবাসীদের মধ্যে লোহারা, ঘাসি, মাহালি ও নায়েকরা একই জনগোষ্ঠীর। যদিও অন্য ৩টি গোষ্ঠী তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি পেলেও নায়েকরা আজও তপশিলি জাতি হয়েই থেকে গিয়েছে। এর ফলে যে ধরনের সংরক্ষণের আওতায় আসার কথা তা থেকে আমরা বঞ্চিতই থেকে গিয়েছি। এর ফলে নতুন প্রজন্মের ক্ষতি হচ্ছে। সাঁওতাল সমাজের পক্ষে রবি হাঁসদা ডুয়ার্সে বীর আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সিধো-কানহোর মূর্তি স্থাপনের দাবি জানান।

আদিবাসী সবক'টি জনগোষ্ঠীই রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দিতেও করার জোর সওয়াল করেন। এর সপক্ষে তাঁদের যুক্তি, চা বাগানের আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েরা হিন্দিমাধ্যমে পড়াশোনা করে। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, পুলিশ, খাদ্য দপ্তর সহ অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র থাকায় কেউ বুঝতে না পেরে কার্যত সাদা খাতা জমা দিয়ে চলে আসে। জনগণনায় আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম সারনার আলাদা কোড চালুর জোরালো দাবির কথাও উঠে আসে এদিন। এ ব্যাপারে সারনা ধর্মাবলম্বীদের সংগঠনের পক্ষে ভগবানদাস মুন্ডা বলেন, 'এটা অত্যন্ত জরুরি। এক সময়ে কিন্তু সারনার আলাদা ধর্ম কোড ছিল।'

যদিও বুলু জানিয়েছেন, সারি ও সারনা দুই ধর্মেরই আলাদা কোড চালু নিয়ে বিধানসভায় বিল পাশ করে তা কেন্দ্রের কাছে এক বছর আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লি থেকে বিষয়টি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য দেখা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে, ডুয়ার্সে মানুষ-বন্যপ্রাণীর সংঘাত নিয়ে বনমন্ত্রী বলেন, 'বনকর্মীরা এই সংঘাত কমাতে ২৪ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদেরও বিষয়টি নিয়ে এলাকায় সচেতন করার আবেদন জানানো হচ্ছে। দেখা গিয়েছে এই সব এলাকায় বুনোদের হামলায় যতগুলি মৃত্যু হয়েছে তার ৮০ শতাংশই মদ্যপ থাকার কারণে। এই বিষয়টি নিয়েও সবার সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।'

এদিন নাগরাকাটার কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ চা শ্রমিক নেতা সঞ্জয় কুজুর। মীনগ্লাস চা বাগানে গিয়ে আদিবাসী উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন মন্ত্রীরা। বিজেপিকে বিঁধে বক্তব্য রাখেন তাঁরা।

চিকেন নেক নিয়ে শাহি সতর্কতা

প্রথম পাতার পর

পরবর্তীতে তাঁর সংযোজন, 'নেপাল অউর ভুটান কি সাথ বিশ্বাস ভি হ্যায়, বিরাসাত ভি হ্যায়, মিত্রতা ভি হ্যায়।'

এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসলে বোঝাতে চেয়েছেন প্রতিবেশী এই দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের উচ্চপর্যায়ের সমন্বয়ের কথা। যা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে নেই। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে 'চুন চুন কর খাদানকে হাওয়ালে করনে কি সংকল্প লেনা হ্যায়' মন্তব্য, বর্তমান প্রেক্ষিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এসএসবির বিভিন্ন প্রশংসাযোগ্য কাজের কথাও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'এসএসবির জন্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড এখন মাওবাদীমুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের চোরাচালান, মাদক কারবার, মানব পাচারের মতো ঘটনা কমেছে।' গত এক বছরে কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্য মিলেছে, সেই পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন তিনি। এদিন একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও সূচনা করেন। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এসএসবির প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পর্যালোচনা বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন গোয়েন্দা প্রধানের পাশাপাশি এসএসবির মহানির্দেশক অমৃতমোহন প্রসাদ সহ বিভিন্ন বাহিনীর শীর্ষকর্তারা। এই বৈঠকেই সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি, নজরদারি সহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার পরামর্শ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এমন বৈঠক তিনি নর্থ ব্লকেই করতে পারতেন। কিন্তু বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় বৈঠকটি করে মুহাম্মদ ইউনূসের তদারকি সরকারকে বার্তা দিতে চেয়েছে ভারত।

দুই জোড়া কুম্ভ স্পেশাল

কোচবিহার, ২০ ডিসেম্বর : কুম্ভের জন্য পুণ্যার্থীদের সুবিধায় কামাখ্যা ও নাহরলগুন স্টেশন থেকে টুন্ডলা স্টেশনের মধ্যে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, কুম্ভ যাত্রীদের সুবিধায় এই স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৫৬১১ (কামাখ্যা-টুন্ডলা) ট্রেনটি ৯ ও ২৫ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৫টায় কামাখ্যা থেকে রওনা হয়ে পরের দিন সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে টুন্ডলা পৌঁছাবে।

টাকা লুটে গ্রেপ্তার তিন

কিশনগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জের পুঠিয়া থানার ঠাকুরগঞ্জে গাঁট লাখ ২৫ হাজার টাকা লুটের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে এক লাখ ১১ হাজার ৯০০ টাকা। ধৃতরা হল মহম্মদ ইউনুস, মহম্মদ জিয়াবুল, মহম্মদ হাসিবুল হক। পুলিশ লুটে ব্যবহৃত বাইকটি উদ্ধার করেছে বলে পুলিশ সুপার সাগর কুমার শুক্রবার সন্ধ্যায় জানান। ঘটনায় এক ফেরারের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে এসপি জানান। শনিবার ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ জানায়, ১৭ ডিসেম্বর এক গবাদিপশু ব্যবসায়ী রাজগঞ্জ থেকে কোনাবো সেরে ফিরছিলেন। তখন দুটি বাইকে চার দুষ্কৃতী পুঠিয়ার পানবাড়ি ডাঙ্গি বস্তির বাঁশঝাড়ের কাছে তাঁকে দাঁড় করিয়ে মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ধরে ওই টাকা লুট করে পালিয়ে যায়। ঘটনায় পুলিশ সুপারের নির্দেশে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মঙ্গলেশকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে তদন্তকারী দল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে।

তোপ তৃণমূলের

প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করলেও অধ্যক্ষের চা চক্র অবশ্য ঐক্যবদ্ধভাবে বয়কট করে 'ইন্ডিয়া'র শরিকরা। যে চা চক্রে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বিরোধীদের অভিযোগ, সংসদে তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ না দেওয়া ও অধ্যক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে অধিবেশন শেষে চা চক্রের আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিল না বিরোধীরা। এতে অবশ্য কংগ্রেস এবং তৃণমূলের একই অবস্থান ছিল।

তবে অধিবেশন ভেস্তে যাওয়া প্রসঙ্গে সুদীপ বলেন, 'এক দেশ, এক নির্বাচন বিলটি লোকসভায় উপস্থাপন করা ছাড়া বিজেপি যেমন কিছু করেনি, কংগ্রেস তেমনই শুধু প্রিয়াংকা গান্ধিকে উপস্থাপন করেছে। অধিবেশন না চলার ব্যর্থতার দায় যেমন সরকারপক্ষ ও প্রধান বিরোধী দল এড়িয়ে যেতে পারে না। এরকম অধিবেশন ভাবা যায় না।'

সুদীপের অভিযোগ, 'বিরোধী দলনেতা বা বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস ঠিকঠাক কক্ষ সমন্বয় করতে পারছে না। এ কথা আমি রাহুলকে সরাসরি জানিয়েছি।' 'ইন্ডিয়া' জোটের কোনও বৈঠকের কথা সমাজবাদী পার্টি বা তৃণমূলকে সময়ে জানানো হয়নি।'

এমনকি 'ইন্ডিয়া' জোটের মিছিল সম্পর্কেও আগাম কোনও তথ্য বা আমন্ত্রণ তৃণমূল না পাওয়ায় অংশ নিতে পারেনি বলে সুদীপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শুক্রবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা সংসদের গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় প্রতিবাদে বিরোধী সাংসদরা 'জয় ভীম' স্লোগান দিতে থাকেন।

১০টি ঘর ছাই

কিশনগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জের পুঠিয়া ব্লকের পাহাড়কাট্টা থানা এলাকার দামলবাড়ি গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে অগ্নিকাণ্ডে জ্বলে সর্বস্বান্ত চারটি পরিবার। জানা গিয়েছে, ১০টি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। প্রথমে স্থানীয়রাই আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন। এরপর পুঠিয়া ও ইসলামপুর থেকে দুটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে ১০টি ঘর, একটি মুদির দোকান, চারটি ছাগল, দুটি গোরু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রচুর সামগ্রী।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুঠিয়া থানার বিধায়ি আইসি নিশাকান্ত কুমার ও পাহাড়কাট্টা থানার আইসি চন্দন কুমার। দমকলকর্মীরা জানিয়েছেন, আগুন লাগার কারণ এখন অজানা। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান শুক্রবার জানিয়েছেন আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য করা হবে।

স্বামীর দাহ খরচ

প্রথম পাতার পর

এরপর মিনুকে নিয়ে তাঁরা চলে আসেন জেলা হাসপাতালে। সেখানে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেন দেহ ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত পুলিশকর্মীও। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এদিন সকালে আসার পর তাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া মিনু কান্নায় ভেঙে পড়েন। বললেন, 'পাড়ার এই ছেলেরাই এখন আমার সন্তান।' সজলরা বললেন, 'ওঁর পাশে আমরা রয়েছি। উনি যদি চাকরি চান, তাহলে সেই ব্যবস্থাও আমরা করে দেব।' এরপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্তের পর সন্ধ্যার দিকে কিরণচন্দ্র শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। স্বামীর মুখাগ্নি করার পর মিনু বললেন, 'স্বামীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে, সেই আশাটাও একসময় আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।' সবমিলিয়ে, পাড়ার মানুষের মানবিকতায় কিছুটা হলেও ভরসা পেলেন বছর চল্লিশের এই মহিলা।

উত্তপ্ত নার্সিংহোম

প্রথম পাতার পর

এরপরই ভোর পাঁচটার দিকে মারা যায় ওই শিশু।'

ভোর ছটার দিকে ওই চিকিৎসক আসেন। এদিকে, গোটা ঘটনায় চিকিৎসক ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ভোর থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে ক্ষোভ দেখাতে থাকে ওই পরিবার। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, 'চিকিৎসক ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায় এড়াচ্ছে, তাহলে কার জন্য আমরা সন্তান হারালাম, সেটা আমরা না জেনে ছাড়ব না।'

চিকিৎসক পীযূষ রায় দাবি করেন, 'ফোনে চিকিৎসক অর্ঘ্য সেনের সঙ্গে পরামর্শ করেন নার্সিংহোমে রাতে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক। সেভাবেই চিকিৎসা হয়। অত ছোট শিশুর মৃত্যুতে আমরাও দুঃখিত।' অবশেষে দেহ নিয়ে ওই পরিবারের সদস্যরা চলে যান।

নতুন উপাচার্য

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য পদে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে মনোনীত করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার তিনি রফিকুলকে নিয়োগপত্র দেন। অধ্যাপক রফিকুলের নাম সুপারিশ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সার্চ কমিটি।

আজ ফলাফল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : সরকার পোষিত মাদ্রাসাগুলির জন্য মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ১৭২৯ পোস্টে সহকারী শিক্ষকের পরীক্ষা নিয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কমিশনের ওয়েবসাইট www.wbmsc.com -এ ওই পরীক্ষার রেজাল্ট দেখা যাবে।

মোদির বঞ্চনা মমতার তাস, ডিএ'র বৃদ্ধি ভুলে যান

প্রথম পাতার পর

১৯৭১-এর অমীমাংসিত সমস্যার নিষ্পত্তি মানে কী? কত কিছুই তো অজানা থেকে যায়। একাত্তর তো মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তর মানে তো পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অমীমাংসিত সমস্যা মোটেও নাকি সে ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া!

আরও জানার উদাহরণ অনেক! গত বছর বড়দিনের উদ্বোধনী মঞ্চে ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সবাই আশায় ছিলেন, এবারও করবেন! করেননি। সরকারি কর্মীদের এই জ্বলন্ত সমস্যাটি নিয়ে বিজেপি কিন্তু 'স্পিকটি নট'। বঙ্গের পদ্ম নেতাদের পীড়াপীড়িতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বরাদ্দ আটকে রেখেছে নয়াদিল্লি। তৃণমূল সেই সুযোগে মানুষকে বুঝিয়েছে, ভোট না পেয়ে ভাতে মারতে চায় বিজেপি।

এর মধ্যে আবার নতুন চাল তৃণমূল নেত্রীর। কেন্দ্র না দিক, মমতার সরকার রাজ্যের কোষাগার থেকে আবাস যোজনায় বরাদ্দ দেওয়া শুরু করেছে। কোটি কোটি টাকা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সৌজন্যে মহিলা ভোটব্যাংক মজবুত করার পর লক্ষ্য এখন গ্রামের একেবারে গরিবদের সমর্থন। সংখ্যালঘুদের ভোট তো ঝুলি উপচে পড়েছে। কেন্দ্রের 'বঞ্চনা' বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুরুপের তাস হয়ে এল।

তাতে কোষাগার ফাঁক হয় হোক, ২০২৬-এ ফের রাজত্ব নিশ্চিত করতে হবে তো! এরপর আরও দু'দফায় আবাসে মুখ্যমন্ত্রীর বরাদ্দের ঘোষণা ধরলে ২০২৫-এর মধ্যে মাথার ওপর ছাদ পাবে ২৮ লক্ষ পরিবার। সরকারি পরিসংখ্যানে বাংলায় গৃহহীন পরিবার ৩০ লক্ষ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও বাংলার বাড়ি মিলিয়ে উপভোক্তার সংখ্যা রাজ্যের মোট ভোটারের হিসাবে ফেললে সেই হার হয় ৪০ শতাংশ। শুধু হিন্দুত্ব নিয়ে যার মোকাবিলা বড়ই কঠিন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি জানার বাকি যে কথাটি, তা হল কোন গৌরী সেন এত টাকা দেবে মমতাকে? হিসাব কষলে বুঝবেন, মহিলাদের সপ্তাহই রাখতে ও গরিবের মাথাগোঁজার ঠাঁই দিতেই বছরে খরচ হবে ৫০ হাজার কোটি টাকা। তারপর কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, রূপশ্রী, কৃষকবন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদি আছে। যাতে উজাড় হয়ে যাবে রাজকোষাগার। হোক না! প্রমাণের ভোট নিশ্চিত যে। ডিএ না দিলে বড়জোর সরকারি কর্মচারীদের অসন্তোষ বাড়বে।

যা সংক্রমিত হতে পারে মধ্যবিত্তদের মধ্যে। সন্ধ্যায় টিভির পর্দায় যা নিয়ে নিত্য কলতলার ঝগড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যার প্রভাব কিংবা অসন্তোষ শহর ডিঙিয়ে গ্রামে যাবে না। চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাংলার বাড়ি। এই সহজ, সরল অঙ্কটাও নতুন করে জানলাম বলুন। নতুন করে জানার, শেখার কি শেষ আছে! কে না জানে নির্বাচনে আজকাল কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে নুনের মতো। না থাকলে হয় না। তাই বলে সমবায়ের ভোটেও? কথিতে সমবায় সমিতির নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে দিল আদালত। শুধু কি সমবায়ের ভোট, ডাক্তারবাবুদের ভোট হল বাউন্সারের কড়া পাহারায়। ভাবুন একবার, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) পশ্চিমবঙ্গ শাখার নির্বাচনে মোতায়েন হয়েছিল একদল বাউন্সার। আরও কত কিছুই যে দেখার বাকি।

আমরা নাকি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। নির্বাচন করাতে সশস্ত্র বাহিনী লাগলে অবাধ ভোটাধিকারের 'গর্ব' কেমন পানসে লাগে! লাগুক, কার কী! নাহলে গণতন্ত্রের মন্দির সংসদ ভবনে কী রক্ত ঝরে! সংসদের মাথা ফাটে। ২০০১-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবা ও জইশ-ই-মহম্মদের হামলায় নয়। ২০২৪-এ বৃহত্তম গণতন্ত্রের সংসদ রক্তাক্ত হল সাংসদদের ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তিতে।

একজন মহিলা সাংসদ আবার কার্যত অভব্যতার অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে, যিনি কি না নেহরু-গান্ধি পরিবারের উত্তরসূরি রাহুল গান্ধি। ঠিক কী হয়েছে, জানা নেই। যদি হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমাহীন। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সংসদের গরিমা ধুলোয় মিশতে বাকি নেই। আরও নতুন কথা শুনবেন! কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি কেমন অনায়াসে বলে দেন, লিভ-ইন সম্পর্ক ও সমলিঙ্গ বিয়ে সমাজকে ধ্বংস করে দেবে। যেন মিলে গেল ইরানের সর্বোচ্চ নেতা, কট্টর মৌলবাদী আয়াতোল্লা আলি খোমেইনির সুরের সঙ্গে। যিনি সদ্য নিদান দিলেন, 'পুরুষের দায়িত্ব পরিবারের ব্যয়ভার সামলানো। মহিলাদের দায়িত্ব সন্তান মানুষ করা।' যিনি বলেন, 'মেয়েরা ফুলের মতো।' অথচ তাঁর দেশে হিজাব না পরায় জেলে অত্যাচারে প্রাণ হারান মাহসা আমিনি। এই তো সেদিন হিজাব না পরে অনলাইন কনসার্টে গান গাওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে পারাসতু আহমাদিকে।

'দেখো রে নয়ন মেলে/ জগতের বাহার...।'

ডা. মৃত্যুঞ্জয় রায় ক্লিনিক
এখন ডাক্তারবাবু বসছেন নতুন ঠিকানায়
হাঁটু এবং হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন
লিগামেন্ট-এর মাইক্রোসার্জারি
৫ ইয়েলো হাউস, হরেন মুখার্জি রোড, শিলিগুড়ি
Time: 9am to 11am & 7pm to 11pm
70015-26635 / 98308-08586

নিয়োগের রেজোলিউশন কাউন্সিলে

দশ বছর ধরে প্রিন্সিপাল নেই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ ডিসেম্বর : দশক পেরিয়ে গেল, তবুও ফাঁকা পড়ে প্রিন্সিপাল পদ। ইসলামপুর কলেজ পরিচালনায় ভরসা টিচার ইনচার্জ। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন টিচার্স কাউন্সিল। প্রিন্সিপাল নিয়োগ করতে রেজোলিউশন নিয়েছে কাউন্সিল। জানা গেল, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বৈঠকে বসে রেজোলিউশন নেওয়া হয়। তারপর কলেজ গভর্নিং বডিকে জানিয়ে দেওয়া হয় সেই কথা। শুক্রবার এ প্রসঙ্গে গভর্নিং বডির সভাপতি তথা ইসলামপুরের বিধায়কের ছেলে ইমদাদ চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হলে প্রথমে তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাব ছিল, 'জানা নেই'। পরে বলেন, 'আমি কলকাতায় ছিলাম। কয়েকদিন আগে ফিরেছি।' তবে চলতি মাসেই গভর্নিং বডির বৈঠক ডেকে প্রিন্সিপাল নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা সেরে কলেজ সার্ভিস কমিশনকে জানানোর আশ্বাস দেন ইমদাদ।

২০১৫ সাল থেকে কলেজের দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন টিচার ইনচার্জ। বর্তমানে সেই পদে রয়েছেন উজাইর আহমেদ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দুজন প্রিন্সিপাল কাজে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও কোনও কারণে শেষপর্যন্ত তা হয়নি। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। ৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে পরীক্ষা। ইসলামপুরে দ্বিতীয় কলেজ বা একটি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের দাবি দীর্ঘদিনের। সেটাও পূরণ হয়নি। এদিকে, দশ বছর ধরে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) সমীক্ষা হয়নি কলেজে। সেই কারণে আর্থিক বরাদ্দ সহ বিভিন্ন ধরনের সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে যে কোনও সময় প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা অনেকের।

ইসলামপুর কলেজ স্থাপনের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে ২০২৩ সালে। পড়ুয়া, তাঁদের অভিভাবক থেকে স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন, অর্ধশতক পেরিয়ে যাওয়া মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের তেমন হেলদোল নেই কেন? এই ইস্যুতে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কলেজের হাল নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীরা। এমনকি প্রিন্সিপালের দাবিতে হওয়া বৈঠক নিয়েও প্রথমে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। পরে কলেজ টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত স্বীকার করে বলেন, 'প্রিন্সিপাল ইস্যুতে বৈঠকে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' গভর্নিং বডির সভাপতির আশ্বাস, '২৪ ডিসেম্বর কলেজের পরীক্ষা শেষ হবে। তারপর আমরা প্রিন্সিপাল নিয়োগ নিয়ে আলোচনায় বসে কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাছে আবেদন পাঠিয়ে দেব।'

প্রতিষ্ঠানের কী হাল

- ২০১৫ সাল থেকে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন টিআইসি
- দশ বছর ধরে হয়নি ন্যাকের সমীক্ষা
- প্রকাশ্যে কলেজের হাল নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীরা
- টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক শুধু জানান, কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
- গভর্নিং বডির সভাপতির আশ্বাস, চলতি মাসে আবেদন যাবে সংশ্লিষ্ট মহলে

প্রতীকী তালা নিয়ে অভিযান

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : আরজি কর ঘটনার মামলায় সিবিআই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট দিতে না পারায় জামিন পেয়েছেন আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। সিবিআই কেন চার্জশিট দিতে পারল না তার জবাব চেয়ে শুক্রবার প্রতীকী তালা নিয়ে সিবিআই দপ্তর অভিযান করলেন দ্য নাইট ইজ আওয়ার্স ও সিটিজেন ফর জাস্টিস গ্রুপের সদস্যরা। এদিন বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে র‍্যালি করে হাকিমপাড়ায় সিবিআই দপ্তরে যান সদস্যরা।

এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের তরফেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এদিন শিলিগুড়ি শহরেও তরুণীর বিচার চেয়ে সিবিআই দপ্তর অভিযান করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ইউনিট-এর সভাপতি ডাঃ শাহরিয়ার আলম বলেন, 'দীর্ঘ ৯০ দিন পার হয়ে গেলেও সিবিআই চার্জশিট দিতে না পারায় সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল জামিন পেয়ে গেলেন। আমাদের আশঙ্কা জামিন পাওয়ার পরে তাঁরা তথ্যপ্রমাণ লোপাট করবেন।' এদিন প্রতীকী তালা তাঁরা সিবিআই দপ্তরে দিয়ে আসেন। এদিনের র‍্যালিতে উপস্থিত সৃষ্টি ধর জানান, নির্যাতিতা বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

অভিযানে প্রতিবাদীরা। বাঘা যতীন পার্কের সামনে। শুক্রবার। -তপন দাস

বড়দিনের বড় কথা

চার্চে আলোর মালা, ক্যারলের প্রস্তুতি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ক্রিসমাস ট্রি এবং সেটা সাজানোর সরঞ্জাম কিনতে ভিড় দোকানে দোকানে। ব্যস্ততা শহরের চার্চগুলোতেও। নানা রঙের বল, স্টার, টুনি বালব দিয়ে সাজানো হচ্ছে চারপাশ। বড়দিনের জন্য রয়েছে বড় পরিকল্পনা। কোথাও সারারাত ধরে অনুষ্ঠান চলবে। কাটা হবে কেক, গাওয়া হবে ক্যারল।

প্রতি বছর বড়দিন উপলক্ষ্যে ব্যাপক ভিড় জমে প্রধাননগরের আওয়ার লেডি কুইন ক্যাথলিক চার্চে। এদিন চার্চের গেট দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ল তোড়জোড় প্রস্তুতি। কেউ ব্যস্ত সাজাতে, কেউ আবার কোথায় কী কী বসানো হবে- সেই তদারকিতে। সেখানে কথা হল ক্লিমেন সুরেনের সঙ্গে। চার্চ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত তিনি। জানালেন, ২৪ তারিখ রাত ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে প্রায় রাত ২টা ৩০ অবধি প্রার্থনা হবে। পরদিনও সকাল থেকে বিকেল অবধি হবে প্রার্থনা। পাশাপাশি আয়োজন করা হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চার্চ চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছে যিশুর ছবি, নানা মডেলের পুতুল আর বোর্ড দিয়ে। চার্চে আসা প্রত্যেককে কেক খাওয়ানো হবে।

নিবেদিতা রোডের ভিক্টরি খ্রিস্টান ফেলোশিপ চার্চেও শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। এদিন সেখানে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর পাশাপাশি ব্যানার লাগাচ্ছিলেন কেলভিন থাপা, রাজেশ ছেত্রী ও ইবল রাইরা। ইবল জানিয়েছেন, ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাঁরা। এছাড়া বাইবেলের ওপর আলোচনা হবে। হবে কেক কাটিং। বহু মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থাও থাকছে।

প্রধাননগরের প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চে শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চলবে বড়দিন পর্যন্ত। এদিন দূর থেকে চার্চের প্রস্তুতি দেখছিলেন স্থানীয় রাজশ্রী গুহ, অমিত বিশ্বাসরা। এই বিশেষ দিনটির সঙ্গে ছোটবেলার বহু স্মৃতি জড়িয়ে তাঁদের। রাজশ্রীর কথায়, 'বড়দিন মানেই উপহার, কেক আর চার্চে গিয়ে প্রার্থনা। অনেক আনন্দ। বয়স বেড়েছে, তবে বড়দিন নিয়ে উৎসাহে খামতি নেই।' বছর শেষের উৎসবে মেতে উঠতে প্রস্তুত শহর শিলিগুড়ি।

আওয়ার লেডি কুইন ক্যাথলিক চার্চ। ছবি : সূত্রধর

আওয়ার লেডি কুইন ক্যাথলিক চার্চ
প্রধাননগর
- ২৪ তারিখ রাত ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে প্রায় রাত ২টা ৩০ অবধি প্রার্থনা
- পরদিনও সকাল থেকে বিকেল অবধি প্রার্থনা
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হবে কেক বিতরণ

ভিক্টরি খ্রিস্টান ফেলোশিপ চার্চ
নিবেদিতা রোড
- ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় নানা অনুষ্ঠান
- বাইবেলের ওপর আলোচনা, কেক কাটিং
- বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা

প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চ
প্রধাননগর
- শুক্রবার থেকে শুরু হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চলবে বড়দিন পর্যন্ত

এবার ঝোঁক নিরামিশ কেকে

শিলিগুড়ির বেকারির তৈরি কেক যাচ্ছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও সিকিমে। অন্যবার বড়দিনের এক সপ্তাহ আগে থেকেই বাজার জমে ওঠে। চাহিদা থাকে মডেল কেকের। এখন মডেল ও ডেকোরেশন কেক থেকে মানুষ বেশি চাইছেন ফ্রুট কেক, আলোকপাত করলেন মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : বিধান মার্কেটের যে দিকটায় আগে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড ছিল সেদিক দিয়ে একটু এগোলেই এখন নাকে আসবে মিষ্টি কেকের গন্ধ। এখানেই পরপর অনেকগুলো স্থানীয় বেকারির বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এখানকার কেক স্বাদের দিক থেকে অনেকটাই ভালো। আর দামের দিক থেকে কম হওয়ার কারণে এই কেকগুলির চাহিদা থাকে বেশি।

কথা হচ্ছিল বিধান মার্কেটের কেক ব্যবসায়ী অভিজিৎ পালের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'কেকের চাহিদায় ভাটা নেই।' প্রতি বছর তিনি বিভিন্ন মডেলের কেক বানিয়ে নজর কেড়েছেন শিলিগুড়িবাসীর। দুই বছর ধরে মডেল কেকের চাহিদা নেই। এক-একটি মডেল কেকের দাম পড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। কোভিডের পর থেকে গ্রাহক নেই মডেল কেকের। তবে তিনি খুশি যে তাঁর বেকারির তৈরি সাধারণ কেক পাড়ি দিচ্ছে আলিপুরদুয়ার, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

বর্তমান সময়ে বেকারির কেকের চাহিদা বেড়ে উঠেছে অনেকটাই। কারণ মানুষ এখন অনেকটাই স্বাস্থ্য সচেতন। তাই বেশি প্রিজারভেটিভ দেওয়া কেক কেউ পছন্দ করে না।

সিকিম থেকে বড়দিন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে কেক নিতে এসেছেন জোস লিন। তিনি একটি স্কুলের শিক্ষিকা। প্রতি বছর তিনি শিলিগুড়ি থেকেই কেক নিয়ে যান।

শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকা দামের ফ্রুট কেক মিলছে। তবে কেক বানানোর বিভিন্ন সামগ্রী সহ মাত্রাতিরিক্ত দাম বেড়েছে ডিমের। তাই ব্যবসায়ীরাও ঝুঁকেছেন ভেজ কেক তৈরিতে। এবারে বাজারে ৫০ শতাংশই তৈরি হচ্ছে ভেজ কেক। ভেজ কেকের দাম শুরু হচ্ছে ১০ টাকা থেকে, এরপর পাউন্ড হিসাবে।

আজকাল কেক বানানোর দৌড়ে শামিল হয়েছেন প্রচুর ছোট ছোট হোম বেকাররা। হোম বেকারদের জন্য কি ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেকারির কেকের? কেমন যাচ্ছে এই বছরের কেকের বাজার? এই বিষয়ে বিধান মার্কেটের দুই কেক ব্যবসায়ী বিশ্বরঞ্জন দাস, তমাল সরকার শোনালেন একটু ভিন্ন ধরনের কথা। জানান, বরাবরের মতো এই বছরেও ডেকোরেশন কেকের থেকে বেশি চাহিদা রয়েছে ফ্রুট কেকের। দিন-দিন অনলাইন এবং হোম বেকারদের জন্য খুব বড় পরিমাণে না হলেও অল্প প্রভাব পড়েছে ব্যবসায়। অন্যান্যবার এই সময় বাজার জমে ওঠে। চাহিদা থাকে মডেল কেকের। এবার মডেল এবং ডেকোরেশন কেকের থেকে মানুষ বেশি চাইছে ফ্রুট কেক।

তমাল বলেন, 'হোম বেকাররা যতই পটু হোন না কেন, ভালো মানের জন্য মেশিনরিতে আসতে হবে।' তবে ব্যবসা যেমন হোক না কেন সিকিম, রংপো, কোচবিহারে কেক যাচ্ছে শিলিগুড়ির বেকারি থেকেই।

স্বাদের রকমসকম
- শিলিগুড়ির বেকারির কেক স্বাদের দিক থেকে অনেকটাই ভালো আর বড় কোম্পানিগুলোর তুলনায় দামেও অনেক কম
- অনেকেই বেশি প্রিজারভেটিভ দেওয়া কেক পছন্দ করেন না
- এবারে ৫০ শতাংশই তৈরি হচ্ছে ভেজ কেক

অরুণের জেল

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : পুষ্পা ছেত্রী হত্যাকাণ্ডে অন্যতম মূল অভিযুক্ত অরুণ প্রোটেলকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে আটদিনের হেপাজতে নিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। মূলত, কেন স্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে পুষ্পাকে খুনের চক্রান্ত করেছিল, তার উত্তর পেতে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তদন্তকারীরা।

আগুন

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শুক্রবার রাতে আচমকা আগুন লেগে গেল ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দমকলের দুটো ইঞ্জিন আসে। দমকলকর্মীদের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এদিন রাত ১২টা পর্যন্ত জানা যায়নি।

পথ দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শুক্রবার রাতে দার্জিলিং মোড়ের পথ দুর্ঘটনায় আহত দুই মহিলা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ঘটনাস্থলে ট্রাফিকের রেড সিগন্যালে কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেসময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি দাঁড়ানো আরেকটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। সামনের গাড়ির পেছনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত হন পেছনের সিটে বসা দুই মহিলা। এদিকে, পেছন থেকে ধাক্কা মারায় গাড়িটি সেটার সামনে দাঁড়ানো তৃতীয় গাড়িকে ধাক্কা মারে। সেটারও ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ সেখানে আসে। দ্রুতগতিতে আসা গাড়ি সহ চালককে আটক করে। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে।

ট্রাকের ধাক্কায় আহত

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : শুক্রবার দুপুরে শালুগাড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক পথচারী। গুরুতর আঘাত লেগেছে তাঁর পায়ে। ট্রাকটি চেকপোস্ট হয়ে শালুগাড়ার দিকে যাচ্ছিল। সেসময় রাস্তার ধার দিয়ে চলা ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। ট্রাকটি আটক করে ট্রাফিক পুলিশ। তারপর তুলে দেওয়া হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশের হাতে। জখমকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পসরা এড়িয়ে ফুটপাথে নিত্য যাতায়াত

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

বিধান রোডের ফুটপাথের ওপর পসরা সাজিয়ে বসে ব্যবসায়ীরা। শুক্রবার। ছবি : তপন দাস

শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর : ফুটপাথের বাংলা তর্জমা করা যেতে পারে, 'হাঁটার পথ'। যদিও শিলিগুড়ির বিধান রোডের দু'ধারে হাঁটার পথ দিয়ে যেতে গেলে থমকাতে হয় বারবার। কী মেলে না সেখানে? রকমারি জামাকাপড়, মরশুমি ফল, রকমারি খেলনা, খাবারের দোকানের ওভেন-সিলিন্ডার, বাক্সবন্দি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী আরও কত কী! কেউ আবার বাইক, স্কুটার দাঁড় করিয়ে চলে গিয়েছেন নিজের কাজে। তারপর কেটে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিধান মার্কেটের ভেতরে ঢুঁ মারলে চোখে পড়বে তুলাপট্টি সহ আশপাশের অলিগলিতে হাঁটাপথে রাখা দোকানের সামগ্রী। বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ড দাঁড়িয়ে ফুটপাথের ওপর। এই দখলদারির কারণে সাধারণের ভোগান্তি চরমে।

বিধান রোড এবং বিধান মার্কেটে দখলদারি নিয়ে চিন্তায় বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশাসন যদি কঠোর না হয়, তাহলে কেউ বারণ শুনবে না। আমরা মাঝেমধ্যে অভিযান চালাই। তাতে অবশ্য লাভ হয় না। ব্যবসায়ীরা সেসময় জিনিসপত্র ঢুকিয়ে নেন, পরে আবার বের করেন। আমরা না হয় আবারও অভিযান চালাব, তবে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে স্থায়ী সমাধান হবে না।' এই ইস্যুতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'আমরা বারবার ব্যবসায়ীদের ফুটপাথ দখল করে সামগ্রী রাখতে না করেছি। পুলিশকে ফের বিষয়টি জানানো হবে। অভিযান চালাতে বলা হবে পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে।'

দখল উচ্ছেদ করতে মাঝেমধ্যেই অভিযানে নামছে পুলিশ-প্রশাসন। সেসময় ফুটপাথ থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নিলেও কিছুদিন পর ফের একই ছবি ফিরছে। শুক্রবার বিধান রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন সোমনাথ সাহা। অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সময় তাঁর গলায় ক্ষোভের সুর। সোমনাথের কথায়, 'প্রশাসনের কি এসব নজরে পড়ে না? অভিযান হয় শুনি, এটাই কি তার ফল?' এদিন সেখানে দেখা হয়েছিল শহরের বাসিন্দা শুভ্রজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বললেন, 'এমনিতেই রাস্তায় যানজট লেগে থাকে। বাইক, টোটো, ভ্যানরিকশা কাটিয়ে এগোনো মুশকিল। ফুটপাথও আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না।' দখল নিয়ে তিতিবিরক্ত রমা সান্যাল নামে আরেক শহরবাসী। তিনি এসেছিলেন তুলাপট্টিতে কেনাকাটা করতে। প্রশাসনের আরও কড়া হওয়া উচিত বলে মত তাঁর।

রংদার

গল্পের গোরু গাছে
সম্প্রতি প্রয়াত হলেন তবলার মহারাজ জাকির হুসেন। তিনি মারা যাওয়ার অনেক আগে প্রকাশ হয়ে গেল তাঁর মৃত্যুসংবাদ! ব্রেকিং নিউজ করার লোভে অনেকেই এখন রি-চেক না করেই খবর দিয়ে দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। মৃত্যুসংবাদ জানানোর তাড়া ক'দিন আগে দেখা গেল অভিনেতা মনোজ মিত্রের ক্ষেত্রেও। গুজব ছড়াচ্ছেন অনেক শিক্ষিত মানুষই। প্রচ্ছদে গুজব নিয়েই আলোচনা।
প্রচ্ছদ কাহিনী : অংশুমান কর, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়
গল্প : শৌনক দত্ত
ট্রাভেল ব্লগ : বিদ্যাসাগরের গ্রামে স্কুলছুট, নাবালিকার বিয়ে। সুবীর ভুঁইয়া
কবিতা : আনন্দ ঘোষ হাজরা, রঞ্জনা রায়, রঙ্গন রায়, রুমি নাহা মজুমদার, শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায়, বর্ণালী দাসকুণ্ডু ও সুচরিতা চক্রবর্তী
পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

পলিহাউসে ক্যাপসিকাম চাষের প্রযুক্তি

ক্যাপসিকাম বীরুৎ শ্রেণির গাছ। এটি বর্ষজীবী ও বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত। বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর উচ্চতা দুই থেকে পাঁচ ফুট হয়ে থাকে। এর ফলগুলি তিন-চারটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে থাকে। কাঁচা ফল সবুজ হলেও জাত ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী পাকলে লাল, হলুদ, কমলা, বেগুনি, ফ্যাকাশে সাদা বা চকোলেট বর্ণের হয়ে থাকে। সবুজের তুলনায় এইসব রঙিন ফল বেশি দামে বিক্রি হয়ে থাকে।

আমাদের রাজ্যে বিগত তিন দশকে এই সবজিটি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে এখন এটি অপরিহার্য সবজির জায়গা দখল করতে চলেছে। মোটামুটি ক্রয়ক্ষমতা আছে যেসব ক্রেতার, তাঁরা এর উপভোক্তা। আর রঙিন ক্যাপসিকাম এখনও অভিজাত বিপণিতেই বিকোয় এবং বলা বাহুল্য এর দাম বেশ চড়া। বিদেশে এই সবজিটি ‘বেল পেপার’ নামেই পরিচিত। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ক্যাপসিকাম ছাড়াও একে ‘সিমলা মির্চ’ বলা হয়। আমাদের রাজ্যে ক্যাপসিকাম নামেই এর পরিচিতি বেশি, তাই এই রচনায় সেই নামটিই ব্যবহার করা হল। লংকার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এখন ক্যাপসিকাম চাষ করা হয়। তবে নিবিড়ভাবে চাষ করা হয় মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার শীতপ্রধান এলাকায় এবং এশিয়ার মধ্যে ভারত, চিন প্রভৃতি দেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে। ২০১২-১৩ সালে ভারতে ২৯.১৪ হাজার হেক্টর জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করা হয় এবং এর সামগ্রিক ফলন ১৫৩.৩৫ হাজার মেট্রিকটন। ভারতের প্রধান ক্যাপসিকাম উৎপাদক রাজ্যগুলো হল অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। এর মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যগুলোতেই এই দামি সবজিটি চাষ করা হয় সুরক্ষিত পরিকাঠামোয়। এর ফলে ফলন পাওয়া যায় জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি, আর সেইসঙ্গে নিশ্চিত করা যায় উৎকৃষ্ট গুণমান ও লাভ।

প্রসঙ্গত, আমাদের রাজ্যে কেবলমাত্র শীতকালে খোলা পরিবেশে সবুজ ক্যাপসিকাম চাষ করা হয়। শীতের দুই-তিন মাস এর ফলন পাওয়া যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে সবুজ ক্যাপসিকাম ও বছরভর রঙিন ক্যাপসিকামের যোগান দিতে আমাদের ভিনরাজ্যের ওপরে নির্ভর করতে হয়। সুতরাং এরাজ্যে সুরক্ষিত পরিকাঠামোয় ক্যাপসিকাম চাষ করে সেই চাহিদা মেটানোর সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, এখন আমাদের রাজ্যেও সুরক্ষিত পরিবেশে ক্যাপসিকামের চাষ বিস্তার লাভ করছে।

জলবায়ু

ঠান্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া ক্যাপসিকাম চাষের জন্য উপযোগী। ফুল আসার সময় দিনের তাপমাত্রা ২০-২৮

ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও রাতের তাপমাত্রা ১৫-২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকলে ভালো হয়। তাপমাত্রা যখন বেশির দিকে থাকে তখন ফলের আকৃতি বাঁকা হয়, তবে এর দরুন গুণাগুণে কোনও পরিবর্তন হয় না। যদি তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি হয়, তাহলে ফল ধরে না। তাপমাত্রা খুব কমে গেলেও আবার সমস্যা দেখা যায়। ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে তাপমাত্রা নেমে গেলে ফল কমে যায় এবং ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে নামলে আর ফল ধরে না। ক্যাপসিকাম ৬০-৭০ শতাংশ আর্দ্রতা পছন্দ করে এবং ৫০-৬০ হাজার লাক্স আলোক তীব্রতা প্রয়োজন।

চাষের সময়

সুরক্ষিত পরিবেশে যেহেতু প্রতিকূলতার ঝঞ্ঝাট নেই, তাই সঠিক সময়ে এর চারা তৈরি করে জুনের মাঝামাঝি থেকে অগাস্টের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের দেড় মাস পরে গাছে ফুল আসে। জাতের বৈচিত্র্য অনুযায়ী চারা রোপণের পরে পরিণত সবুজ ফল চয়ন করতে সময় লাগে আরও ৬৫-৭০ দিন। আর রঙিন ফল তোলা যায় মোটামুটি ৯০ দিন পরে। প্রাকৃতিকভাবে বায়ু চলাচলযুক্ত পলাহাউসে বড়জোর এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফলন নেওয়া যায়। কারণ, তারপরে শোষক পোকার উপদ্রব বাড়ে, সম্ভাবনা থাকে ভাইরাসঘটিত রোগ সংক্রমণের। তবে পলিহাউসে কীট প্রতিরোধী জাল ব্যবহার করলে ফসলের জীবনকাল আরও এক-দুই মাস দীর্ঘায়িত করা যায়।

ভ্যারাইটি

ক্যাপসিকামের ভ্যারাইটি ও হাইব্রিডগুলি কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, কিন্তু পাকলে প্রধানত হলুদ ও লাল হয়। হলুদ জাতগুলোর মধ্যে অ্যাঞ্জেল, স্বর্ণ, বি.এস.এস.-৯২৬ ও ৯২৭, বিধান ক্যাপসিকাম গোল্ড উল্লেখযোগ্য। লাল জাতগুলোর মধ্যে অনেকেই নাতাশা, আশা, বিধান ক্যাপসিকাম মার্স প্রভৃতি পছন্দ করেন। বিধান ব্ল্যাক বিউটি জাতটি কাঁচা অবস্থায় কালচে বেগুনি রংয়ের হয় এবং পাকলে লাল। কাঁচা অবস্থায় এই রঙটি এতটাই আকর্ষণীয় যে, বিক্রির উপযুক্ত হতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। এছাড়া, সুইট কোনি, সুইট বাইট জাত দুই আমাদের রাজ্যে ভালো ফলন দেয়। এই জাতদুটিতে প্রায় ১০-১১ শতাংশ সুগার থাকে, তাই এর স্বাদ বেশ মিষ্টি।

চারা তৈরি

উন্নত জাতের ক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার বর্গমিটারের জন্য ৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। আর হাইব্রিড হলে ৩০ গ্রাম বীজেই কাজ চলবে। ক্যাপসিকামের হাইব্রিড বীজ বেশ দামি। ওজনে নয়, এগুলি ৫০০ বা ১০০০ সংখ্যায় প্যাকেটে বিক্রি করা হয়। ২২০০টি চারা তৈরি করলেই তা এক হাজার বর্গমিটারের জন্য যথেষ্ট। অনেকে আবার চারা রোপণের ঘনত্ব বাড়িয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার বর্গমিটারে সর্বাধিক সাড়ে তিন হাজার চারা প্রয়োজন।

বেড প্রস্তুতি ও চারা রোপণ

ক্যাপসিকাম চাষের জন্য বেলে-দোঁয়াশ মাটি হল আদর্শ। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ এঁটেল-দোয়াঁশ মাটি হলেও চলবে। যদি এঁটেল মাটি হয়, তাহলে বালি ও জৈবসার প্রয়োজনমতো মিশিয়ে তা ক্যাপসিকাম চাষের উপযোগী করে নিতে হবে। পি.এইচ.৬.০-৭.০-এর মধ্যে থাকা ভালো। মাটিবাহিত রোগজ্বালা এড়াতে সবার আগে দরকার মাটি শোধন। এরপরে বেডগুলি মাটি থেকে ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু হবে। বেডের ওপরের তল ৭০ সেন্টিমিটার চওড়া হবে এবং নীচের তল ৯০ সেন্টিমিটার চওড়া। পলিহাউসের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সুবিধামতো লম্বা বেড বানানো হয়। দুটি বেডের মাঝে অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ও চলাফেরা করার জন্য ৪০ সেন্টিমিটার পথ রাখতে হবে। প্রতি বর্গমিটার বেডে দুই কেজি সরষের খোল ও এক কেজি নিমখোল প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি বেডে দুই সারি করে চারা রোপণ করতে হবে। বেডের মধ্যে দুই সারি চারার পাশ দিয়ে দুই সারি ড্রিপের ল্যাটারাল পাইপ বিছাতে হবে, যাতে ফার্টিগেশনের মাধ্যমে যখন খাদ্য দেওয়া হবে তা গাছের গোড়া ও শিকড় সংলগ্ন অংশে পড়বে। দুটি সারির মধ্যে ৫০ সেন্টিমিটারের ব্যবধান থাকবে। সারিতে দুটি গাছের মধ্যে ৬০ সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখতে হবে। এক হাজার বর্গমিটার পলিহাউসের চারিদিকে একমিটার করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

বেডের মাটিতে আগাছা জন্মালে তা তুলে দিতে হবে। দেড়-দুই মাস পর্যন্ত এই দিকে লক্ষ্ রাখতে হবে। পরবর্তীকালে গাছের ঝোপালো অবয়ব (ক্যানোপি) তৈরি হলে আগাছা বাড়তে পারবে না। বেডে যদি পলিমালচিং করা হয়, তাহলেও আগাছার সমস্যা দেখা দেয় না, সেইসঙ্গে মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে। বেডের মাটি আলগা হয়ে চলাচলের পথে নেমে আসতে পারে, এগুলো আবার বেডে তুলে দিতে হবে। পলিমালচিং করা থাকলে অবশ্য এই সমস্যা দেখা দেয় না। ক্যাপসিকাম গাছকে অবলম্বন দেওয়া দরকার। সেকারণে প্রতি বেডের ওপরে অনুভূমিকভাবে দুই বা তিন সারি তার (১২ গেজ বা তার চেয়ে কম) লাগাতে হবে মাটি থেকে আড়াই মিটার উচ্চতায়। এরপরে গাছের ডালগুলোয় সুতো বেঁধে তা এই তারের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। এরকম অবলম্বন দিলে আর ফলভাবে ক্যাপসিকামের শাখা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

চারা লাগানোর পরে পরেই প্রথম যখন ফুলের কুঁড়ি আসে, সেই কুঁড়ি ভেঙে দিতে হবে। আরও দু-একবার যদি কুঁড়ি ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে গাছের ঝাড় ভালো হয়। এই গাছের প্রত্যেকটা গাঁটে ফুল আসে। যদি একটা গাঁটে একাধিক ফুল আসে, তাহলে একটি ফুল রেখে বাকিগুলো ভেঙে দিতে হবে। ফল ধরে যাওয়ার পরে ক্রমশ ফলগুলো যখন পরিণতির দিকে যায় বা কাঙ্ক্ষিত বর্ণ নিতে থাকে, তখন নতুন গজানো একটা-দুটো গাঁট ফাঁকা রয়ে যায়, ফল আসে না। এরকম অবস্থা হলে প্রতি সপ্তাহে একবার করে পরপর পাঁচ সপ্তাহ ০.২৫ মিলিলিটার প্ল্যানোফিক্স (আলফা ন্যাপথাইল অ্যাসেটিক অ্যাসিড) প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে সকালের দিকে স্প্রে করতে হবে। তাহলে আবার ফুল আসা নিয়মিত হবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

আপাং

দ্বিবর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী চওড়া পাতা আগাছা। ৩০-৬০ সেমি উচ্চতার হতে পারে। গাছের গোড়া কাষ্ঠল হয়। শাখা-প্রশাখাগুলি সোজাভাবে বার হয়। লম্বা শীষের ওপর সবজে সাদা ফুল সাজানো থাকে। ফুলগুলি শক্ত ফলে পরিণত হয়। ফলগুলি কাঁটাযুক্ত ও বিশেষ গন্ধযুক্ত। এগুলি হাত-পায়ে বিঁধে যায় এবং পোষাকে লেগে যায়। ফুল আসার পর আগাছা সরাতে কষ্টকর। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। প্রধানত পতিত জমি ও রাস্তার ধারের আগাছা। সীমিত সেচের মাধ্যমে চাষ করা ফসলেও এদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. এপ্রিল-জুন মাসে গ্রীষ্মকালীন লাঙ্গল খুবই কার্যকর।

২. পতিত জমিতে বা ফসলের আলোর আগাছা নিয়ন্ত্রণে গ্লাইফসেট/প্যারাকোয়াট স্প্রে করা যেতে পারে।

ওকড়া

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা আগাছা। ৩০-৯০ সেমি লম্বা এবং শাখা-প্রশাখা যুক্ত। পাতা সবুজ কিংবা হলদেটে সবুজ। পুষ্প দণ্ডের ওপরের দিকে পুরুষ ফুল এবং নীচের দিকে স্ত্রী ফুল থাকে। স্ত্রী ফুলগুলি ফলের আকৃতি নেয়, সবুজ ও কাঁটায় ঢাকা। কাঁটাযুক্ত পাকা ফল ছাগল, ভেড়া, গবাদি পশুর লোমে লেগে স্থানান্তরিত হয়। অক্টোবর-এপ্রিল মাসে ফুল-ফল ধরে। মুড়ি আখ, তুলা, ফলবাগিচা, পতিত জমিতে এদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. ফসল খেতে আগাছার বীজ তৈরির আগে তুলে ফেলা কিংবা কেটে ফেলা দরকার।

২. আখ, তুলো ও পতিত জমিতে আগাছার ওপর প্যারাকায়াট/গ্লাইফসেট স্প্রে করা যায়।

মুথা

বহুবর্ষজীবী, একবীজপত্রী পাতিঘাস জাতীয় খুবই ক্ষতিকর আগাছা। সবজিখেত, বাগিচা ফসল, উঁচু ফসল খেত, লন, অনাবাদি জমিতে সারাবছরব্যাপী এদের আক্রমণ দেখা যায়। সরু ও লম্বা পাতা গুচ্ছাকারে তেকোনাভাবে সাজানো থাকে। প্রধানত রাইজোম ও টিউবারের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে। বীজের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হতে পারে। মাটির নীচে কাণ্ডের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়ে টিউবার তৈরি হয়। টিউবারের গা থেকে কয়েকটি সরু সুতোর মতো রাইজোম বার হয়। রাইজোমের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়েও টিউবার তৈরি হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন টিউবার তৈরি হয় এবং মাটির নীচে দীর্ঘদিন জীবিত থাকতে পারে। মে থেকে অক্টোবর মাসে গাঢ় বাদামি ফুল আসে এবং অগাস্ট থেকে অক্টোবরে টিউবার তৈরি হয়। টিউবার থেকে সুগন্ধী তেল, ওষুধ, ধূপ তৈরি হয়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টকর। অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকরী কয়েকটি পদ্ধতি হল :

১. গ্রীষ্মকালে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে বার বার লাঙল দিয়ে জমি ফেলে রাখলে বেশিরভাগ টিউবার ও রাইজোম মরে যায়।

২. ফসলের খেত ডালপালায় ভরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জমি নিড়ান দেওয়া দরকার।

৩. বারবার নিড়ান দিয়ে মাটির ওপরের অংশ নষ্ট করলে টিউবার ও রাইজোমে সঞ্চিত খাদ্যে টান পড়ে ও জীবাণুর সংক্রমণ হয়ে মারা যায়।

৪. খুবই উপদ্রুত স্থানে রোয়া ধানের চাষ করলে অনবরত জমা জলে বেশির ভাগ টিউবার ও রাইজোম নষ্ট হয়।

৫. ফসলখেতে ২, ৪-ডি এবং অনাবাদি জমিতে গ্লাইফসেট ব্যবহার করা যায়।

৬. প্রতিবার লাঙল দেওয়ার পর টিউবার ও রাইজোম হাতবাছাই করে নিলে সবচেয়ে কার্যকরী হয়।

দূর্বাঘাস

বহুবর্ষজীবী, একবীজপত্র ঘাস। জলাজমি ছাড়া সব জায়গায় সারা বছর দেখা যায়। গুচ্ছ শিকড় মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। রাইজোম, স্টোলন ও বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বহু শাখা প্রশাখা যুক্ত স্বল্প দৈর্ঘ্যেরকান্ড মাটির ওপর আচ্ছাদন তৈরি করে। সারাবছর গাছে ফুল ধরে। লনে ও গোচারণ ক্ষেত্রের ঘাস হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। কোনও জায়গায় একবার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সহজে দূর করা যায় না।

নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. আগাছামুক্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

২. মে-জুন মাসের গরমে কয়েকবার গভীর লাঙল দিলে শিকড়, স্টোলন প্রভৃতি শুকিয়ে যায়। তারপর জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

৩. খেত ও বাগিচায় ফসলের সারির মধ্যবর্তী স্থলে কুপিয়ে দিলে কিংবা আচ্ছাদন ব্যবহার করলে কাজের হয়।

চাহিদা অনুযায়ী লংকা চাষ বারোমাস

কুণাল নন্দী

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় লংকা অনুখাদ্যের ভূমিকা পাল করে। এই লংকা ব্যতিরেকে খাবারের স্বাদ, রং, গন্ধ ছাড়া রুচিহীন বলে মনে হয়। এটি যেমন সারাবছর ধরে প্রত্যেকদিন আমরা ব্যবহার করে থাকি, তেমনি এর চাষও চলে সারাবছর ধরে। বিশেষ করে ইদানীং হাইব্রিড জাতগুলি বছরের যে কোনও সময়েই চাষ চলে এবং উন্নত জাতগুলি পৌষ থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ আবার ভাদ্র-আশ্বিন থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

সব ধরনের মাটিতেই এর চাষ চলে তবে জল দাঁড়ায় না এধরনের জমি নির্বাচনই ভালো। লংকা গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বেশি পছন্দ করে।

লংকা আমরা দুইভাবে ব্যবহার করে থাকি, একটি কাঁচা অবস্থায় এবং আর একটি পাকা লংকা শুকিয়ে নিয়ে। কাজেই কাঁচা ব্যবহার ও শুকনো ব্যবহারের জন্য আলাদা-আলাদা জাত নির্বাচন করে চাষ দরকার। কাঁচা ব্যবহারের জাতগুলি হল পুষা জ্বালা, সূর্যমুখী ক্লাস্টার, এক্স-২০৬, এক্স-২৩৬। কাঁচা ও শুকনো ব্যবহারের জন্য পাটনাই, এনপি ৪১-এ, হলদিবাড়ি লোকাল, পুষা সদাবাহর। হাইব্রিড জাতের মধ্যে এনএস-১০১, এমএস-১৪২০, রুদাণী, তেজস্বিনী, সূর্য, ভারত দামিনী, হাইব্রিড ৫-১-৫ ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও বাজারে আরও অনেক ভালো জাত পাওয়া যায়।

বিঘাপ্রতি বীজ প্রয়োজন হয় উন্নত জাতের ক্ষেত্রে ৭০-১০০ গ্রাম, ছিটিয়ে বুনলে ১৫০-২০০ গ্রাম। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ৪০-৫০ গ্রাম। বীজ বপনের পূর্বে অবশ্যই বীজ শোধন করে নিতে হবে। চাষের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজে ১.৫ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম অথবা ফুরকার্বানিল ২ গ্রাম অথবা ট্রাইকোডারমা ৪-৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

বীজতলা তৈরির জন্য ১০x৩ উঁচু করে মাপের চারপাশে জলনিকাশি নালা রেখে বেড

তৈরি করে নিতে হবে। এই মাপের প্রতিটি বেডে গোবর সার ৫০ কেজি (১ ভার) সিঙ্গিল সুপার ফসফেট ৩০০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ ৫০ গ্রাম, ক্লোরপাইরিফস-২০%-২৫ মিলি বীজ বোনার ২৪ ঘণ্টা আগে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার পর হালকাট মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। এবার সপ্তাহে অন্তত একবার প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসেবে ব্যাভিস্টিন গুলে স্প্রে করে নিতে হবে। সাধারণত চারা রোপণের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মকালে চারার বয়স ৪ সপ্তাহের বর্ষাকালে ৪-৫ সপ্তাহের, শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহের এবং হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ৩-৪ সপ্তাহের বয়সের চারাই উপযুক্ত।

মূল জমি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় ৬০-৭০ ভার পচা গোবর সার, ৪০-৫০ কেজি নিম খোল, কার্বারিল ৫% গুঁড়ো ৪ কেজি, সালফার ১ কেজি, উন্নত জাতের ক্ষেত্রে ইউরিয়া ১০ কেজি, সিঙ্গিল সুপার ফসফেট ৩০ কেজি, মিউরিয়েট অব পটাশ ৮ কেজি। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ইউরিয়া ১৫ কেজি, সিঙ্গিল সুপার ফসফেট ৩০ কেজি, মিউরিয়েট অব পটাশ ১২ কেজি। আবার ১০ :২৬ : ২৬-১৮ কেজি, ইউরিয়া ৬ কেজি। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ১০ :২৬ : ২৬-২৪ কেজি, ইউরিয়া ৯ কেজি অথবা ডিএপি ১০ কেজি, ইউরিয়া ৬ কেজি, মিউরিয়েট অব পটাশ ৮ কেজি। হাইব্রিডে ডিএপি ১৪ কেজি, ইউরিয়া ৯ কেজি, পটাশ ১২ কেজি। গ্রীষ্মকালে চারার দূরত্ব রাখতে হবে ২৪ ১৮ ইঞ্চি শীতকালে ১৮ ১৮ ইঞ্চি। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ২৪ ২৪ ইঞ্চি। চাপানসার প্রয়োগের জন্য উন্নতজাতের ক্ষেত্রে ৩ সপ্তাহ পর ইউরিয়া ৪ কেজি। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ইউরিয়া ৬ কেজি। ৬-৭ সপ্তাহ পর আরও একবার একই হারে দ্বিতীয় চাপান দিতে হবে। প্রতি ক্ষেত্রেই চাপান দেবার আগে নিড়ানি দিয়ে সার প্রয়োগ করে সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চারা রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর একবার এবং ৫০-৫৫ দিন পর একবার প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হারে চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করলে ভালো হয়।

রোগ ও পোকার দিকে নজর রেখে যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয় তবে কৃষি বিশেষজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

রাজ্যে বাড়ছে পেয়ারার আবাদ

জ্যোতি সরকার

স্বাস্থ্যকর ফলগুলির মধ্যে পেয়ারা অন্যতম। এটি লাভজনক ফলও বটে। বছরে একটি পেয়ারা গাছ থেকে ন্যূনতম পক্ষে তিনবার ফল পাওয়া যেতে পারে। পেয়ারার বিপণনের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তর পেয়ারা চাষ সম্পর্কে এই প্রচার করেই চাষিদের আকৃষ্ট করেছে। রাজ্যে পেয়ারা চাষের আবাদি এলাকার পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব তথা হর্টিকালচার দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডঃ সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন পেয়ারার উন্নত জাতগুলির মধ্যে রয়েছে – লক্ষ্ণৌ-৪৯, আরকা, মৃদুলা, আরকা অমূল্য, এলাহাবাদ সফেদা, বারুইপুর এবং খাজা। গাছ রোপণের সময়ের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ গুপ্ত জানান, আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসে এই রোপণ কাজ সম্পন্ন করা হলে ভালো হয়। গর্তের আকার সঠিকভাবে করতে হবে। পেয়ারা চায়ের ক্ষেত্রে সার হিসাবে গোবর সার, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম ব্যবহার করা আবশ্যিকভাবে দরকার। পেয়ারা গাছের পরিচর্যার বিষয়টির কথা মাথায় রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে ডাল ছাটা দরকার। ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও দরকার। ট্রেনিংয়ের মূল কারণ হল শক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা। মাথায় রাখতে হবে ঝড় বা বৃষ্টির সময়ে যাতে গাছের ডাল ভেঙে না পড়ে।

হর্টিকালচার দপ্তরের মূল্যায়ণ হল পেয়ারার ফলন নির্ভর করে পেয়ারার জাত, গাছের বয়স, কোন ঋতুর ফল সর্বপরি পরিচর্যার বিষয়ে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পেয়ারা গাছ বছরে ৮০ থেকে ৯০ কেজি ফলন দেয়।

পেয়ারার রোগ পোকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ফল ছিদ্রকারী পোকা, ডগা ছিদ্রকারী পোকা, দয়ে পোকা, ফলের মাছি, ঢলে পড়া পোকার উপদ্রব হয়। এই উপদ্রব রোধে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

পেয়ারা চাষের ফলন বৃদ্ধি পাবার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ হয়েছে অনেকটাই। বিশেষত বারুইপুরের পেয়ারার কদর বাজারে ক্রেতাদের কাছে যথেষ্টই। ফল চাষের ক্ষেত্রে হর্টিকালচার দপ্তর উত্তরবঙ্গে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জলপাইগুড়ি জেলার মোহিত নগরে হর্টিকালচার দপ্তরের ফার্মে ফলের চারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে পেয়ারার চারাও তৈরি হচ্ছে। পেয়ারার চারাগুলি যথেষ্ট উন্নত মানের। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগ্রহী ফলচাষিরা পেয়ারার চারা সংগ্রহ করছেন মোহিতনগর থেকে। মোহিতনগর ফার্মে উৎপাদিত পেয়ারার সাইজ যেমন বড় তেমনি সুস্বাদুও। উত্তরবঙ্গে পেয়ার চাষের প্রসারের জন্য হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকরা ফলচাষিদের নিয়ে কর্মশালাও করছেন। কর্মশালাগুলিতে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

ফিটনেস নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত

হাঁটুতে জল জমছে সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : ফিট হয়েছেন। ক্রিকেটে ফিরেছেন। কিন্তু তারপরও তাঁর ফিটনেস নিয়ে সংশয় যাচ্ছে না।

বরং নিয়মিতভাবে মহম্মদ সামিকে নিয়ে অচলাবস্থা বেড়েই চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সামির অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্রিসবেন টেস্টের পরই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছিলেন, সামি পুরো ম্যাচ ফিট নন। তাঁর হাঁটুতে সমস্যা রয়েছে। সামির হাঁটুর সমস্যাটা আসলে কী, আজ সামনে এসেছে। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি সূত্রের খবর, সামির হাঁটুতে জল জমছে। গতকালই প্রাথমিকভাবে সেই জল বার করা হয়েছে। আপাতত তাঁকে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসক, ফিজিওরা দিন কয়েক বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। তাই আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচে খেলা হচ্ছে না সামির।

> সামিকে হয়তো বরোদা ম্যাচে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা এখনও ওকে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নই।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা** (বাংলার কোচ)

শনিবার হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে অভিযান শুরু করছে টিম বাংলা। জানা গিয়েছে, দিল্লি ম্যাচে তো নয়ই, ২৬ ডিসেম্বর নির্ধারিত থাকা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেও নেই সামি। ২৮ ডিসেম্বর বরোদার বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে হয়তো ফিরতে পারেন সামি। যদিও বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট সামিকে বিজয় হাজারে ট্রফির কোন ম্যাচে পাওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় একেবারেই। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার কথায়, 'সামিকে হয়তো বরোদা ম্যাচে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা এখনও ওকে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নই।'

মেলবোর্নে আজ শুরু রোহিতদের অনুশীলন

মেলবোর্ন, ২০ ডিসেম্বর : রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে আলোচনা চলছেই। তিনি ইতিমধ্যেই দেশে ফিরেছেন। টিম ইন্ডিয়ায় তাঁর বাকি সতীর্থরা ব্রিসবেন থেকে গতকালই মেলবোর্ন পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও অশ্বীনকে নিয়ে দলের অন্দরে চর্চা থামেনি। অশ্বীন নিজে আজ তাঁর প্রিয় সতীর্থদের সমাজমাধ্যমে নানা পোস্টের মাধ্যমে অভিবাদনও জানিয়েছেন।

আগামী বৃহস্পতিবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু বক্সিং ডে টেস্ট। সেই টেস্টের লক্ষ্যে আগামীকাল থেকে এমসিজি-তে অনুশীলন শুরু করছেন রোহিত শর্মারা। তার আগে শুক্রবার পুরো দিনটা বিশ্রাম নিয়েই কাটালেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

বিশ্রামে টিম ইন্ডিয়া

চলতি সিরিজের মাঝে হঠাৎ করে পাওয়া ছুটি চুটিয়ে উপভোগ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বেশিরভাগই আজ ব্যস্ত ছিলেন মেলবোর্ন ভ্রমণে। চলতি বছর প্রায় শেষের পথে। ইংরেজির নতুন বছর দরজায় কড়া নাড়ছে। চলতি বছরকে অতীত করে দিয়ে নতুনকে আবাহনের লক্ষ্যে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ভ্রমণপিপাসুদের ভিড় উপচে পড়েছে। সেই ভিড়েই মিশে গিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররাও।

মেলবোর্ন টেস্টের আগে চুলে নতুন ছাঁট বিরাট কোহলির (বাঁয়ে)। চতুর্থ টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে ফুরফুরে মেজাজেই রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা (মাঝে)। মেলবোর্নে সরফরাজ খানকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। যে ছবি দেখে নেটিজেনরা লিখলেন, 'মুম্বই বয়েজ'।

আচমকা পাওয়া ছুটি উপভোগের মাঝে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে বক্সিং ডে টেস্ট নিয়েও ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। পিচ কেমন হতে পারে, এখনও দেখেননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, এমসিজি-তে সাধারণত স্পোর্টিং উইকেট হয়। খেলা গড়ানোর সঙ্গে বাইশ গজ থেকে স্পিনাররা সামান্য হলেও সাহায্য পেয়ে থাকেন। এবার কী হবে? আগামীকাল এমসিজি-তে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরু হলে হয়তো ছবিটা স্পষ্ট হবে। তার আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে দুটো বিষয় নিশ্চিত করতে হবে দ্রুত। এক, ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় দলের টপ অর্ডার ব্যাটারদের ব্যর্থতা রুখতে হবে। দুই, স্বপ্নের ফর্মে থাকা জসপ্রীত বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজদের বল হাতে আরও সক্রিয় হতে হবে। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মারা কীভাবে এই সমস্যা মেটাবেন, সময় তার জবাব দেবে। এমন অবস্থার মধ্যে গাব্বায় আকাশ দীপের বোলিং ও ব্যাট হাতে ফলোঅন বাঁচানোর মরিয়া লড়াই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে খুশি করেছে। তাই মনে করা হচ্ছে, দলের তিন নম্বর পেসার হিসেবে এমসিজি-তেও আকাশই খেলবেন।

পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার স্পিন বিভাগে। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম একাদশ থেকে রবীন্দ্র জাদেজা বাদ পড়তে পারেন। সব ঠিক মতো চললে তাঁর পরিবর্তন হিসেবে প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

বিজয় অভিযান আজ শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : নতুন প্রতিযোগিতা। নতুন স্বপ্ন। নতুন পরিকল্পনা।

এমন মনোভাব নিয়েই শনিবার হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান শুরু করছে বাংলা। হাঁটুর সমস্যার কারণে মহম্মদ সামিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কবে সামিকে পাওয়া যাবে, তা নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েছে অনিশ্চতার মেঘ। সামির অনুপস্থিতিতে টিম বাংলাকে ভরসা দেওয়ার জন্য মুকেশ কুমার রয়েছেন। মুকেশের সঙ্গে শনিবার বাংলার জার্সিতে নতুন বল ভাগ করে নেবেন সায়ন ঘোষ। অলরাউন্ডার হিসেবে দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য সক্ষম চৌধুরীকে তৈরি রাখা হয়েছে। বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'যে কোনও প্রতিযোগিতার শুরুটা ভালো হওয়া জরুরি। আমরা সেই মনোভাব নিয়েই আগামীকাল দিল্লির বিরুদ্ধে মাঠে নামব।'

সামনে ইশান্ত-আয়ুষদের দিল্লি

> বিপক্ষ দলে ভালো ক্রিকেটার তো থাকবেই। সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে গেলে ভালো দলের বিরুদ্ধে সফল হতেই হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনওদিনই বিপক্ষ দলে কে বা কারা রয়েছে, সেটা ভেবে খেলতে নামিনি। শুধু সাজঘরের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছি। সেই মনোভাব নিয়েই আগামীকাল মাঠে নামব আমরা।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা** (বাংলার কোচ)

দল হিসেবে দিল্লি বেশ শক্তিশালী। আয়ুষ বাদোনি, অনুজ রাওয়াত, ইশান্ত শর্মার মতো পরিচিত একঝাঁক ক্রিকেটার রয়েছে দিল্লি দলে। এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের প্রথম ম্যাচের আগে সতর্ক টিম বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বিপক্ষ দলে ভালো ক্রিকেটার তো থাকবেই। সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে গেলে ভালো দলের বিরুদ্ধে সফল হতেই হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনওদিনই বিপক্ষ দলে কে বা কারা রয়েছে, সেটা ভেবে খেলতে নামিনি। শুধু সাজঘরের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছি। সেই মনোভাব নিয়েই আগামীকাল মাঠে নামব আমরা।'

সামির অনুপস্থিতিতে বাংলার বোলিং দুর্বল হয়ে গিয়েছে, এমন যুক্তিও মানছে না বাংলা শিবির। বরং অস্ট্রেলিয়া ফেরত মুকেশ বাংলার বোলিংকে নেতৃত্ব দিতে তৈরি বলে দাবি করা হচ্ছে। করণ লালের সঙ্গে উইকেটরক্ষক অভিষেক পোড়েল বাংলার হয়ে ইনিংস ওপেন করবেন। মিডল অর্ডারে দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য রয়েছেন অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার। সবমিলিয়ে নতুনভাবে বিজয় হাজারে অভিযান শুরুর জন্য তৈরি বাংলা দল।

বাদ ম্যাকসুইনি, ডাক পেলেন কনস্টাস

মেলবোর্ন, ২০ ডিসেম্বর : ব্রিসবেন টেস্ট এখন অতীত। সামনে বক্সিং ডে টেস্টের চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের লক্ষ্যে আজ বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শেষ দুই টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করে দিল অস্ট্রেলিয়া। তিন টেস্টে সুযোগ পাওয়ার পরও ব্যর্থতার কারণে বাদ পড়লেন ওপেনার নাথান ম্যাকসুইনি। তাঁর পরিবর্তে ১৯ বছরের প্রতিভাবান ওপেনার স্যাম কনস্টাসকে ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে নিয়ে চমক দিলে অজি নির্বাচকরা।

চমকের শেষ শুধু কনস্টাসেই সীমাবদ্ধ নয়, রয়েছে আরও। তিন বছর পর অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন ঝেই রিচার্ডসন। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের আসরে হয়তো খেলবেনও তিনি। জোশ হ্যাজেলউড চোটের কারণে সিরিজের বাকি দুই টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তন হিসেবে প্যাট কামিন্সদের প্রথম একাদশে রিচার্ডসনকে ভাবা হচ্ছে বলে খবর।

মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা বক্সিং ডে টেস্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ৯০ হাজার দর্শকাসনের স্টেডিয়ামের সব টিকিটও বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে খবর। মনে করা হচ্ছে, এমন রাজকীয় পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে ১৯ বছরের কনস্টাসের। মাত্র ১২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু তার মধ্যেই ব্যাট হাতে নজর কেড়েছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রাক সিরিজ অনুশীলন ম্যাচেও বড় রান করেছিলেন তিনি। এহেন কনস্টাসকে দলে নিয়ে চমক দেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি বলেছেন, 'শেষ তিনটি টেস্টে টপ অর্ডার আমাদের ব্যাটারদের কেউই সেভাবে দলকে ভরসা দিতে পারেনি। তাই ভারতীয় দলকে একটু চমকে দেওয়ার জন্য আমরা তরুণ কনস্টাসের উপর ভরসা রাখছি। দেখা যাক কী হয়।'

স্যাম কনস্টাস

সোমবার শুরু কামিন্সদের অনুশীলন

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে তরুণ কনস্টাস কতটা নজর কাড়বেন, দলকে ভরসা দেবেন, সময় বলবে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের ক্রিকেট সংসারে। সেই প্রসঙ্গ টেনে অজি নির্বাচক প্রধান বেইলি বলেছেন, 'ম্যাকসুইনির চেয়ে কনস্টাসের ব্যাটিং স্টাইল আলাদা। ওর ডিফেন্স বেশ ভালো। আমরা আশা করছি শক্তিশালী ভারতীয় পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে কনস্টাস আমাদের হতাশ করবে না।' এদিকে, সিরিজের শেষ দুই টেস্টের লক্ষ্যে এখনও অনুশীলন শুরু হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার থেকে এমসিজি-তে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শেষ দুই টেস্টের লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করবেন কামিন্সরা।

গোয়ার সাগরে ডুবল মোহনতরী

এফসি গোয়া-২ (ব্রাইসন-২)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১
(দিমিত্রিস-পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের পর মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর দল যদি এফসি গোয়ার বিপক্ষে হেরে গিয়ে লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হতেই পারে। এত দ্রুত যে তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশ সত্যি হয়ে যাবে এটা বোধহয় তিনিও দুঃস্বপ্নে ভাবেননি। গোয়ার সাগরে ডুবে গেল তরতরিয়ে এগোনো মোহনতরী।

জয়ের মধ্যে থাকলেও গোল খাওয়ার পুরোনো অভ্যাসটা যেন আবার ফিরে এসেছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার ডিফেন্সের। ৬৭ মিনিটের দ্বিতীয় গোলের জন্য তো সম্পূর্ণভাবে ডিফেন্সই দায়ী। বোরহা হেরেরার ক্রসে ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ যখন হেড করছেন তখন আশিস রাই তাঁর ধারেকাছে নেই এবং টম অ্যালড্রেড পিছনদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলের গোলে চলে যাওয়া দেখলেন। যদিও ১২ মিনিটের প্রথম গোলটা দুর্ভাগ্যজনক। আশিস ক্লোজডাউন করার চেষ্টা করলেও শট মারার জন্য অল্প জায়গা তৈরি করে নেন ব্রাইসন। তবে তাঁর শট হয় বিশাল কেইথ পেয়ে যেতেন যদি না অ্যালড্রেডের গায়ে লেগে উঠে যেত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বল ডিপ হয়ে গোলে ঢুকে যায়। গত কয়েকদিন ধরে মানোলো মার্কুয়েজ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন মোহনবাগানের। দুই দল মাঠে নামার পর অবশ্য বোঝা গিয়েছে, এসবই প্রতিপক্ষের উপর চাপ চালান করে দেওয়ার স্ট্র্যাটেজি। বরং এদিন সন্দেশ ঝিংগানের নেতৃত্বাধীন শক্তপোক্ত গোয়ান ডিফেন্সের উপর প্রথমার্ধে একেবারেই দাঁত ফোটাতেই পারেনি মোহনবাগান। ৪৪ মিনিটে একবারই দিমিত্রিস পেত্রাতোসের একটা শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ছাড়া কোনও সিটার নেই। বরং ৩১ মিনিটে মহম্মদ ইয়াসির একবার পরীক্ষা করে যান বিশাল কেইথকে। তাঁকে বল বাড়ানো আমান্দো সাদিকুও এদিন বেগ দিলেন বাগান ডিফেন্সকে।

পেনাল্টি থেকে সমতা ফিরিয়ে শুভাশিস বসুর সঙ্গে উচ্ছ্বাস দিমিত্রিস পেত্রাতোসের। যদিও শেষপর্যন্ত হেরেই ফিরতে হয় তাঁদের। ফতোরদায়।

প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন করেননি মোলিনা। মাঝমাঠে আপুইয়া এবং সাহাল আব্দুল সামাদের থেকে এদিন শুরুতে অনেকবেশি কার্যকরী লেগেছে এক মরশুম আগে ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া বোরহা ও কার্ল ম্যাকহিউকে। মোহনবাগানের যে কোনও আক্রমণই শুরু হয় জোড়াফলা মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোর মাধ্যমে। এদিন দুইজনই ছিলেন স্তিমিত। হতে পারে টানা খেলার ক্লান্তি গ্রাস করেছে তাঁদের। জেমি ম্যাকলারেন মাঠে ছিলেন কিনা বোঝা যায়নি। মোহনবাগানের প্রথম ঠিকঠাক গোলে শট বলতে ৪৯ মিনিটে সাহালের। আগের ম্যাচে আলবার্তো রডরিগেজের করা গোলের মতোই বক্সের বাইরে থেকে আচমকা নেওয়া শটটা ভালো বাঁচান হৃতিক তিওয়ারি। ৫৪ মিনিটে মোহনবাগানের গোল পেনাল্টি থেকে। ডানদিক থেকে পেত্রাতোস ক্রস তুলতে গেলে শুয়ে পড়ে আটকাতে গিয়ে বল হাতে লাগান সাদিকু। রেফারি ক্রিস্টাল জনের দেওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্ত খুশি করতে পারেনি গোয়ার ফুটবলারদের। ৫৫ মিনিটে দিমির নেওয়া পেনাল্টি হৃতিক ডানদিকে ঝাঁপিয়েও ধরতে পারেননি। গোল করার পর পরই দিমির চোট পেয়ে বসে যাওয়ার পর জেসন কামিংস নেমে এদিন দাগ কাটতে পারেননি। শেষেরদিকে মোলিনার চাপ দিয়ে ম্যাচ বার করার স্ট্র্যাটেজি ধরে ফেলাতেই জেতা সহজ হল মানোলোর দলের কাছে। বাগান কোচকে এবার নতুন স্ট্র্যাটেজি ভাবতে হবে। হতাশায় ম্যাচের শেষদিকে লাল কার্ড দেখলেন মোহনবাগানের সহকারী কোচ।

ওডিশা এফসি এবং কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও ড্র ও জিতলেও এদিন মানোলোর চালে আটকা পড়ে গেল মোহনবাগান। টানা আট ম্যাচ পরে হার। এখন দেখার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে হারের পর যেভাবে ঘুরে দাঁড়ান সাহাল-দিমিরা, সেভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়ে লিগ-শিল্ড নিজেদের দখলে রেখে দিতে পারেন কিনা!

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস (আশিক), আলবার্তো, টম, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া (সুহেল), সাহাল, লিস্টন (অনিরুদ্ধ), দিমিত্রিস (কামিংস) ও ম্যাকলারেন।

‘পৃথ্বী নিজেই নিজের শত্রু’

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর : মূলধারার ক্রিকেটের সঙ্গে পৃথ্বী শ’র দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। যাঁর প্রতিভাকে একসময় শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে তুলনা করা হত, এখন তিনি সুযোগ পাচ্ছেন না ঘরোয়া ক্রিকেটেও। সম্প্রতি বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন পৃথ্বী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) এক কর্তা বলছেন, ‘পৃথ্বী শ নিজেই নিজের শত্রু।’ তাঁর অভিযোগ, ‘পৃথ্বীর ফিটনেস, শৃঙ্খলা এমনকি আচরণ নিয়েও সমস্যা আছে। পতনের জন্য ও নিজেই দায়ী। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ফিল্ডিংয়ের সময় লুকিয়ে রাখতে হত ওকে। নইলে পাশ দিয়ে বল গেলেও ও ধরতে পারত না।’

আনোয়ারকে লুকিয়ে অনুশীলনে ব্রুজোঁ

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর : ধারাবাহিকতার অভাব থাকলেও জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। সময়ের ব্যবধানটা এক সপ্তাহও নয়। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের আগে আর পরে। শুধু একটা জয় লাল-হলুদ শিবিরের পরিবেশ আমূল বদলে দিয়েছে। ফুটবলারদের চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। অনুশীলনে চনমনে গোটা দল। শনিবার জামশেদপুরের বিরুদ্ধে সেটাকে হাতিয়ার করেই তিন পয়েন্ট তুলে নিতে চান অস্কার ব্রুজোঁ। তবে স্প্যানিশ কোচ বাস্তববাদী। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সরাসরিই বললেন, ‘খালিদ জামিলের দল পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরে রয়েছে। পয়েন্টের ব্যবধান আট। ম্যাচটা সহজ হবে না।’ তবে নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলে, না জেতার কোনও কারণ দেখছেন না অস্কার।

জামশেদপুর ম্যাচের আগে ব্রুজোঁর দলের শক্তি একটু হলেও বাড়ছে। কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন জিকসন সিং। পাঞ্জাব ম্যাচে মাথায় চোট পেলেও সম্পূর্ণ ফিট নাওরেম মহেশ সিং। দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও চুটিয়ে অনুশীলন করেছেন। যদিও প্রথম একাদশে কারা থাকবেন তাই নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। শুক্রবার অনুশীলনে অন্যতম সেরা অস্ত্র আনোয়ার আলিকেও লুকিয়ে রাখলেন অস্কার। সেভাবে অনুশীলনই করালেন না। তবে যা সম্ভাবনা তাতে গত ম্যাচের মতো আনোয়ারকে মাঝমাঠে রেখেই দল সাজাতে পারেন স্প্যানিশ কোচ। সেক্ষেত্রে শুরুতে জিকসনের জায়গা হতে পারে রিজার্ভ বেঞ্চে।